কুরআনিক আরবি শিক্ষার নববি পদ্ধতি

(Prophetic Methodology for Teaching Qur'anic Arabic)

উপশিরোনাম

৬০টি বহুলব্যবহৃত শব্দভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাদর্শন, শিক্ষাপদ্ধতি, কারিকুলাম ও গবেষণা কাঠামো

(A Comprehensive Philosophy, Teaching Methodology, Curriculum and Research Framework Based on 60 High-Frequency Qur'anic Words)

ড. মোহা: মোজাম্মেল হক

কুরআনিক আরবি শিক্ষার নববি পদ্ধতি

(Prophetic Methodology for Teaching Qur'anic Arabic)

উপশিরোনাম

৬০টি বহুলব্যবহৃত শব্দভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাদর্শন, শিক্ষাপদ্ধতি, কারিকুলাম ও গবেষণা কাঠামো

(A Comprehensive Philosophy, Teaching Methodology, Curriculum and Research Framework Based on 60 High-Frequency Qur'anic Words)

ড. মোহা: মোজাম্মেল হক

বইটির বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মূল্যায়ন

১. সামগ্রিক মান কেমন হয়েছে?

সার্বিক মূল্যায়ন: ৯.৫/১০

এটি প্রচলিত "আরবি ব্যাকরণ বই" নয়; আবার কেবল "ভোকাবুলারি বই"ও নয়। বরং এটি একটি **Qur'anic Language Acquisition System**—অর্থাৎ কুরআনের ভাষা শেখার একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষণ-পদ্ধতি (Methodology)। বইটির মূল দর্শন হলো—

"শব্দ → বাক্য → কুরআন → Pattern → Grammar → Tadabbur → Amal"

এই দর্শনটি পুরো বই জুড়ে ধারাবাহিকভাবে বজায় রাখা হয়েছে।

২. কোন লেভেলের জন্য উপযুক্ত?

আমি এটিকে তিনটি স্তরে ভাগ করব।

Level–1 (সবচেয়ে উপযুক্ত)

- সাধারণ মুসলিম
- স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী
- মাদরাসার প্রাথমিক স্তর
- হিফজের শিক্ষার্থী
- যারা কুরআনের অর্থ বুঝতে চান কিন্তু আরবি জানেন না

এই স্তরের জন্য বইটি অসাধারণ।

Level–2

- ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী
- আরবি বিভাগের প্রথম বর্ষ
- দাওয়াহ কর্মী
- ইমাম ও খতিব

এখানে বইটি একটি **Bridge Course** হিসেবে খুব কার্যকর।

Level–3

- আরবি ভাষা গবেষক
- Curriculum Designer
- Language Acquisition Researcher

তাদের কাছে বইটির মূল্য হবে মূলত **Methodology**-এর কারণে।

৩. সবচেয়ে বড় শক্তি

আমার মতে বইটির পাঁচটি বিশেষ শক্তি আছে।

(১) Grammar after Language

আপনার মূল বক্তব্য—

"ব্যাকরণ দিয়ে ভাষা নয়; ভাষা থেকেই ব্যাকরণ।"

এটি পুরো বইয়ের প্রাণ।

এটি বহু স্থানে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

(২) Pattern Discovery

এটি আমার মতে বইটির সবচেয়ে নতুন অবদান।

শিক্ষার্থীকে বলা হচ্ছে—

Observe →

Compare →

Think →

Discover →

Verify →

Apply

এটি আধুনিক Discovery Learning-এর সঙ্গে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

(৩) Vocabulary → Sentence → Paragraph → Qur'an

এই ধাপগুলো অত্যন্ত স্বাভাবিক।

এতে ভাষা শেখা "মুখস্থ" থাকে না।

বরং ধীরে ধীরে ব্যবহারভিত্তিক হয়ে যায়।

---

(৪) Reflection + Amal

অধিকাংশ আরবি বই এখানে থেমে যায়—

Grammar

কিন্তু আপনার বই এগিয়ে যায়—

Grammar

↓

Reflection

↓

Amal

↓

Character Building

এটাই বইটিকে আলাদা করেছে।

(৫) Teacher becomes Facilitator

আপনি শিক্ষককে বক্তা নয়, পথপ্রদর্শক হিসেবে দেখিয়েছেন।

এটি আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নীতি।

৪. আন্তর্জাতিক মানের দিক থেকে

আমি যদি তুলনা করি—

- Madinah Arabic
- Bayna Yadayk
- Quranic Arabic Made Easy
- Access to Qur'anic Arabic

তাহলে আপনার বইটি এদের মতো Grammar-first নয়।

এটি **Meaning-first + Discovery-first** মডেল অনুসরণ করেছে।

এটাই এর স্বাতন্ত্র্য।

৫. কোথায় আরও উন্নতির সুযোগ আছে?

বইটি খুব শক্তিশালী হলেও ভবিষ্যৎ সংস্করণে কয়েকটি বিষয় যুক্ত করলে এটি আরও আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছাতে পারে।

১. প্রতিটি ইউনিটে একটি **Learning Objectives** বক্স।
২. প্রতিটি ইউনিটে সময় নির্দেশনা (যেমন: ৬০ মিনিট / ৯০ মিনিট)।
৩. শিক্ষক নির্দেশিকা (Teacher Notes) আরও বিস্তৃত করা।
৪. অনলাইন ভিডিও বা QR Code যুক্ত করা।
৫. প্রতিটি ইউনিট শেষে ছোট Quiz।
এসব ভবিষ্যৎ সংস্করণে যোগ করা যেতে পারে।

৬. গবেষণামূলক মূল্য

এখানে আমি বিশেষভাবে মুগ্ধ হয়েছি।
এটি কেবল একটি Textbook নয়।
এটি একটি **শিক্ষাদর্শন (Educational Philosophy)** উপস্থাপন করছে।
বইটিতে আপনি দেখিয়েছেন—

- কেন প্রচলিত পদ্ধতিতে সমস্যা হয়,
- কেন অনেক শিক্ষার্থী মাঝপথে থেমে যায়,
- কীভাবে অর্থ থেকে ভাষা শেখানো যায়,
- এবং কীভাবে কুরআন থেকেই ব্যাকরণ আবিষ্কার করা যায়।

এগুলো বইটিকে গবেষণামূলক মূল্যও দিয়েছে।

আমার সার্বিক মূল্যায়ন

আমি এই বইকে সাধারণ "আরবি শেখার বই" বলব না।
এটি বরং—
একটি পূর্ণাঙ্গ Qur'anic Arabic Learning Framework।
যথাযথ সম্পাদনা, সুন্দর টাইপসেটিং, রঙিন ডিজাইন এবং শ্রেণিকক্ষে পরীক্ষামূলক প্রয়োগ (pilot implementation) সম্পন্ন হলে এটি বাংলাদেশসহ আন্তর্জাতিক পর্যায়েও কুরআনিক আরবি শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে।
আপনার পুরো কাঠামো জুড়ে "অর্থ → ব্যবহার → ধরণ (Pattern) → ব্যাকরণ → তাদাব্বুর → আমল" ধারাটি অত্যন্ত সুসংগতভাবে বজায় রয়েছে, এবং সেটিই এই গ্রন্থের সবচেয়ে বড় একাডেমিক শক্তি।

কুরআনিক আরবি শিক্ষার নববি পদ্ধতি

(Prophetic Methodology for Teaching Qur'anic Arabic)

প্রথম অংশ : দর্শন, গবেষণা ও শিক্ষাপদ্ধতি *(Why this Method?)*

গ্রন্থের কাঠামো (Structure of the Book)

এই গ্রন্থটি ছয়টি পরস্পর-সম্পর্কযুক্ত অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রতিটি অধ্যায় পূর্ববর্তী অধ্যায়ের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছে, যাতে পাঠক ধাপে ধাপে দর্শন থেকে পদ্ধতি, পদ্ধতি থেকে প্রয়োগ এবং প্রয়োগ থেকে গবেষণা ও মূল্যায়নের স্তরে অগ্রসর হতে পারেন। এভাবে পুরো গ্রন্থটি একটি সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থা (Integrated Learning System) হিসেবে গড়ে উঠেছে।

অধ্যায়–১ : দর্শন ও ভিত্তি (Philosophy and Foundations)

প্রথম অধ্যায়ে কুরআনিক আরবি শিক্ষার মৌলিক দর্শন, তাত্ত্বিক ভিত্তি এবং বৈজ্ঞানিক কাঠামো আলোচনা করা হয়েছে। এখানে ভাষা শেখার প্রকৃত দর্শন, প্রচলিত ব্যাকরণ-প্রথম ও শব্দ-প্রথম পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা, ভাষা অর্জনের আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তি, কুরআন থেকে ব্যাকরণ আবিষ্কারের ধারণা এবং নববি শিখনচক্র উপস্থাপন করা হয়েছে। এই অধ্যায় পুরো গ্রন্থের বৌদ্ধিক ভিত্তি নির্মাণ করে এবং ব্যাখ্যা করে কেন এই নতুন পদ্ধতির প্রয়োজন।

অধ্যায়–২ : ৬০টি শব্দভিত্তিক মূল কারিকুলাম (Core Curriculum Based on 60 High-Frequency Words)

দ্বিতীয় অধ্যায়ে গবেষণার ব্যবহারিক রূপ উপস্থাপন করা হয়েছে। কুরআনের ৬০টি বহুলব্যবহৃত শব্দকে কেন্দ্র করে ধাপে ধাপে শব্দভাণ্ডার

নির্মাণ, বাক্য গঠন, অনুচ্ছেদ নির্মাণ, কুরআনিক আয়াতাংশ অনুধাবন এবং পূর্ণ আয়াত বোঝার একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাসোপান তৈরি করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো—সীমিত শব্দভাণ্ডার দিয়েই ভাষার গঠন, ব্যবহার এবং কুরআনের ভাষার সঙ্গে শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ পরিচয় সৃষ্টি করা।

অধ্যায়–৩ : কুরআন থেকেই নাহু ও সরফ আবিষ্কার (Grammar Discovery from the Qur'an)

তৃতীয় অধ্যায়ে প্রচলিত নিয়মভিত্তিক ব্যাকরণ শিক্ষার পরিবর্তে কুরআনভিত্তিক ব্যাকরণ আবিষ্কারের পদ্ধতি উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে শিক্ষার্থী কুরআনের আয়াত পর্যবেক্ষণ করে নিজেই ই'রাব, ক্রিয়ার রূপ, শব্দগঠন, ধাতু, সর্বনাম, লিঙ্গ, সংখ্যা এবং অন্যান্য নাহু-সরফের নিয়ম আবিষ্কার করবে। অর্থাৎ ব্যাকরণ এখানে মুখস্থ করার বিষয় নয়; বরং ভাষা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে স্বাভাবিকভাবে উপলব্ধ একটি জ্ঞান।

অধ্যায়–৪ : শ্রেণিকক্ষ বাস্তবায়ন পদ্ধতি (Teaching Methodology)

চতুর্থ অধ্যায়ে এই কারিকুলাম বাস্তব শ্রেণিকক্ষে কীভাবে পরিচালিত হবে তার বিস্তারিত নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। শিক্ষক নির্দেশনা, জোড়ায় ও দলগত অনুশীলন, ফ্ল্যাশ কার্ড, শব্দ-পিরামিড, বাক্য সম্প্রসারণ, সক্রিয় স্মরণ এবং পরিকল্পিত পুনরাবৃত্তি—এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে শেখাকে সহজ, আনন্দদায়ক এবং দীর্ঘস্থায়ী করার উপায় তুলে ধরা হয়েছে।

অধ্যায়–৫ : মূল্যায়ন ও ডিপ্লোমা কারিকুলাম (Assessment and Diploma Curriculum)

পঞ্চম অধ্যায়ে শিক্ষার্থীর শেখার অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য একটি সমন্বিত মূল্যায়ন কাঠামো উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন, চূড়ান্ত মূল্যায়ন, মৌখিক দক্ষতা, বাক্য ও অনুচ্ছেদ নির্মাণ, কুরআন অনুধাবন এবং

ব্যাকরণ আবিষ্কারের সক্ষমতা যাচাইয়ের পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। পাশাপাশি একটি ডিপ্লোমা পর্যায়ের কুরআনিক আরবি কারিকুলামের রূপরেখাও প্রস্তাব করা হয়েছে।

অধ্যায়–৬ : গবেষণা, মূল্যায়ন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা (Research, Evaluation and Future Directions)

শেষ অধ্যায়ে এই গবেষণার পরীক্ষামূলক প্রয়োগ, শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ, প্রচলিত ও নববি পদ্ধতির তুলনামূলক মূল্যায়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কাঠামো, আন্তর্জাতিক অভিযোজন এবং ভবিষ্যৎ গবেষণার সম্ভাব্য দিকনির্দেশনা উপস্থাপন করা হয়েছে। একই সঙ্গে এই গবেষণার মৌলিক অবদান—যেমন কুরআন থেকে ব্যাকরণ আবিষ্কারের মডেল, ৬০-শব্দভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ ভাষা-কারিকুলাম, নববি শিখনচক্র এবং অর্থ থেকে ব্যাকরণ আবিষ্কারভিত্তিক নতুন শিক্ষাদর্শন—সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে।

এই ছয়টি অধ্যায় পরস্পরের পরিপূরক। প্রথম অধ্যায় ব্যাখ্যা করে **কেন** (Why) এই নতুন পদ্ধতির প্রয়োজন; দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় দেখায় **কীভাবে** (How) তা বাস্তবে প্রয়োগ করা যায়; আর পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায় উপস্থাপন করে **কীভাবে এর কার্যকারিতা মূল্যায়ন, উন্নয়ন এবং বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারণ করা সম্ভব**। এভাবে দর্শন, পদ্ধতি, প্রয়োগ, মূল্যায়ন ও গবেষণার সমন্বয়ে এই গ্রন্থ একটি পূর্ণাঙ্গ কুরআনিক আরবি শিক্ষাব্যবস্থা (Comprehensive Qur'anic Arabic Learning System) নির্মাণের প্রয়াস গ্রহণ করেছে।

"গবেষণার প্রবাহচিত্র (Research Flow Diagram)"

দর্শন → বৈজ্ঞানিক ভিত্তি → ৬০-শব্দ কারিকুলাম → কুরআন থেকে ব্যাকরণ আবিষ্কার → শ্রেণিকক্ষ প্রয়োগ → মূল্যায়ন → গবেষণা → বৈশ্বিক প্রয়োগ

কুরআনিক আরবি শিক্ষার নববি পদ্ধতি

(Prophetic Methodology for Teaching Qur'anic Arabic)

৬০টি বহুলব্যবহৃত শব্দভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ কারিকুলাম, শিক্ষাপদ্ধতি ও গবেষণা কাঠামো

(A Comprehensive Curriculum, Teaching Methodology and Research Framework Based on 60 High-Frequency Qur'anic Words)

ভূমিকা

পবিত্র কুরআন মানবজাতির জন্য আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ হিদায়াত। মুসলিমের জীবনে কুরআনের স্থান কেবল তিলাওয়াতের গ্রন্থ হিসেবে নয়; বরং চিন্তা, চরিত্র, ইবাদত, নৈতিকতা ও সভ্যতার ভিত্তি হিসেবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো—অসংখ্য মুসলিম কুরআন তিলাওয়াত করতে পারলেও এর ভাষা বুঝতে পারেন না। বহু বছর আরবি পড়ার পরও অনেক শিক্ষার্থী কুরআনের একটি সাধারণ আয়াত স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হন না। ফলে কুরআনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক প্রায়ই অনুবাদনির্ভর হয়ে থাকে।

এই বাস্তবতা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জন্ম দেয়—সমস্যা কি শিক্ষার্থীর, নাকি শিক্ষাপদ্ধতির?

দীর্ঘদিনের পর্যবেক্ষণ, শ্রেণিকক্ষভিত্তিক শিক্ষা এবং কুরআনের ভাষা শেখানোর অভিজ্ঞতা থেকে আমার কাছে ক্রমেই স্পষ্ট হয়েছে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমস্যা শিক্ষার্থীর নয়; বরং ভাষা শেখানোর পদ্ধতিতে। প্রচলিত শিক্ষায় সাধারণত ব্যাকরণ, সংজ্ঞা ও বিচ্ছিন্ন শব্দতালিকাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। অথচ মানুষ বাস্তবে এভাবে ভাষা শেখে না। একটি শিশু প্রথমে ব্যাকরণ শেখে না; সে অর্থ বোঝে, প্রয়োজন অনুভব করে, শব্দ ব্যবহার করে, বাক্য গঠন করে, তারপর ধীরে ধীরে ভাষার নিয়ম স্বতঃসিদ্ধভাবে আয়ত্ত করে।

এই পর্যবেক্ষণ থেকেই এ গ্রন্থের মূল নীতি গড়ে উঠেছে—

"মানুষ ভাষা শেখার জন্য চিন্তা করে না; বরং চিন্তা, প্রয়োজন ও অনুভূতি প্রকাশের জন্য ভাষা শেখে।"

অর্থাৎ ভাষা লক্ষ্য নয়; ভাষা হলো অর্থ, চিন্তা ও যোগাযোগের বাহন। তাই কুরআনিক আরবি শেখার সূচনাও হওয়া উচিত অর্থ, ব্যবহার ও বাস্তব যোগাযোগ থেকে; ব্যাকরণ থেকে নয়।

এই গ্রন্থে সেই লক্ষ্যেই একটি ধাপে ধাপে অগ্রসরমান শিক্ষাপদ্ধতি উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে শিক্ষার্থী প্রথমে কুরআনের বহুলব্যবহৃত ৬০টি শব্দ শিখবে। এরপর সেই শব্দগুলো দিয়েই সহজ বাক্য গঠন করবে, বাক্য থেকে অনুচ্ছেদ নির্মাণ করবে, তারপর কুরআনিক আয়াতাংশ এবং পূর্ণ আয়াতে প্রবেশ করবে। এভাবে কুরআনের বাস্তব ভাষা থেকেই ধীরে ধীরে ব্যাকরণ, বাক্যগঠন ও ভাষার রীতিনীতি নিজে আবিষ্কার করবে। ফলে ব্যাকরণ আর মুখস্থ করার বিষয় থাকবে না; বরং ভাষা ব্যবহারের স্বাভাবিক ফল হয়ে উঠবে।

এই পদ্ধতির ভিত্তি একদিকে রাসূলুল্লাহ সা.-এর ধাপে ধাপে, সহজ, বাস্তব ও পুনরাবৃত্তিনির্ভর শিক্ষাপদ্ধতি; অন্যদিকে আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের Scaffolding, Active Recall, Retrieval Practice, Spaced Repetition, Contextual Learning এবং Cognitive Load Theory-এর মতো প্রতিষ্ঠিত নীতিমালা। ফলে এই মডেল ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যে একটি কার্যকর সেতুবন্ধন নির্মাণের চেষ্টা করে।

এই গ্রন্থে অনুসৃত শিক্ষাসোপান হলো—

শব্দ → বাক্য → অনুচ্ছেদ → কুরআনিক আয়াতাংশ → পূর্ণ আয়াত → ধরণ শনাক্তকরণ → ব্যাকরণ আবিষ্কার → অনুভব → তাদাব্বুর → আমল → চরিত্র গঠন।

এখানে ব্যাকরণ ভাষার শুরু নয়; বরং ভাষা অনুধাবনের একটি স্বাভাবিক ফল। অনুবাদই শেষ লক্ষ্য নয়; বরং এমন এক পর্যায়ে পৌঁছানো, যেখানে শিক্ষার্থী কুরআনের ভাষার সঙ্গে সরাসরি পরিচিত হতে শুরু করবে এবং ধীরে ধীরে আল্লাহর বাণীকে নিজের হৃদয়ের ভাষায় উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।

এই গ্রন্থ কোনো প্রচলিত নাহু-সরফের বিকল্প নয়; বরং নাহু-সরফকে আরও সহজ, জীবন্ত ও অর্থবহ করে শেখার একটি ভিত্তি নির্মাণের প্রয়াস। আশা করা যায়, এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীকে কুরআনের ভাষার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করবে, আত্মবিশ্বাস বাড়াবে এবং ভাষা শিক্ষাকে মুখস্থনির্ভর অনুশীলন থেকে অর্থবহ ও আনন্দময় অভিযাত্রায় রূপান্তর করবে—ইনশাআল্লাহ।

অধ্যায়–১ : দর্শন ও ভিত্তি

(Philosophy and Foundations)

"কোনো শিক্ষাপদ্ধতি তার দর্শনের চেয়ে বড় হতে পারে না। দর্শনই একটি শিক্ষাপদ্ধতির লক্ষ্য, দিকনির্দেশনা ও পদ্ধতিগত ভিত্তি নির্ধারণ করে; আর সেই পদ্ধতিই শিক্ষার্থীর শেখার অভিজ্ঞতা গড়ে তোলে। তাই কুরআনিক আরবি শিক্ষার নববি পদ্ধতি অনুধাবনের পূর্বে এর দর্শন, ভিত্তি এবং বৈজ্ঞানিক কাঠামো সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করা প্রয়োজন।"

এই অধ্যায়ে ভাষা শিক্ষার প্রকৃত দর্শন, প্রচলিত কুরআনিক আরবি শিক্ষার সীমাবদ্ধতা, নববি শিক্ষাপদ্ধতির মৌলিক বৈশিষ্ট্য, আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের প্রাসঙ্গিক তত্ত্ব এবং কুরআনের ভাষা থেকেই ধাপে ধাপে ভাষার গঠন ও ব্যাকরণ আবিষ্কারের পদ্ধতি আলোচনা করা হবে। এই অধ্যায় সমগ্র গবেষণার তাত্ত্বিক ভিত্তি *(Theoretical Foundation)* হিসেবে কাজ করবে এবং পরবর্তী সব অধ্যায়ের জন্য একটি সুদৃঢ় কাঠামো প্রদান করবে।

১.১ ভাষা শিক্ষার প্রকৃত দর্শন

(The Philosophy of Language Learning)

ভাষা মানুষের চিন্তা, অনুভূতি ও যোগাযোগের মাধ্যম। মানুষ ভাষা শেখার জন্য চিন্তা করে না; বরং চিন্তা, প্রয়োজন, অনুভূতি ও উদ্দেশ্য প্রকাশের জন্য ভাষা শেখে। তাই ভাষা শেখার সূচনা শব্দ, নিয়ম কিংবা ব্যাকরণ দিয়ে নয়; বরং অর্থ, ব্যবহার ও যোগাযোগের প্রয়োজন থেকে হওয়াই স্বাভাবিক।

যখন একটি শিশু মাতৃভাষা শেখে, তখন সে প্রথমে কোনো ব্যাকরণ বই পড়ে না, সংজ্ঞা মুখস্থ করে না কিংবা ভাষার নিয়ম বিশ্লেষণ করে না। সে তার চারপাশের মানুষকে পর্যবেক্ষণ করে, শব্দ শোনে, অর্থ বুঝতে শেখে, বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে ভাষাকে যুক্ত করে এবং ধীরে ধীরে ছোট ছোট বাক্য

ব্যবহার করতে শুরু করে। দীর্ঘ অনুশীলন ও পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে ভাষার ধরণ *(Pattern)* তার কাছে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। পরে সে অজান্তেই সেই ভাষার ব্যাকরণগত নিয়ম অনুসরণ করতে শেখে। অর্থাৎ ভাষা ব্যবহারের অভিজ্ঞতা ব্যাকরণগত সচেতনতার আগে আসে।

এই বাস্তবতা একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষানীতি প্রতিষ্ঠা করে—**অর্থ আগে, ভাষা পরে (Meaning before Language)**। কোনো শব্দের প্রকৃত মূল্য তখনই সৃষ্টি হয়, যখন শিক্ষার্থী সেই শব্দের মাধ্যমে একটি অর্থ, একটি দৃশ্য, একটি অনুভূতি অথবা একটি বার্তা উপলব্ধি করতে পারে। অর্থহীন শব্দ মুখস্থ করা দীর্ঘমেয়াদে ভাষা দক্ষতা তৈরি করতে পারে না।

একইভাবে **নিয়মের আগে যোগাযোগ (Communication before Rules)** ভাষা শিক্ষার আরেকটি মৌলিক নীতি। ভাষার উদ্দেশ্য হলো মানুষের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান। তাই একজন শিক্ষার্থী যদি সীমিত শব্দভাণ্ডার দিয়েও অর্থপূর্ণ বাক্য গঠন করতে পারে, তবে সে ভাষা ব্যবহারের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। ব্যাকরণ সেই ব্যবহারের শৃঙ্খলা ব্যাখ্যা করে; কিন্তু ভাষা ব্যবহারের বিকল্প নয়।

কুরআনিক আরবি শিক্ষার ক্ষেত্রেও একই নীতি প্রযোজ্য। শিক্ষার্থীকে শুরুতেই জটিল নাহু-সরফ, অসংখ্য পরিভাষা কিংবা বিচ্ছিন্ন নিয়মের মধ্যে প্রবেশ করানো হলে তার কার্যকর স্মৃতিশক্তি *(Working Memory)* অপ্রয়োজনীয় চাপের মুখে পড়ে। এর পরিবর্তে যদি অল্পসংখ্যক বহুলব্যবহৃত শব্দ দিয়ে ধাপে ধাপে বাক্য, অনুচ্ছেদ এবং কুরআনিক আয়াতাংশ অনুধাবনের সুযোগ দেওয়া হয়, তবে ভাষার গঠন তার কাছে স্বাভাবিকভাবে উন্মোচিত হতে থাকে।

এই পদ্ধতির সঙ্গে নববি শিক্ষার গভীর সামঞ্জস্য রয়েছে। রাসুলুল্লাহ সা. মানুষের বাস্তব প্রয়োজন, উপলব্ধি ও সক্ষমতা বিবেচনা করে শিক্ষা দিতেন। তিনি সহজ থেকে কঠিন, পরিচিত থেকে অপরিচিত এবং ধাপে ধাপে জ্ঞান প্রদান করতেন। পুনরাবৃত্তি, প্রশ্নোত্তর, বাস্তব উদাহরণ এবং অনুশীলনের মাধ্যমে তিনি সাহাবিদের জ্ঞানকে স্থায়ী করে তুলতেন। এই ধীর, বাস্তবমুখী ও শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক পদ্ধতিই কুরআনিক আরবি শিক্ষার নববি পদ্ধতির অন্যতম ভিত্তি।

অতএব, এই গবেষণার মৌলিক দর্শন হলো—কুরআনিক আরবি শেখার সূচনা হবে **অর্থ থেকে, বাক্য থেকে এবং কুরআনের জীবন্ত ব্যবহার থেকে; ব্যাকরণ তার পরে।** শিক্ষার্থী প্রথমে ভাষা ব্যবহার করবে, ভাষার পুনরাবৃত্ত ধরণ পর্যবেক্ষণ করবে, তারপর সেই ধরণ থেকেই ব্যাকরণ ও ভাষার নিয়ম আবিষ্কার করবে। ফলে ভাষা শেখা মুখস্থনির্ভর একটি প্রক্রিয়া না হয়ে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক উপলব্ধি, গভীর অনুধাবন এবং স্থায়ী দক্ষতায় রূপ নেবে।

১.২ প্রচলিত কুরআনিক আরবি শিক্ষার সীমাবদ্ধতা

(Limitations of the Conventional Method)

কুরআনিক আরবি শিক্ষার দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। নাহু, সরফ, বালাগাত ও অন্যান্য ভাষাবিজ্ঞানভিত্তিক শাস্ত্র শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলিম উম্মাহর জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। এসব শাস্ত্র কুরআন, হাদিস ও আরবি সাহিত্যের গভীর গবেষণার জন্য অপরিহার্য। তবে একটি মৌলিক প্রশ্ন আজও গুরুত্বপূর্ণ—**একজন নতুন শিক্ষার্থী কীভাবে কুরআনের ভাষায় প্রবেশ করবে?**

বাস্তবে দেখা যায়, বহু শিক্ষার্থী কয়েক মাস বা কয়েক বছর আরবি অধ্যয়ন করেও কুরআনের একটি সাধারণ আয়াত স্বতঃস্ফূর্তভাবে বুঝতে পারে না।

অনেকেই নাহু-সরফের অসংখ্য সংজ্ঞা, নিয়ম ও পরিভাষা শিখলেও কুরআনের ভাষার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। ফলে শেখার প্রতি আগ্রহ কমে যায় এবং অনেকে মাঝপথেই অধ্যয়ন বন্ধ করে দেয়।

এই সমস্যার জন্য কুরআনিক আরবি শিক্ষার ঐতিহ্য দায়ী নয়; বরং **প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীর প্রয়োজন ও শেখার স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে শিক্ষাদানের পদ্ধতির অমিল** দায়ী। নিচে এই সীমাবদ্ধতাগুলোর কয়েকটি দিক সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১. ব্যাকরণ-প্রথম পদ্ধতি (Grammar-first Approach)

প্রচলিত অনেক পাঠ্যক্রমে শিক্ষার্থীদের প্রথমেই ইসম, ফে'ল, হরফ, মারফূ, মানসূব, মাজরূর, মুবতাদা, খবর, ফাইল, মাফউল ইত্যাদি ব্যাকরণিক পরিভাষা শেখানো হয়। যদিও এগুলো আরবি ভাষা বিশ্লেষণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তবে ভাষা শেখার একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে এত অধিক বিমূর্ত ধারণা শিক্ষার্থীর কাছে জটিল ও দুর্বোধ্য মনে হতে পারে।

বাস্তবে মানুষ প্রথমে ভাষা ব্যবহার করতে শেখে, পরে ভাষার নিয়ম বুঝতে শেখে। তাই শিক্ষার্থীর ভাষাগত অভিজ্ঞতা তৈরির আগে ব্যাকরণকে কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসা অনেক সময় শেখার স্বাভাবিক প্রবাহকে ব্যাহত করে।

২. শব্দ-প্রথম পদ্ধতি (Vocabulary-first Approach)

অনেক কোর্সে শত শত বা হাজার হাজার শব্দ মুখস্থ করাকে ভাষা শিক্ষার প্রধান ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা দেখায়, বিচ্ছিন্ন শব্দ জানা মানেই ভাষা জানা নয়। একজন শিক্ষার্থী যদি একটি শব্দের অর্থ জানে কিন্তু সেই শব্দ দিয়ে বাক্য গঠন করতে না পারে, তবে ভাষা ব্যবহার করার দক্ষতা তার মধ্যে তৈরি হয় না।

ভাষা কেবল শব্দের সমষ্টি নয়; বরং **শব্দ, গঠন ও প্রেক্ষাপটের সমন্বিত ব্যবহার।** তাই শব্দ শেখার সঙ্গে সঙ্গে সেই শব্দকে বাক্যে, বাক্যাংশে এবং বাস্তব ভাষা-ব্যবহারে প্রয়োগ করা অপরিহার্য।

৩. অনুবাদনির্ভর শিক্ষা (Translation Dependency)

প্রচলিত শিক্ষায় অনেক সময় শিক্ষার্থী প্রতিটি আরবি শব্দ বা বাক্যকে আগে মাতৃভাষায় অনুবাদ করে, তারপর অর্থ বোঝার চেষ্টা করে। এর ফলে আরবি ভাষার সঙ্গে তার সরাসরি মানসিক সংযোগ গড়ে ওঠে না। প্রতিটি বাক্য বুঝতে গিয়ে তাকে অনুবাদের ওপর নির্ভর করতে হয়।

দীর্ঘমেয়াদে এই অভ্যাস শিক্ষার্থীর চিন্তাকে অনুবাদকেন্দ্রিক করে তোলে। অথচ ভাষা শেখার লক্ষ্য হলো এমন পর্যায়ে পৌঁছানো, যেখানে শিক্ষার্থী ধীরে ধীরে ভাষাটিকেই অর্থের বাহন হিসেবে উপলব্ধি করতে শুরু করবে।

৪. অতিরিক্ত নিয়মনির্ভর শিক্ষা (Rule Overload)

ভাষা শিক্ষার প্রাথমিক স্তরেই যখন অসংখ্য নিয়ম, ব্যতিক্রম, সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ উপস্থাপন করা হয়, তখন শিক্ষার্থীর মনোযোগ ভাষা ব্যবহারের পরিবর্তে নিয়ম মনে রাখার দিকে চলে যায়। ফলে শেখা আনন্দদায়ক হওয়ার পরিবর্তে মানসিক চাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

নিয়ম অবশ্যই প্রয়োজন; তবে নিয়ম শেখানোর উপযুক্ত সময় রয়েছে। ভাষার বাস্তব ব্যবহার সম্পর্কে একটি স্বাভাবিক ধারণা তৈরি হওয়ার পর নিয়ম শেখানো হলে তা অধিক স্থায়ী ও অর্থবহ হয়।

৫. মানসিক চাপ ও জ্ঞানগত জটিলতা (Cognitive Overload)

আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে প্রমাণিত যে, একজন শিক্ষার্থীর কার্যকর স্মৃতিশক্তি *(Working Memory)* একসঙ্গে সীমিত পরিমাণ তথ্য ধারণ করতে পারে। যদি একই সময়ে নতুন শব্দ, ব্যাকরণ, সংজ্ঞা, নিয়ম এবং অনুবাদ—

সবকিছু শেখানোর চেষ্টা করা হয়, তবে তার ওপর অতিরিক্ত জ্ঞানগত চাপ *(Cognitive Overload)* সৃষ্টি হয়।

ফলে শিক্ষার্থী নতুন তথ্য আত্মস্থ করার পরিবর্তে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এই কারণেই অনেক শিক্ষার্থী শুরুতে আগ্রহী থাকলেও ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে।

৬. কেন অনেক শিক্ষার্থী মাঝপথে শেখা ছেড়ে দেয়?

বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও শ্রেণিকক্ষের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, অধিকাংশ শিক্ষার্থী কুরআনিক আরবি শেখা বন্ধ করে দেয় অক্ষমতার কারণে নয়; বরং শেখার আনন্দ হারিয়ে ফেলার কারণে। যখন তারা দীর্ঘদিন অধ্যয়ন করেও কুরআনের একটি ছোট আয়াত স্বতঃস্ফূর্তভাবে বুঝতে পারে না, তখন তাদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি হয়।

অন্যদিকে, যদি শিক্ষার্থী শুরু থেকেই অল্পসংখ্যক বহুলব্যবহৃত শব্দ দিয়ে অর্থপূর্ণ বাক্য গঠন করতে পারে, ছোট অনুচ্ছেদ বুঝতে পারে এবং ধীরে ধীরে কুরআনিক আয়াতাংশ অনুধাবন করতে শুরু করে, তবে তার শেখার প্রতি আগ্রহ, আত্মবিশ্বাস এবং স্থায়িত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।

এই গবেষণার অবস্থান

এই গবেষণা প্রচলিত নাহু-সরফ বা আরবি ভাষাবিজ্ঞানের গুরুত্ব অস্বীকার করে না। বরং এ গবেষণার দাবি হলো—**ব্যাকরণ শেখানোর ক্রম ও পদ্ধতি পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন।** ভাষা শেখার প্রাথমিক স্তরে অর্থ, ব্যবহার, বাক্যগঠন এবং কুরআনিক প্রেক্ষাপটকে অগ্রাধিকার দেওয়া হলে শিক্ষার্থী প্রথমে ভাষার সঙ্গে জীবন্ত সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। এরপর সেই ভাষার পুনরাবৃত্ত ব্যবহার থেকেই ব্যাকরণ, শব্দগঠন ও ভাষার নিয়ম ধীরে ধীরে

আবিষ্কার করা সম্ভব হয়। এভাবেই কুরআনিক আরবি শিক্ষা আরও সহজ, স্বাভাবিক, কার্যকর এবং টেকসই হয়ে উঠতে পারে—ইনশাআল্লাহ।

১.৩ ভাষা অর্জনের আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তি (Scientific Foundations of Language Acquisition)

গত কয়েক দশকে ভাষাবিজ্ঞান (Linguistics), শিক্ষাবিজ্ঞান (Education), মনোবিজ্ঞান (Psychology) এবং স্নায়ুবিজ্ঞান (Neuroscience)-এর গবেষণায় ভাষা শেখার প্রকৃতি সম্পর্কে নতুন নতুন ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসব গবেষণা দেখিয়েছে যে, মানুষ কেবল নিয়ম মুখস্থ করে ভাষা শেখে না; বরং অর্থপূর্ণ যোগাযোগ, নিয়মিত অনুশীলন, বাস্তব প্রয়োগ এবং ধাপে ধাপে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ভাষা স্বাভাবিকভাবে আত্মস্থ করে।

এই গ্রন্থে উপস্থাপিত কুরআনিক আরবি শিক্ষার নববি পদ্ধতি আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের বহু স্বীকৃত নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ফলে এটি কেবল একটি ভাষা শিক্ষার পদ্ধতি নয়; বরং মানব-মস্তিষ্ক কীভাবে শেখে—সেই বৈজ্ঞানিক বাস্তবতার ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি সমন্বিত শিক্ষামডেল।

এই অধ্যায়ে ভাষা অর্জনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১.৩.১ ভাষা অর্জন তত্ত্ব (Language Acquisition Theory)

ভাষা অর্জন তত্ত্ব অনুযায়ী মানুষ ভাষা শেখে বাস্তব ব্যবহার, পুনরাবৃত্তি, অর্থপূর্ণ যোগাযোগ এবং ধাপে ধাপে ভাষার গঠন উপলব্ধির মাধ্যমে। শিশু কখনো ব্যাকরণের নিয়ম মুখস্থ করে মাতৃভাষা শেখে না; বরং প্রথমে শব্দ শুনে, অর্থ বুঝে, ছোট ছোট বাক্য ব্যবহার করে এবং পরে স্বাভাবিকভাবে ভাষার নিয়মগুলো আয়ত্ত করে।

একই নীতি দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অর্থ, ব্যবহার ও প্রেক্ষাপট আগে আসে; আনুষ্ঠানিক ব্যাকরণ পরে সেই অভিজ্ঞতাকে সুসংগঠিত করে।

এই গ্রন্থে তাই ভাষা শিক্ষার সূচনা হয়েছে—

শব্দ → বাক্য → অনুচ্ছেদ → কুরআনিক বাক্যাংশ → পূর্ণ আয়াত

—এই স্বাভাবিক ধারায়।

১.৩.২ কার্যকর স্মৃতিশক্তি (Working Memory)

কার্যকর স্মৃতিশক্তি (Working Memory) হলো মানুষের সেই মানসিক ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে সে একই সময়ে সীমিত পরিমাণ তথ্য ধারণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং ব্যবহার করতে পারে।

যখন শিক্ষার্থীকে একসঙ্গে অসংখ্য নতুন শব্দ, ব্যাকরণের নিয়ম এবং ব্যতিক্রম শেখানো হয়, তখন কার্যকর স্মৃতির ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হয়। ফলে শেখা ধীর হয়ে যায় এবং অনেক শিক্ষার্থী অল্পদিনের মধ্যেই আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

এই পদ্ধতিতে তাই শুরুতেই মাত্র ৬০টি বহুলব্যবহৃত শব্দকে কেন্দ্র করে ধাপে ধাপে ভাষার জগৎ নির্মাণ করা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থীর স্মৃতির ওপর অপ্রয়োজনীয় চাপ সৃষ্টি না হয়।

১.৩.৩ জ্ঞানগত চাপ তত্ত্ব (Cognitive Load Theory)

জ্ঞানগত চাপ তত্ত্ব (Cognitive Load Theory) অনুযায়ী শেখার সময় মানুষের মস্তিষ্ক একসঙ্গে সীমিত পরিমাণ নতুন তথ্য কার্যকরভাবে প্রক্রিয়াকরণ করতে পারে। যদি একসঙ্গে অতিরিক্ত তথ্য উপস্থাপন করা হয়, তবে শেখা ব্যাহত হয়।

কুরআনিক আরবি শিক্ষার প্রচলিত অনেক পদ্ধতিতে একই সঙ্গে—

- নতুন শব্দ,
- ব্যাকরণ,
- সরফ,
- ই'রাব,
- অনুবাদ,
- এবং ব্যতিক্রমী নিয়ম

উপস্থাপন করা হয়। এতে শিক্ষার্থী মানসিকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

এই গ্রন্থে তাই ছোট থেকে বড় (Simple to Complex) নীতি অনুসরণ করে প্রতিটি ধাপ পূর্ববর্তী ধাপের ওপর নির্মিত হয়েছে।

১.৩.৪ তথ্যকে অর্থপূর্ণ অংশে ভাগ করা (Chunking)

মানব-মস্তিষ্ক বিচ্ছিন্ন তথ্যের তুলনায় অর্থপূর্ণ অংশ (Chunk) অনেক সহজে মনে রাখতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ—

مِنَ اللَّهِ

এই দুটি শব্দ আলাদা করে শেখার চেয়ে একসঙ্গে একটি অর্থপূর্ণ বাক্যাংশ হিসেবে শেখা অনেক বেশি কার্যকর।

পরবর্তীতে—

هٰذَا مِنَ اللَّهِ

এরপর—

إِنَّ هٰذَا مِنَ اللَّهِ

এরপর—

قَالَ إِنَّ هٰذَا مِنَ اللَّهِ

এভাবে প্রতিটি নতুন ধাপে মাত্র একটি নতুন উপাদান যুক্ত হয় এবং পূর্বের সব শেখা বিষয় পুনরায় ব্যবহৃত হয়। ফলে শেখা সহজ, দ্রুত এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়।

১.৩.৫ সক্রিয় স্মরণ (Active Recall)

গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, উত্তর পড়ে দেখার চেয়ে স্মৃতি থেকে উত্তর মনে করার চেষ্টা করলে শেখা অনেক বেশি স্থায়ী হয়।

এই কারণে এই গ্রন্থে প্রতিটি ধাপের শেষে **Your Turn** অংশ সংযোজন করা হয়েছে, যেখানে শিক্ষার্থী নিজেই শব্দ, বাক্য ও অনুচ্ছেদ তৈরি করবে। এভাবে শিক্ষার্থী কেবল পাঠক নয়; বরং সক্রিয় অংশগ্রহণকারী (Active Learner) হয়ে ওঠে।

১.৩.৬ স্মৃতি পুনরুদ্ধার অনুশীলন (Retrieval Practice)

Retrieval Practice হলো শেখা তথ্যকে বারবার স্মৃতি থেকে বের করে আনার অনুশীলন।

প্রতিবার মনে করার চেষ্টা করলে মস্তিষ্কের স্নায়বিক সংযোগ (Neural Connection) আরও শক্তিশালী হয় এবং দীর্ঘমেয়াদি স্মৃতি (Long-term Memory) গঠিত হয়।

এই কারণে প্রতিটি শেখা শব্দ পরবর্তী বাক্য, অনুচ্ছেদ এবং কুরআনিক বাক্যাংশে বারবার ফিরে আসে।

ফলে নতুন শব্দ শেখার পাশাপাশি পুরোনো শব্দও নিয়মিত পুনরুদ্ধার (Retrieve) হয়।

১.৩.৭ বিরতিসহ পুনরাবৃত্তি (Spaced Repetition)

একদিনে অনেক কিছু শেখার চেয়ে নির্দিষ্ট বিরতিতে বারবার অনুশীলন করলে শেখা অনেক বেশি স্থায়ী হয়।

এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের জন্য ধাপে ধাপে পুনরাবৃত্তির একটি পরিকল্পনা অনুসরণ করা যেতে পারে—

- প্রথম দিন
- তৃতীয় দিন
- সপ্তম দিন
- চতুর্দশ দিন
- ত্রিশতম দিন

এই পুনরাবৃত্তি শেখা শব্দ ও বাক্যকে দীর্ঘমেয়াদি স্মৃতিতে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করতে সাহায্য করে।

১.৩.৮ প্রেক্ষাপটভিত্তিক শিক্ষা (Contextual Learning)

কোনো শব্দকে একা শেখানোর পরিবর্তে বাস্তব বাক্য, অনুচ্ছেদ এবং কুরআনিক আয়াতাংশের মধ্যে শেখালে সেই শব্দের অর্থ, ব্যবহার ও প্রয়োগ একসঙ্গে বোঝা যায়।

এই গ্রন্থে প্রতিটি শব্দকে কেবল অর্থসহ উপস্থাপন করা হয়নি; বরং ধাপে ধাপে—

শব্দ → বাক্য → অনুচ্ছেদ → কুরআনিক বাক্যাংশ → পূর্ণ আয়াত

—এই স্বাভাবিক প্রেক্ষাপটে শেখানো হয়েছে।

ফলে শিক্ষার্থী শব্দকে বিচ্ছিন্ন তথ্য হিসেবে নয়; বরং জীবন্ত ভাষার অংশ হিসেবে উপলব্ধি করতে পারে।

উপসংহার

ভাষা অর্জনের আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং নববি শিক্ষাপদ্ধতির মৌলিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে গভীর সামঞ্জস্য বিদ্যমান। উভয় ক্ষেত্রেই ধাপে

ধাপে শিক্ষা, অর্থপূর্ণ ব্যবহার, নিয়মিত পুনরাবৃত্তি, সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং বাস্তব প্রেক্ষাপটে শেখার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এই গ্রন্থে উপস্থাপিত কুরআনিক আরবি শিক্ষার নববি পদ্ধতি সেই সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গিরই একটি প্রয়োগধর্মী রূপ। এখানে ব্যাকরণ ভাষা শেখার সূচনা নয়; বরং ভাষা ব্যবহারের ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা থেকে ব্যাকরণের স্বাভাবিক আবিষ্কারই এই পদ্ধতির মূল বৈশিষ্ট্য। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী ধীরে ধীরে কুরআনের ভাষার সঙ্গে এমন একটি জীবন্ত সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হবে, যা কেবল জ্ঞান অর্জনেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং অনুধাবন, তাদাব্বুর এবং আমলের পথও সুগম করবে।

১.৪ কুরআন থেকে ব্যাকরণ আবিষ্কারের পদ্ধতি (Grammar Discovery Model)

দীর্ঘদিন ধরে কুরআনিক আরবি শিক্ষায় একটি প্রচলিত ধারণা হলো—ব্যাকরণ আগে শিখতে হবে, তারপর ভাষা বোঝা সম্ভব হবে। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞান, শিক্ষাবিজ্ঞান এবং মানুষের স্বাভাবিক ভাষা অর্জনের অভিজ্ঞতা ভিন্ন বাস্তবতা নির্দেশ করে। মানুষ কখনো ব্যাকরণ দিয়ে ভাষা শুরু করে না; বরং ভাষার ব্যবহার, পুনরাবৃত্তি ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ধীরে ধীরে ভাষার নিয়ম উপলব্ধি করে।

এই গ্রন্থের অন্যতম মৌলিক ভিত্তি হলো—**ব্যাকরণ ভাষা শেখার সূচনা নয়; বরং ভাষা পর্যবেক্ষণের ফল।**

একটি শিশু তার মাতৃভাষা শেখার সময় কোনো ব্যাকরণ বই পড়ে না। সে প্রথমে শব্দ শোনে, বাক্য বোঝে, বারবার একই ধরনের বাক্য শুনে একটি নির্দিষ্ট ধরণ (Pattern) লক্ষ্য করে এবং অবচেতনভাবেই ভাষার নিয়ম

আত্মস্থ করে। পরবর্তীকালে ভাষাবিদরা সেই স্বাভাবিক নিয়মগুলোকেই ব্যাকরণ হিসেবে লিখিত আকারে উপস্থাপন করেন।

কুরআনিক আরবি শিক্ষার ক্ষেত্রেও একই নীতি প্রযোজ্য। শিক্ষার্থীকে শুরুতেই মারফূ, মানসূব, মাজরূর, ইসম, ফে'ল, হরফ কিংবা জটিল নাহু-সরফের সংজ্ঞা মুখস্থ করানো হবে না। বরং প্রথমে তাকে কুরআনের বহুলব্যবহৃত শব্দ, সহজ বাক্য, অনুচ্ছেদ, কুরআনিক বাক্যাংশ এবং পূর্ণ আয়াতের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে পরিচিত করা হবে। যখন সে একই গঠন বারবার দেখবে, তখন সে নিজেই ভাষার নিয়ম সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে শুরু করবে।

এই পদ্ধতিতে ব্যাকরণ শেখার ধাপ হবে—

কুরআন → পুনরাবৃত্ত ব্যবহার → পর্যবেক্ষণ → ধরণ (Pattern) শনাক্তকরণ → ব্যাকরণ আবিষ্কার → ভাষায় দক্ষতা

(Qur'an → Repeated Exposure → Observation → Pattern Recognition → Grammar Discovery → Language Mastery)

উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষার্থী যদি বারবার দেখে—

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

তাহলে কোনো নিয়ম মুখস্থ না করেও সে লক্ষ্য করবে যে اللَّهُ-এর পরে বিশেষণ (صفة) নির্দিষ্ট একটি রূপে আসে। আবার যখন সে পড়বে—

إِلَى اللَّهِ

مِنَ اللَّهِ

عِنْدَ اللَّهِ

তখন সে স্বাভাবিকভাবেই বুঝতে শুরু করবে যে কিছু অব্যয়ের (حروف الجر) পরে শব্দের রূপ পরিবর্তিত হয়। এরপর শিক্ষক উপযুক্ত সময়ে সেই পর্যবেক্ষণের নাম দেবেন—**মাজরূর (Genitive Case)**।

একইভাবে—

جَاءَ رَسُولٌ

رَأَيْتُ رَسُولًا

مَرَرْتُ بِرَسُولٍ

এই তিনটি উদাহরণ বহুবার দেখার পর শিক্ষার্থী নিজেই উপলব্ধি করবে যে একই শব্দ বিভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন রূপ ধারণ করছে। তখন শিক্ষক মারফূ, মানসূব ও মাজরূরের ধারণা উপস্থাপন করবেন। ফলে ব্যাকরণ শিক্ষার্থীর কাছে একটি নতুন বোঝা হবে না; বরং ইতোমধ্যে দেখা বাস্তব ভাষার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হিসেবে প্রতীয়মান হবে।

এই পদ্ধতির ফলে ব্যাকরণ মুখস্থ করার বিষয় থাকে না; বরং তা ভাষা ব্যবহারের স্বাভাবিক ফল হিসেবে আত্মস্থ হয়। এতে শিক্ষার্থী নিয়মের মাধ্যমে কুরআন বোঝার চেষ্টা করে না; বরং কুরআনের ভাষা থেকেই নিয়ম আবিষ্কার করে। ফলে তার ভাষাগত দক্ষতা আরও স্থায়ী, স্বাভাবিক এবং ব্যবহারিক হয়ে ওঠে।

এই গ্রন্থে নাহু ও সরফের অধিকাংশ মৌলিক বিষয় **কুরআনের বাস্তব আয়াত থেকেই আবিষ্কারভিত্তিক (Discovery-based Learning)** পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা হবে। শিক্ষক নিয়ম বলে দেবেন না; বরং শিক্ষার্থীকে এমনভাবে পরিচালিত করবেন, যাতে সে নিজেই নিয়ম খুঁজে বের করতে পারে। এই সক্রিয় আবিষ্কার (Active Discovery) শেখাকে গভীর, অর্থবহ এবং দীর্ঘস্থায়ী করে তোলে।

১.৫ নববি শিখনচক্র (The Prophetic Learning Cycle)

এই গবেষণায় প্রস্তাবিত কুরআনিক আরবি শিক্ষার মূল ভিত্তি হলো একটি ধাপে ধাপে অগ্রসরমান শিখনচক্র (Learning Cycle)। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে একবারে জটিল ব্যাকরণ বা দীর্ঘ আয়াতের সামনে দাঁড় করানো হয় না; বরং পূর্বে অর্জিত জ্ঞানের ওপর নতুন জ্ঞান নির্মাণ করা হয়। প্রতিটি ধাপ পরবর্তী ধাপের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে এবং পুরো শিক্ষাপ্রক্রিয়া শেষ পর্যন্ত কুরআনের হিদায়াতকে হৃদয়ে ধারণ ও জীবনে বাস্তবায়নের দিকে নিয়ে যায়।

এই শিখনচক্রের প্রতিটি স্তর পরস্পরের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে সংযুক্ত।

নববি শিখনচক্র

শব্দ (Vocabulary)

↓

বাক্য গঠন (Sentence Builder)

↓

অনুচ্ছেদ নির্মাণ (Paragraph Builder)

↓

কুরআনিক আয়াতাংশ (Qur'anic Phrase Builder)

↓

পূর্ণ আয়াত অনুধাবন (Complete Verse Comprehension)

↓

ভাষাগত ধরণ শনাক্তকরণ (Pattern Recognition)

↓

ব্যাকরণ আবিষ্কার (Grammar Discovery)

↓

গভীর চিন্তা ও তাদাব্বুর (Reflection / Tadabbur)

↓

আমল ও বাস্তব প্রয়োগ (Application)

↓

চরিত্র গঠন (Character Building)

শিখনচক্রের ব্যাখ্যা

১. শব্দ (Vocabulary)

শিক্ষার সূচনা হয় কুরআনের বহুলব্যবহৃত মৌলিক শব্দ দিয়ে। প্রতিটি শব্দের অর্থ, ব্যবহার ও কুরআনিক প্রেক্ষাপট শিক্ষার্থী ধীরে ধীরে আয়ত্ত করে। শব্দ এখানে মুখস্থ করার বিষয় নয়; বরং ভবিষ্যৎ ভাষা নির্মাণের মূল পুঁজি।

২. বাক্য গঠন (Sentence Builder)

শেখা শব্দ দিয়েই ছোট ছোট বাক্য তৈরি করা হয়। একটি নতুন শব্দ যুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আগের শেখা শব্দগুলোও পুনরায় ব্যবহৃত হয়। ফলে প্রতিটি নতুন পাঠ একই সঙ্গে নতুন শিক্ষা ও পূর্বের পুনরাবৃত্তি নিশ্চিত করে।

৩. অনুচ্ছেদ নির্মাণ (Paragraph Builder)

বিচ্ছিন্ন বাক্যগুলো ধীরে ধীরে একটি ধারাবাহিক ভাব প্রকাশকারী অনুচ্ছেদে রূপ নেয়। এতে শিক্ষার্থী ভাষার প্রবাহ, বাক্যের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং অর্থের ধারাবাহিকতা উপলব্ধি করতে শেখে।

৪. কুরআনিক আয়াতাংশ (Qur'anic Phrase Builder)

এরপর শিক্ষার্থী কুরআনের বাস্তব আয়াতাংশের সঙ্গে পরিচিত হয়। এতে পূর্বে শেখা শব্দগুলো কুরআনের স্বাভাবিক ব্যবহারের মধ্যে দেখতে পায় এবং কুরআনের ভাষার সঙ্গে তার পরিচিতি গভীর হতে শুরু করে।

৫. পূর্ণ আয়াত অনুধাবন (Complete Verse Comprehension)

শিক্ষার্থী তখন পূর্ণ আয়াত পড়তে শুরু করে। এখানে তার লক্ষ্য কেবল অনুবাদ পড়া নয়; বরং আয়াতের শব্দ, বাক্যগঠন ও সামগ্রিক অর্থকে সরাসরি অনুধাবন করা।

৬. ভাষাগত ধরণ শনাক্তকরণ (Pattern Recognition)

একই ধরনের শব্দ, বাক্যগঠন এবং রূপের পুনরাবৃত্তি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভাষার স্বাভাবিক ধরণ (Pattern) নিজেই চিনতে শেখে। ভাষা শিক্ষার এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মানসিক প্রক্রিয়া।

৭. ব্যাকরণ আবিষ্কার (Grammar Discovery)

এই পদ্ধতিতে ব্যাকরণ শুরুতেই শেখানো হয় না। বরং বহুবার ভাষার ব্যবহার পর্যবেক্ষণের পর শিক্ষার্থী নিজেই ব্যাকরণিক নিয়ম আবিষ্কার করে। ফলে ব্যাকরণ তার কাছে মুখস্থ নিয়ম নয়; বরং ভাষার স্বাভাবিক ব্যাখ্যায় পরিণত হয়।

৮. গভীর চিন্তা ও তাদাব্বুর (Reflection / Tadabbur)

ভাষাগত অনুধাবনের পর শিক্ষার্থী আয়াতের বার্তা নিয়ে চিন্তা করে, প্রেক্ষাপট বোঝে এবং নিজের জীবনের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা করে। এ পর্যায়ে কুরআনের শিক্ষা হৃদয়ে প্রবেশ করতে শুরু করে।

৯. আমল ও বাস্তব প্রয়োগ (Application)

কুরআনের শিক্ষা তখন কেবল জ্ঞানে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং দৈনন্দিন জীবন, ইবাদত, নৈতিকতা ও সামাজিক আচরণে প্রতিফলিত হতে শুরু করে।

১০. চরিত্র গঠন (Character Building)

এই শিখনচক্রের চূড়ান্ত লক্ষ্য ভাষাগত দক্ষতা নয়; বরং কুরআনের আলোকে একটি সৎ, ভারসাম্যপূর্ণ ও দায়িত্বশীল চরিত্র গঠন। যখন শব্দ, অর্থ, অনুধাবন, তাদাব্বুর এবং আমল একত্রিত হয়, তখন কুরআন মানুষের ব্যক্তিত্ব ও জীবনকে রূপান্তরিত করতে শুরু করে।

উপসংহার

এই নববি শিখনচক্রে ভাষা শিক্ষা একটি ধারাবাহিক ও স্বাভাবিক বিকাশের প্রক্রিয়া। এখানে শব্দ থেকে বাক্য, বাক্য থেকে কুরআন, কুরআন থেকে ব্যাকরণ, ব্যাকরণ থেকে তাদাব্বুর এবং তাদাব্বুর থেকে আমলের দিকে শিক্ষার্থী ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়। ফলে ভাষা শিক্ষা কেবল একটি একাডেমিক দক্ষতা হয়ে থাকে না; বরং কুরআন বোঝা, হৃদয়ে ধারণ করা এবং জীবন গঠনের একটি পূর্ণাঙ্গ ইবাদতে পরিণত হয়।

অধ্যায়–২ : ৬০টি শব্দভিত্তিক মূল কারিকুলাম

(Core Curriculum Based on 60 High-Frequency Words)

এই কারিকুলামের মূল ভিত্তি হলো পবিত্র কুরআনের সর্বাধিক ব্যবহৃত ৬০টি শব্দ। এই শব্দগুলোকে কেন্দ্র করেই পরবর্তী সব স্তরের ভাষা শিক্ষা, বাক্য গঠন, ব্যাকরণ আবিষ্কার এবং কুরআন অনুধাবনের ভিত্তি নির্মিত হবে। শিক্ষার্থী প্রথমে সীমিত সংখ্যক শব্দকে গভীরভাবে আয়ত্ত করবে; এরপর সেই শব্দগুলোর পুনঃপুন ব্যবহার, সম্প্রসারণ এবং কুরআনিক প্রেক্ষাপটে প্রয়োগের মাধ্যমে ধীরে ধীরে ভাষার পূর্ণাঙ্গ কাঠামো আত্মস্থ করবে।

এই অধ্যায়ের প্রতিটি স্তর পূর্ববর্তী স্তরের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ফলে নতুন কিছু শেখার সময় শিক্ষার্থী পূর্বের শেখা বিষয়গুলোকেও স্বাভাবিকভাবে পুনরাবৃত্তি (Revision) করতে পারবে। এভাবেই সীমিত শব্দভাণ্ডার থেকে অসীম ভাষাগত দক্ষতার দিকে অগ্রসর হওয়ার একটি সুসংগঠিত শিক্ষাপ্রক্রিয়া গড়ে ওঠে।

লেভেল–১ : শব্দভাণ্ডার নির্মাণ ও অর্থ-অনুধাবন (Vocabulary Building and Meaning Recognition)

এই স্তরে কুরআনের সর্বাধিক ব্যবহৃত ৬০টি শব্দ ধাপে ধাপে শেখানো হবে। লক্ষ্য কেবল শব্দ মুখস্থ করা নয়; বরং প্রতিটি শব্দকে এমনভাবে পরিচিত করে তোলা, যাতে শিক্ষার্থী কুরআন তিলাওয়াতের সময় শব্দটি দেখামাত্রই তার অর্থ, ব্যবহার ও প্রেক্ষাপট স্মরণ করতে পারে।

প্রতিটি শব্দ নিম্নোক্ত উপাদানের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হবে—

- **আরবি শব্দ** (Arabic Word)
- **বাংলা অর্থ** (Bengali Meaning)

- **সংক্ষিপ্ত ইংরেজি অর্থ** (English Meaning)
- **ছোট ব্যবহারিক উদাহরণ** (Simple Example)
- **কুরআনিক আয়াতাংশে বাস্তব ব্যবহার** (Qur'anic Usage)

শব্দগুলো এমনভাবে বিন্যস্ত হবে, যাতে প্রতিটি নতুন শব্দ পূর্বে শেখা শব্দগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে। ফলে শিক্ষার্থী কেবল পৃথক শব্দ নয়, বরং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কও অনুধাবন করতে শিখবে। এ পর্যায়ের লক্ষ্য হলো একটি শক্তিশালী শব্দভিত্তি (Strong Vocabulary Foundation) গড়ে তোলা, যা পরবর্তী বাক্য গঠন, অনুচ্ছেদ নির্মাণ এবং কুরআন অনুধাবনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

লেভেল–২ : বাক্য নির্মাণ (Sentence Builder)

এই স্তরে নতুন কোনো শব্দ যোগ করা হবে না। লেভেল–১-এ শেখা একই ৬০টি শব্দ ব্যবহার করেই শিক্ষার্থী ধাপে ধাপে অর্থপূর্ণ ও ব্যাকরণগতভাবে শুদ্ধ বাক্য নির্মাণের দক্ষতা অর্জন করবে। এর উদ্দেশ্য হলো—শব্দকে বিচ্ছিন্নভাবে না শিখে, বাস্তব ভাষা-ব্যবহারের অংশ হিসেবে আত্মস্থ করা।

প্রথমে শিক্ষার্থী সহজ বাক্য গঠন শিখবে; এরপর একই শব্দভাণ্ডার ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বাক্য রূপান্তর (Sentence Transformation) অনুশীলন করবে। এতে ভাষার গঠন, শব্দের অবস্থান এবং অর্থের পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবেই তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

এই স্তরে শিক্ষার্থী নিম্নোক্ত ধরনের বাক্য নির্মাণ ও রূপান্তর অনুশীলন করবে—

- **হ্যাঁ-সূচক বাক্য** (Affirmative Sentence)
- **না-সূচক বাক্য** (Negative Sentence)

- **প্রশ্নবোধক বাক্য** (Interrogative Sentence)
- **না-সূচক প্রশ্নবোধক বাক্য** (Negative Interrogative Sentence)

এরপর একই শব্দগুলো ব্যবহার করে ধাপে ধাপে বাক্য সম্প্রসারণ (Scaffolding) করা হবে। প্রতিটি নতুন বাক্য পূর্ববর্তী বাক্যের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত হবে, ফলে শিক্ষার্থী অতিরিক্ত মানসিক চাপ ছাড়াই (Cognitive Load) স্বাভাবিকভাবে দীর্ঘ ও জটিল বাক্য গঠন করতে সক্ষম হবে।

বাক্য সম্প্রসারণের ধাপ (Sentence Scaffolding):

২ শব্দ → ৩ শব্দ → ৪ শব্দ → ৫ শব্দ → … → ১০ শব্দ → ২০ শব্দ → ৩০ শব্দ → ৪০ শব্দ → ৫০ শব্দ → ৬০ শব্দ → অনুচ্ছেদ (Paragraph)

এই পুরো প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থী মুখস্থের পরিবর্তে **বাক্যের ধরণ (Pattern)** চিনতে শিখবে, নিজেই নতুন বাক্য তৈরি করবে এবং ধীরে ধীরে ভাষার অন্তর্নিহিত নিয়ম আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে। এভাবেই শব্দভাণ্ডার ধীরে ধীরে সক্রিয় ভাষাগত দক্ষতায় (Active Language Competence) রূপান্তরিত হবে এবং পরবর্তী স্তরের অনুচ্ছেদ, কুরআনিক আয়াতাংশ ও পূর্ণ আয়াত অনুধাবনের জন্য একটি সুদৃঢ় ভিত্তি তৈরি করবে।

"একটি নতুন শব্দ মানে কেবল একটি নতুন অর্থ নয়; বরং পূর্বে শেখা সব শব্দের সঙ্গে নতুন সম্পর্ক স্থাপনের একটি নতুন সুযোগ। তাই প্রতিটি নতুন শব্দ শিক্ষার্থীর বাক্য নির্মাণের ক্ষমতাকে বহুগুণ বৃদ্ধি করে।"

লেভেল–৩ : অনুচ্ছেদ নির্মাণ (Paragraph Builder)

এই স্তরে নতুন কোনো শব্দ যোগ করা হবে না। লেভেল–১ ও লেভেল–২-এ শেখা একই ৬০টি শব্দ ব্যবহার করেই শিক্ষার্থী ধাপে ধাপে অর্থপূর্ণ ও সুসংগঠিত অনুচ্ছেদ (Paragraph) নির্মাণের দক্ষতা অর্জন করবে। এর উদ্দেশ্য হলো—বিচ্ছিন্ন বাক্য থেকে ধারাবাহিক চিন্তা (Connected Discourse) গড়ে তোলা এবং ভাষাকে বাস্তব যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে শেখা।

প্রথমে শিক্ষার্থী ছোট ছোট অনুচ্ছেদ পড়বে, তারপর নিজে অর্থ অনুধাবনের চেষ্টা করবে। কোনো প্রস্তুত অনুবাদের ওপর নির্ভর না করে প্রসঙ্গ, শব্দ এবং বাক্যের পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে অর্থ বের করার অভ্যাস গড়ে তোলা হবে। এর ফলে ভাষা শেখা মুখস্থনির্ভর না হয়ে স্বাভাবিক অনুধাবনভিত্তিক (Comprehension-based Learning) হয়ে উঠবে।

এই স্তরে শিক্ষার্থী নিম্নোক্ত অনুশীলন করবে—

- **ছোট ও অর্থবহ অনুচ্ছেদ পাঠ** (Short Meaningful Paragraphs)
- **স্বতন্ত্রভাবে অর্থ অনুধাবন** (Independent Reading and Comprehension)
- **নিজে বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদ করার অনুশীলন** (Self-Translation)
- **শব্দের পারস্পরিক সম্পর্ক শনাক্তকরণ** (Recognising Word Relationships)
- **ধারাবাহিক ভাব প্রকাশের দক্ষতা অর্জন** (Connected Expression)

- **আরবিতে চিন্তা করার প্রাথমিক সক্ষমতা গড়ে তোলা** (Developing the Ability to Think in Arabic)

এই স্তরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো—শিক্ষার্থী প্রতিটি অনুচ্ছেদে পূর্বে শেখা শব্দগুলোকেই নতুন বিন্যাসে বারবার দেখতে পাবে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই পুনরাবৃত্তি (Spaced Repetition), সক্রিয় স্মরণ (Active Recall) এবং প্রেক্ষাপটভিত্তিক শিক্ষা (Contextual Learning) একসঙ্গে সম্পন্ন হবে। এর মাধ্যমে ভাষা আর বিচ্ছিন্ন শব্দের সমষ্টি থাকবে না; বরং একটি অর্থবহ ও জীবন্ত যোগাযোগব্যবস্থায় পরিণত হবে।

এই স্তর সফলভাবে সম্পন্ন করার পর শিক্ষার্থী কুরআনের সংক্ষিপ্ত আয়াতাংশ ও পূর্ণ আয়াত অনুধাবনের জন্য মানসিক ও ভাষাগতভাবে প্রস্তুত হয়ে উঠবে।

"বাক্য ভাষা শেখায়, কিন্তু অনুচ্ছেদ ভাষায় চিন্তা করতে শেখায়।"

লেভেল–৪ : কুরআনিক আয়াতাংশ অনুধাবন (Qur'anic Phrase Builder)

এই স্তরে শিক্ষার্থী প্রথমবারের মতো কৃত্রিম অনুশীলনমূলক বাক্য থেকে বের হয়ে সরাসরি কুরআনের বাস্তব ভাষার সংস্পর্শে প্রবেশ করবে। এখানে কোনো কৃত্রিম উদাহরণ (Artificial Sentences) ব্যবহার করা হবে না; বরং কুরআনের বহুলব্যবহৃত সংক্ষিপ্ত আয়াতাংশ (Qur'anic Phrases) ধাপে ধাপে উপস্থাপন করা হবে।

এই পদ্ধতির উদ্দেশ্য হলো—শিক্ষার্থী যেন পূর্বে শেখা ৬০টি শব্দকে কুরআনের প্রকৃত প্রেক্ষাপটে (Authentic Qur'anic Context) চিনতে পারে এবং ধীরে ধীরে পূর্ণ আয়াত অনুধাবনের জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে।

এই স্তরে শিক্ষার্থী—

- **কুরআনের বাস্তব আয়াতাংশ পাঠ করবে** (Authentic Qur'anic Phrases)
- **শেখা শব্দগুলোকে কুরআনের প্রেক্ষাপটে শনাক্ত করবে** (Word Recognition in Context)
- **বাক্যাংশের অর্থ নিজে অনুধাবনের চেষ্টা করবে** (Phrase Comprehension)
- **বারবার ব্যবহৃত ভাষাগত ধরণ (Patterns) লক্ষ্য করবে** (Pattern Recognition)
- **কুরআনের ভাষার সঙ্গে স্বাভাবিক পরিচিতি গড়ে তুলবে** (Natural Familiarity with Qur'anic Language)

উদাহরণস্বরূপ—

- مِنَ اللَّهِ
- عِنْدَ اللَّهِ
- إِلَى اللَّهِ
- فِي الْأَرْضِ
- عَلَى الْحَقِّ
- ذَٰلِكَ الْكِتَابُ
- إِنَّ اللَّهَ
- هُوَ اللَّهُ
- وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

- إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

এভাবে একই শব্দ ও বাক্যাংশ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বারবার দেখার মাধ্যমে শিক্ষার্থী স্বাভাবিকভাবেই কুরআনের ভাষার পুনরাবৃত্ত ধরণ (Recurring Qur'anic Patterns) চিনতে শিখবে। এই পর্যবেক্ষণই পরবর্তী স্তরে পূর্ণ আয়াত অনুধাবন, ব্যাকরণ আবিষ্কার এবং তাদাব্বুরের ভিত্তি স্থাপন করবে।

"কৃত্রিম বাক্য ভাষা শেখাতে পারে; কিন্তু কুরআনের বাস্তব আয়াতাংশ কুরআনের ভাষা শেখায়। তাই এই কারিকুলামে ভাষা শেখার প্রধান উৎস কেবল কুরআনই।"

লেভেল–৫ : পূর্ণ আয়াত অনুধাবন (Complete Verse Builder)

এই স্তরে শিক্ষার্থী পূর্ববর্তী চারটি স্তরে অর্জিত দক্ষতা ব্যবহার করে কুরআনের পূর্ণাঙ্গ আয়াত অনুধাবনের পর্যায়ে প্রবেশ করবে। এখানে আর বিচ্ছিন্ন শব্দ, বাক্য বা আয়াতাংশ নয়; বরং সম্পূর্ণ আয়াতের ভাষা, গঠন, অর্থ ও বার্তা সমন্বিতভাবে বোঝার অনুশীলন করা হবে।

শিক্ষার্থীর লক্ষ্য হবে কেবল অনুবাদ জানা নয়; বরং আয়াতের প্রতিটি পরিচিত শব্দ, বাক্যাংশ ও ভাষাগত ধরণ শনাক্ত করে ধাপে ধাপে আল্লাহর বাণীর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক গড়ে তোলা। এর মাধ্যমে কুরআনের ভাষা তার কাছে ক্রমেই পরিচিত, স্বাভাবিক ও অর্থবহ হয়ে উঠবে।

এই স্তরে শিক্ষার্থী—

- **পূর্ণ আয়াত পাঠ করবে** (Reading Complete Verses)
- **শেখা শব্দগুলো শনাক্ত করবে** (Vocabulary Recognition)

- **বাক্য ও ভাষার গঠন অনুধাবন করবে** (Sentence Comprehension)
- **আয়াতের প্রেক্ষাপট ও মূল বার্তা বুঝবে** (Contextual Understanding)
- **ভাষাগত ধরণ ও ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করবে** (Pattern Recognition)
- **আয়াতের হিদায়াত, শিক্ষা ও নির্দেশনা হৃদয়ে গ্রহণ করবে** (Understanding Divine Guidance)
- **তাদাব্বুর ও আত্মসমালোচনার (মুহাসাবা) মাধ্যমে বাস্তব জীবনে প্রয়োগের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে** (Reflection and Application)

এই পর্যায়ে শিক্ষার্থী উপলব্ধি করবে যে, পূর্বে শেখা ৬০টি বহুলব্যবহৃত শব্দ কেবল পৃথক শব্দ নয়; বরং কুরআনের অসংখ্য আয়াত অনুধাবনের ভিত্তি। ফলে ধীরে ধীরে অনুবাদনির্ভরতা কমে যাবে এবং কুরআনের ভাষার সঙ্গে তার একটি প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

এই স্তরের মূলনীতি (Core Principle)

"শব্দ থেকে বাক্য, বাক্য থেকে আয়াত, আর আয়াত থেকে হিদায়াত—এটাই কুরআনিক আরবি শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য। ভাষা শেখার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য কেবল দক্ষতা অর্জন নয়; বরং আল্লাহর বাণীকে বুঝে জীবন গঠন করা।"

অধ্যায়–৩ : কুরআন থেকেই নাহু ও সরফ আবিষ্কার

(Grammar Discovery from the Qur'an)

অধ্যায়ের ভূমিকা

এই অধ্যায়ে কুরআনিক আরবি শিক্ষার একটি মৌলিক নীতি উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে কোনো ব্যাকরণিক নিয়ম (Grammar Rule) শুরুতেই শেখানো হবে না। বরং শিক্ষার্থী কুরআনের আয়াত, শব্দ ও বাক্যাংশ বারবার পর্যবেক্ষণ করবে; সেখান থেকে ভাষার পুনরাবৃত্ত ধরণ (Patterns) শনাক্ত করবে এবং ধীরে ধীরে নিজেই নাহু ও সরফের নিয়ম আবিষ্কার করবে।

এই পদ্ধতিতে ব্যাকরণ ভাষার পূর্বশর্ত নয়; বরং ভাষা ব্যবহারের স্বাভাবিক ফল। অর্থাৎ নিয়ম মুখস্থ করে কুরআন বোঝা নয়, বরং কুরআন বুঝতে বুঝতেই নিয়ম আবিষ্কার করা হবে।

এই অধ্যায়ের মূল লক্ষ্য হলো—ব্যাকরণকে মুখস্থবিদ্যার বিষয় না বানিয়ে, পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও অনুধাবনের মাধ্যমে জীবন্ত জ্ঞানে পরিণত করা।

এই অধ্যায়ের মূলনীতি (Core Principle)

ব্যাকরণ শেখানো হবে না; ব্যাকরণ আবিষ্কার করা হবে।

অর্থাৎ—

কুরআন → পুনরাবৃত্ত ব্যবহার → পর্যবেক্ষণ → ধরণ (Pattern) শনাক্তকরণ → ব্যাকরণ আবিষ্কার → ভাষায় দক্ষতা

(Qur'an → Observation → Pattern Recognition → Grammar Discovery → Language Mastery)

এই অধ্যায়ের পাঠ্যক্রম

লেভেল–১ : শব্দের প্রকৃতি আবিষ্কার

(Discovering Parts of Speech)

শিক্ষার্থী কুরআনের আয়াত পর্যবেক্ষণ করে নিজেই আবিষ্কার করবে—

- ইসম (Noun)
- ফে'ল (Verb)
- হরফ (Particle)

লেভেল–২ : ই'রাব আবিষ্কার

(Discovering Case Endings)

কুরআনের একই শব্দ বিভিন্ন আয়াতে দেখে শিক্ষার্থী লক্ষ্য করবে—

- মারফূ' (Nominative)
- মানসূব (Accusative)
- মাজরূর (Genitive)

এরপর ধীরে ধীরে উজুহে ই'রাব (Causes of Case Endings) নিজেই আবিষ্কার করবে।

লেভেল–৩ : ক্রিয়ার রূপ আবিষ্কার

(Discovering Verb Patterns)

একই মূলধাতুর বিভিন্ন রূপ পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষার্থী বুঝবে—

- মাদি (Past)
- মুদারে (Present/Future)
- আমর (Imperative)

- নাহি (Prohibitive)

লেভেল–৪ : বাক্যগঠন আবিষ্কার

(Discovering Sentence Structure)

কুরআনের আয়াত থেকেই ধাপে ধাপে আবিষ্কার করবে—

- জুমলা ইসমিয়্যাহ (Nominal Sentence)
- জুমলা ফে'লিয়্যাহ (Verbal Sentence)
- নফি (Negation)
- ইস্তিফহাম (Interrogation)
- তাওকিদ (Emphasis)
- শর্ত (Conditional Sentences)

লেভেল–৫ : সরফের রূপান্তর আবিষ্কার

(Discovering Morphological Patterns)

শিক্ষার্থী কুরআনের শব্দ থেকেই আবিষ্কার করবে—

- মাসদার
- ইসমে ফা'ইল
- ইসমে মাফ'উল
- সিফাত
- জাম' (Plural)
- মুযাক্কার–মুয়ান্নাস
- একবচন–দ্বিবচন–বহুবচন

লেভেল–৬ : ব্যাকরণ থেকে কুরআন নয়, কুরআন থেকেই ব্যাকরণ (From the Qur'an to Grammar)

এই স্তরে শিক্ষার্থী উপলব্ধি করবে—

- একই নিয়ম শত শত আয়াতে পুনরাবৃত্ত হয়েছে।
- ব্যাকরণ কুরআনের ভাষাকে ব্যাখ্যা করে; কুরআন ব্যাকরণের উদাহরণ নয়।
- কুরআনই হবে নাহু ও সরফ শেখার প্রধান পাঠ্যবই।

এই অধ্যায়ের প্রত্যাশিত ফলাফল

এই অধ্যায় সম্পন্ন করার পর শিক্ষার্থী—

- কুরআনের ভাষা পর্যবেক্ষণ করতে পারবে।
- শব্দের পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পারবে।
- বাক্যের গঠন বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- নাহু ও সরফের নিয়ম নিজেই আবিষ্কার করতে পারবে।
- মুখস্থ ব্যাকরণের পরিবর্তে ব্যবহারভিত্তিক (Usage-Based) ব্যাকরণে দক্ষ হয়ে উঠবে।
- কুরআন পড়ার সময় স্বাভাবিকভাবেই ব্যাকরণিক ধরণ চিনতে পারবে।

অধ্যায়–৪ : শ্রেণিকক্ষ বাস্তবায়ন পদ্ধতি

(Teaching Methodology)

অধ্যায়ের ভূমিকা

একটি উৎকৃষ্ট কারিকুলামের সাফল্য কেবল তার বিষয়বস্তুর ওপর নির্ভর করে না; বরং শ্রেণিকক্ষে তা কীভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে, তার ওপরও নির্ভর করে। তাই এই অধ্যায়ে কুরআনিক আরবি শিক্ষার নববি পদ্ধতিকে কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং শ্রেণিকক্ষভিত্তিক অনুশীলনের একটি পূর্ণাঙ্গ নির্দেশিকা উপস্থাপন করা হয়েছে।

এই পদ্ধতিতে শিক্ষক জ্ঞানের একমাত্র বক্তা নন; বরং তিনি একজন পথপ্রদর্শক (Facilitator)। শিক্ষার্থীরা পর্যবেক্ষণ, আলোচনা, অনুশীলন এবং আবিষ্কারের মাধ্যমে নিজেরাই ভাষা শিখবে। ফলে শেখা হবে সক্রিয়, আনন্দময় এবং দীর্ঘস্থায়ী।

৪.১ শিক্ষক নির্দেশিকা (Teacher Guide)

এই পদ্ধতিতে শিক্ষকের প্রধান দায়িত্ব হবে—

- শেখাকে সহজ, ধীর ও ধাপে ধাপে পরিচালনা করা।
- নতুন নিয়ম সরাসরি না বলে শিক্ষার্থীকে নিজে আবিষ্কার করতে উৎসাহিত করা।
- প্রশ্নের মাধ্যমে চিন্তার দুয়ার উন্মুক্ত করা।
- ভুলকে শেখার অংশ হিসেবে গ্রহণ করা।
- প্রতিটি শিক্ষার্থীকে সক্রিয় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা।
- কুরআনের ভাষাকে বাস্তব ও জীবন্ত করে উপস্থাপন করা।

৪.২ জোড়ায় অনুশীলন (Pair Work)

দুইজন শিক্ষার্থী একসঙ্গে—

- শব্দ জিজ্ঞাসা করবে।
- অর্থ বলবে।
- ছোট বাক্য গঠন করবে।
- একজন প্রশ্ন করবে, অন্যজন উত্তর দেবে।
- একে অপরের ভুল সংশোধন করবে।

এতে আত্মবিশ্বাস, যোগাযোগ দক্ষতা এবং দ্রুত স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পাবে।

৪.৩ দলীয় অনুশীলন (Group Work)

ছোট ছোট দলে শিক্ষার্থীরা—

- বাক্য সম্প্রসারণ করবে।
- অনুচ্ছেদ তৈরি করবে।
- কুরআনিক আয়াতাংশ শনাক্ত করবে।
- ব্যাকরণিক ধরণ পর্যবেক্ষণ করবে।
- দলগতভাবে উপস্থাপনা করবে।

এর মাধ্যমে সহযোগিতামূলক শিক্ষা (Collaborative Learning) গড়ে উঠবে।

৪.৪ ফ্ল্যাশ কার্ড ব্যবহার (Flash Cards)

৬০টি বহুলব্যবহৃত শব্দের পৃথক কার্ড ব্যবহার করে—

- দ্রুত শব্দ চেনা।
- বাংলা থেকে আরবি বলা।
- আরবি থেকে অর্থ বলা।
- বাক্য গঠন।

- দলীয় খেলা।
- সময় নির্ধারণ করে দ্রুত উত্তর দেওয়া।

৪.৫ শব্দ-পিরামিড (Word Pyramid)

একটি শব্দ দিয়ে শুরু করে ধাপে ধাপে বাক্য বড় করা হবে।

উদাহরণ—

مِنَ اللَّهِ

↓

هٰذَا مِنَ اللَّهِ

↓

إِنَّ هٰذَا مِنَ اللَّهِ

↓

إِنَّ هٰذَا مِنَ اللَّهِ لِلنَّاسِ

↓

إِنَّ هٰذَا الْكِتَابَ مِنَ اللَّهِ لِلنَّاسِ

এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী বুঝবে—অল্প শব্দ দিয়েও অসংখ্য বাক্য তৈরি করা যায়।

৪.৬ বাক্য সম্প্রসারণ অনুশীলন (Sentence Expansion)

প্রতিটি নতুন শব্দ পূর্বে শেখা শব্দের সঙ্গে যুক্ত হবে।

অর্থাৎ—

১ শব্দ

↓

২ শব্দ

↓

৩ শব্দ

↓

৫ শব্দ

↓

১০ শব্দ

↓

অনুচ্ছেদ

↓

কুরআনিক আয়াতাংশ

↓

পূর্ণ আয়াত

এটাই এই পদ্ধতির স্ক্যাফোল্ডিং (Scaffolding)।

৪.৭ সক্রিয় স্মরণ (Active Recall)

শিক্ষার্থীকে উত্তর দেখিয়ে শেখানো হবে না।

বরং—

- অর্থ জিজ্ঞাসা করা হবে।
- বাক্য গঠন করতে বলা হবে।
- অনুবাদ করতে বলা হবে।
- শূন্যস্থান পূরণ করতে দেওয়া হবে।
- নিজে মনে করে উত্তর বলতে উৎসাহিত করা হবে।

এভাবে স্মৃতি দীর্ঘস্থায়ী হবে।

৪.৮ পুনরাবৃত্তি পরিকল্পনা (Revision Cycle)

প্রতিটি নতুন শব্দ ও বাক্য নির্দিষ্ট সময় পর পুনরায় অনুশীলন করা হবে।

প্রস্তাবিত পুনরাবৃত্তি সূচি—

- **১ দিন পরে** — প্রথম পুনরাবৃত্তি
- **৩ দিন পরে** — দ্বিতীয় পুনরাবৃত্তি
- **৭ দিন পরে** — তৃতীয় পুনরাবৃত্তি
- **১৪ দিন পরে** — চতুর্থ পুনরাবৃত্তি
- **৩০ দিন পরে** — দীর্ঘমেয়াদি পুনরাবৃত্তি

এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীর দীর্ঘমেয়াদি স্মৃতিতে (Long-term Memory) শব্দ ও বাক্য স্থায়ীভাবে সংরক্ষণে সহায়তা করবে।

৪.৯ ধারাবাহিক মূল্যায়ন (Continuous Assessment)

এই পদ্ধতিতে মূল্যায়ন কেবল পরীক্ষাকেন্দ্রিক নয়; বরং শেখার প্রতিটি ধাপেই চলমান থাকবে।

শিক্ষার্থীকে নিয়মিত মূল্যায়ন করা হবে—

- শব্দ শনাক্তকরণ
- বাক্য গঠন
- অনুচ্ছেদ পাঠ
- কুরআনিক আয়াতাংশ অনুধাবন
- পূর্ণ আয়াত বোঝা
- ব্যাকরণিক ধরণ আবিষ্কার
- বাস্তব প্রয়োগ ও আত্মমূল্যায়নের ভিত্তিতে

এই অধ্যায়ের মূলনীতি (Core Principle)

"শেখা তখনই স্থায়ী হয়, যখন শিক্ষার্থী নিজে চিন্তা করে, নিজে আবিষ্কার করে, নিজে অনুশীলন করে এবং নিয়মিত পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে তা জীবনের অংশে পরিণত করে।"

অধ্যায়–৫ : মূল্যায়ন ও ডিপ্লোমা কারিকুলাম

(Assessment and Diploma Curriculum)

অধ্যায়ের ভূমিকা

যে শিক্ষা শিক্ষার্থীর চিন্তা, দক্ষতা ও চরিত্রে স্থায়ী পরিবর্তন আনে, তার মূল্যায়নও হতে হবে বাস্তবভিত্তিক, ধারাবাহিক এবং দক্ষতাকেন্দ্রিক। এই কারণে কুরআনিক আরবি শিক্ষার নববি পদ্ধতিতে মূল্যায়নের উদ্দেশ্য কেবল পরীক্ষায় নম্বর প্রদান নয়; বরং শিক্ষার্থীর ভাষাগত অগ্রগতি, কুরআন অনুধাবনের সক্ষমতা, ব্যাকরণ আবিষ্কারের দক্ষতা এবং বাস্তব জীবনে কুরআনের শিক্ষা প্রয়োগের সামগ্রিক বিকাশ পরিমাপ করা।

এই অধ্যায়ে এমন একটি মূল্যায়ন কাঠামো উপস্থাপন করা হয়েছে, যা শ্রেণিকক্ষভিত্তিক শিক্ষা, স্বশিক্ষা এবং ডিপ্লোমা-স্তরের প্রশিক্ষণ—সব ক্ষেত্রেই সমানভাবে কার্যকর হতে পারে।

৫.১ ধারাবাহিক মূল্যায়ন (Formative Assessment)

শিক্ষার্থীর শেখার প্রতিটি ধাপে নিয়মিত মূল্যায়ন করা হবে।

এর অন্তর্ভুক্ত থাকবে—

- শব্দার্থ শনাক্তকরণ
- বাক্য গঠন
- অনুচ্ছেদ পাঠ
- কুরআনিক আয়াতাংশ অনুধাবন

- সক্রিয় অংশগ্রহণ
- দলীয় কার্যক্রম
- দৈনিক ও সাপ্তাহিক অনুশীলন

এই মূল্যায়নের উদ্দেশ্য ভুল ধরানো নয়; বরং শেখার অগ্রগতি নিশ্চিত করা।

৫.২ চূড়ান্ত মূল্যায়ন (Summative Assessment)

প্রতিটি স্তর সম্পন্ন হওয়ার পর শিক্ষার্থীর সামগ্রিক দক্ষতা মূল্যায়ন করা হবে।

এখানে যাচাই করা হবে—

- ভাষাগত দক্ষতা
- শব্দভাণ্ডারের ব্যবহার
- বাক্য নির্মাণ
- কুরআন অনুধাবন
- ব্যাকরণ আবিষ্কারের সক্ষমতা
- তাদাব্বুর ও বাস্তব প্রয়োগ

৫.৩ শিক্ষার্থীর কাজের সংকলন (Portfolio Assessment)

শিক্ষার্থীর শেখার ধারাবাহিক অগ্রগতি একটি ব্যক্তিগত পোর্টফোলিওতে সংরক্ষণ করা হবে।

এতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে—

- শব্দচর্চা
- বাক্য নির্মাণ
- অনুচ্ছেদ রচনা
- ব্যক্তিগত নোট

- কুরআনিক পর্যবেক্ষণ
- ব্যাকরণ আবিষ্কারের নোট
- তাদাব্বুর ও আত্মপ্রতিফলন

এটি শিক্ষার্থীর শেখার বাস্তব প্রমাণ হিসেবে কাজ করবে।

৫.৪ মৌখিক মূল্যায়ন (Oral Performance Assessment)

শিক্ষার্থী যেন কেবল লিখতে নয়, মুখে প্রকাশ করতেও সক্ষম হয়।

মৌখিক মূল্যায়নের বিষয়সমূহ—

- শব্দের অর্থ বলা
- বাক্য গঠন
- কুরআনিক আয়াতাংশ পাঠ
- প্রশ্নোত্তর
- তাৎক্ষণিক অনুবাদ
- স্বতঃস্ফূর্তভাবে আরবিতে ভাব প্রকাশ

৫.৫ বাক্য নির্মাণ মূল্যায়ন (Sentence Building Assessment)

এই অংশে মূল্যায়ন করা হবে—

- শেখা শব্দ ব্যবহার করে নতুন বাক্য তৈরি
- বাক্য সম্প্রসারণ
- হ্যাঁ-সূচক বাক্য
- না-সূচক বাক্য
- প্রশ্নবোধক বাক্য
- না-সূচক প্রশ্নবোধক বাক্য

শিক্ষার্থী কত কম শব্দ দিয়ে কত বেশি অর্থ প্রকাশ করতে পারে—তা বিশেষভাবে মূল্যায়ন করা হবে।

৫.৬ অনুচ্ছেদ নির্মাণ মূল্যায়ন (Paragraph Building Assessment)

শিক্ষার্থী শেখা শব্দ ব্যবহার করে—

- ছোট অনুচ্ছেদ তৈরি করবে।
- নিজে পাঠ করবে।
- বাংলা অর্থ লিখবে।
- প্রয়োজন হলে ইংরেজি অর্থও উপস্থাপন করবে।

এর মাধ্যমে আরবিতে চিন্তা করার দক্ষতা (Thinking in Arabic) মূল্যায়ন করা হবে।

৫.৭ ব্যাকরণ আবিষ্কার মূল্যায়ন (Grammar Discovery Assessment)

এই পদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো—নিয়ম মুখস্থ নয়; বরং নিয়ম আবিষ্কার।

তাই শিক্ষার্থীকে কুরআনের আয়াত পর্যবেক্ষণ করে নির্ণয় করতে হবে—

- ইসম, ফে'ল ও হরফ
- মারফূ, মানসূব ও মাজরূর
- মাদি, মুদারে, আমর ও নাহি
- বাক্যের গঠন
- ভাষার পুনরাবৃত্ত ধরণ (Patterns)

এখানে মুখস্থ সংজ্ঞার পরিবর্তে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণকে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

৫.৮ কুরআন অনুধাবন মূল্যায়ন (Qur'anic Comprehension Assessment)

এটি হবে পুরো কারিকুলামের চূড়ান্ত মূল্যায়ন।

এখানে শিক্ষার্থী—

- পূর্ণ আয়াত পড়বে।
- শেখা শব্দ শনাক্ত করবে।
- বাক্যের অর্থ বুঝবে।
- প্রসঙ্গ অনুধাবন করবে।
- ভাষাগত ধরণ ব্যাখ্যা করবে।
- তাদাব্বুর উপস্থাপন করবে।
- আয়াত থেকে বাস্তব জীবনের শিক্ষা নির্ণয় করবে।

এভাবে কুরআনের ভাষা, অর্থ, হিদায়াত ও জীবনচর্চার সমন্বিত দক্ষতা মূল্যায়ন করা হবে।

৫.৯ ডিপ্লোমা কারিকুলাম (Diploma Curriculum)

এই গবেষণার ভিত্তিতে একটি পূর্ণাঙ্গ ডিপ্লোমা কারিকুলাম প্রণয়ন করা যেতে পারে, যার মূল উপাদান হবে—

- ৬০টি বহুলব্যবহৃত শব্দভিত্তিক ভাষা শিক্ষা
- ধাপে ধাপে বাক্য ও অনুচ্ছেদ নির্মাণ
- কুরআনিক আয়াতাংশ ও পূর্ণ আয়াত অনুধাবন
- কুরআন থেকেই নাহু ও সরফ আবিষ্কার
- শ্রেণিকক্ষভিত্তিক অনুশীলন ও মূল্যায়ন
- তাদাব্বুর, আমল ও চরিত্র গঠন

৫.১০ প্রত্যাশিত শিক্ষণফল (Expected Learning Outcomes)

এই কারিকুলাম সম্পন্ন করার পর একজন শিক্ষার্থী—

- কুরআনের বহুলব্যবহৃত শব্দ সহজে চিনতে পারবে।
- শেখা শব্দ দিয়ে স্বতন্ত্রভাবে বাক্য ও অনুচ্ছেদ নির্মাণ করতে পারবে।
- কুরআনিক আয়াতাংশ ও পূর্ণ আয়াত অনুধাবন করতে পারবে।
- কুরআনের ভাষা থেকেই নাহু ও সরফের নিয়ম আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে।
- অনুবাদের ওপর নির্ভরতা ধীরে ধীরে কমিয়ে সরাসরি কুরআনের ভাষার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলবে।
- সালাত, তিলাওয়াত ও দৈনন্দিন জীবনে কুরআনের অর্থ অনুভব করতে পারবে।
- তাদাব্বুর, আত্মশুদ্ধি ও আমলের মাধ্যমে কুরআনকেন্দ্রিক চরিত্র গঠনে অগ্রসর হবে।

অধ্যায়–৬ : গবেষণা, মূল্যায়ন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

(Research, Evaluation and Future Directions)

অধ্যায়ের ভূমিকা

যে কোনো নতুন শিক্ষাপদ্ধতির প্রকৃত মূল্য নির্ধারিত হয় তার বাস্তব প্রয়োগ, শিক্ষার্থীর শেখার ফলাফল এবং দীর্ঘমেয়াদি কার্যকারিতার মাধ্যমে। তাই এই অধ্যায়ে কুরআনিক আরবি শিক্ষার নববি পদ্ধতির গবেষণামূলক মূল্যায়ন, পরীক্ষামূলক প্রয়োগ, তুলনামূলক বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের সম্ভাবনা আলোচনা করা হয়েছে।

এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হলো—প্রস্তাবিত পদ্ধতিকে কেবল একটি তাত্ত্বিক ধারণা হিসেবে নয়; বরং একটি গবেষণাভিত্তিক, পরীক্ষাযোগ্য এবং আন্তর্জাতিকভাবে অভিযোজ্য শিক্ষা-মডেল হিসেবে উপস্থাপন করা।

৬.১ পরীক্ষামূলক গবেষণা (Pilot Study)

প্রথম ধাপে সীমিতসংখ্যক শিক্ষার্থীর ওপর এই পদ্ধতির পরীক্ষামূলক প্রয়োগ করা হবে। এখানে পর্যবেক্ষণ করা হবে—

- শিক্ষার্থীরা কত দ্রুত শব্দ আয়ত্ত করছে;
- বাক্য নির্মাণে তাদের অগ্রগতি;
- কুরআনিক আয়াতাংশ অনুধাবনের সক্ষমতা;
- ব্যাকরণ আবিষ্কারের দক্ষতা;
- শেখার প্রতি আগ্রহ ও স্থায়িত্ব।

৬.২ শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ (Classroom Observation)

বাস্তব শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, প্রশ্ন করা, আলোচনা, দলীয় কাজ এবং স্বতঃস্ফূর্ত বাক্য গঠনের প্রবণতা পর্যবেক্ষণ করা হবে। এর মাধ্যমে বোঝা যাবে—পদ্ধতিটি শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক (Learner-centered) শিক্ষা তৈরি করতে কতটা সক্ষম।

৬.৩ তুলনামূলক গবেষণা (Comparative Study)

এ অংশে দুটি পদ্ধতির তুলনা করা হবে—

প্রচলিত পদ্ধতি (Traditional Method)	নববি পদ্ধতি (Prophetic Methodology)
ব্যাকরণ আগে	অর্থ ও ব্যবহার আগে

প্রচলিত পদ্ধতি (Traditional Method)	নববি পদ্ধতি (Prophetic Methodology)
মুখস্থনির্ভর	অনুধাবনভিত্তিক
নিয়ম → উদাহরণ	উদাহরণ → নিয়ম আবিষ্কার
অনুবাদনির্ভর	সরাসরি ভাষা-অনুধাবন
বিচ্ছিন্ন শব্দ শেখানো	বাক্য ও প্রেক্ষাপটভিত্তিক শিক্ষা
উচ্চ মানসিক চাপ	ধাপে ধাপে স্ক্যাফোল্ডিং
কম ব্যবহারিক দক্ষতা	সক্রিয় ভাষা ব্যবহার

৬.৪ শিক্ষক প্রশিক্ষণ কাঠামো (Teacher Training Framework)

এই পদ্ধতি সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ অপরিহার্য। প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত থাকবে—

- শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষা;
- Grammar Discovery পরিচালনা;
- Pair Work ও Group Work;
- ফ্ল্যাশ কার্ড ও শব্দ-পিরামিড;
- Active Recall পরিচালনা;
- তাদাব্বুরভিত্তিক আলোচনা পরিচালনা।

৬.৫ আন্তর্জাতিক অভিযোজন (International Adaptation)

এই কারিকুলাম বিভিন্ন ভাষাভাষী মুসলিম সমাজে অভিযোজিত করা যেতে পারে। বাংলা, ইংরেজি, উর্দু, মালয়, তুর্কি, ইন্দোনেশীয়, ফরাসি ও অন্যান্য ভাষায় এর সংস্করণ তৈরি করা সম্ভব। মূল কাঠামো অপরিবর্তিত রেখে স্থানীয় ভাষা অনুযায়ী অর্থ ও ব্যাখ্যা সংযোজন করা যাবে।

৬.৬ ভবিষ্যৎ গবেষণার দিকনির্দেশনা (Future Research Directions)

ভবিষ্যতে নিম্নোক্ত বিষয়ে গবেষণা করা যেতে পারে—

- ৩০০ শব্দভিত্তিক উন্নত কারিকুলাম;
- ৩০ পারা কুরআনভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ ভাষা শিক্ষা;
- ডিজিটাল ও মোবাইল অ্যাপভিত্তিক সংস্করণ;
- শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য পৃথক মডেল;
- মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের তুলনামূলক গবেষণা;
- তাদাব্বুর ও চরিত্র গঠনের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব।

এই গবেষণার মৌলিক অবদান (Original Contributions of the Research)

এই গবেষণার মাধ্যমে নিম্নোক্ত নতুন অবদান উপস্থাপিত হয়েছে—

1. কুরআন থেকে ব্যাকরণ আবিষ্কারের মডেল (Grammar Discovery Model)
2. ৬০টি বহুলব্যবহৃত শব্দভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ ভাষা-কারিকুলাম (60-Word Curriculum Model)
3. শব্দ → বাক্য → অনুচ্ছেদ → কুরআন ভিত্তিক শিক্ষাসোপান (Sentence Builder and Scaffolding Model)
4. নববি শিখনচক্র (Prophetic Learning Cycle)
5. কুরআনভিত্তিক ভাষা অর্জন পদ্ধতি (Qur'an-based Language Acquisition)

6. অর্থ → ব্যবহার → ধরণ শনাক্তকরণ → ব্যাকরণ আবিষ্কার (Meaning → Usage → Pattern Recognition → Grammar Discovery) ভিত্তিক নতুন শিক্ষাদর্শন।

সমাপনী বক্তব্য

এই গবেষণার মূল লক্ষ্য কেবল কুরআনিক আরবি শেখানো নয়; বরং এমন একটি শিক্ষাপদ্ধতি নির্মাণ করা, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থী ধীরে ধীরে কুরআনের ভাষার সঙ্গে জীবন্ত সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে, কুরআনের হিদায়াত বুঝতে পারে এবং সেই হিদায়াতকে নিজের চরিত্র ও জীবনে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়।

দ্বিতীয় অংশ

৬০-শব্দভিত্তিক ব্যবহারিক কুরআনিক আরবি কারিকুলাম

(Practical Qur'anic Arabic Curriculum Based on 60 High-Frequency Words)

এই অংশের মূল প্রশ্ন (The Central Question)

"কীভাবে এই শিক্ষাপদ্ধতি বাস্তবে প্রয়োগ করবেন?"

প্রথম অংশে কুরআনিক আরবি শিক্ষার দর্শন, বৈজ্ঞানিক ভিত্তি এবং গবেষণামূলক কাঠামো উপস্থাপন করা হয়েছে। সেখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কেন প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন প্রয়োজন এবং কেন অর্থ, ব্যবহার ও কুরআনিক প্রেক্ষাপটভিত্তিক ভাষা শিক্ষা অধিক কার্যকর।

এখন শুরু হচ্ছে এই গবেষণার ব্যবহারিক প্রয়োগপর্ব।

এখানে তত্ত্বের পরিবর্তে বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ধাপে ধাপে কুরআনিক আরবি শেখানো হবে। পুরো কারিকুলামের ভিত্তি মাত্র ৬০টি বহুলব্যবহৃত কুরআনিক শব্দ। এই সীমিত শব্দভাণ্ডারকে কেন্দ্র করেই শিক্ষার্থী ধীরে ধীরে শব্দ, বাক্য, সংলাপ, অনুচ্ছেদ, কুরআনিক আয়াতাংশ এবং পূর্ণ আয়াত অনুধাবনের সক্ষমতা অর্জন করবে। একই সঙ্গে কুরআনের ভাষা থেকেই নাহু ও সরফের মৌলিক নিয়ম স্বাভাবিকভাবে আবিষ্কার করতে শিখবে।

এই অংশের প্রতিটি ধাপ পূর্ববর্তী ধাপের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত। প্রতিটি ইউনিটে শেখা শব্দই পরবর্তী ধাপের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হবে; ফলে সীমিত শব্দভাণ্ডার দিয়েই শিক্ষার্থী ক্রমে বিস্তৃত ভাষাদক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হবে। এর মাধ্যমে ভাষা শিক্ষা মুখস্থনির্ভর না হয়ে ধীরে ধীরে

অনুধাবন, চিন্তা, তাদাব্বুর, আমল এবং চরিত্র গঠনের স্তরে উন্নীত হবে—ইন শা আল্লাহ।

এই অংশ কার জন্য?

এই গ্রন্থ এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে, যাতে গবেষক, শিক্ষক, প্রশিক্ষক এবং শিক্ষার্থী—সকলেই নিজ নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী সমানভাবে উপকৃত হতে পারেন। গবেষক এখানে একটি নতুন ভাষা-শিক্ষাদর্শন ও গবেষণার কাঠামো খুঁজে পাবেন; শিক্ষক ও প্রশিক্ষক পাবেন একটি পূর্ণাঙ্গ পাঠদান-পদ্ধতি; আর শিক্ষার্থী ধাপে ধাপে অনুশীলনের মাধ্যমে কুরআনিক আরবি আয়ত্ত করার একটি কার্যকর ব্যবহারিক কারিকুলাম অনুসরণ করতে পারবে। অর্থাৎ, একই গ্রন্থ গবেষণা, পাঠদান এবং স্বশিক্ষা—এই তিনটি ক্ষেত্রেই সমানভাবে ব্যবহারযোগ্য হবে।

এই অংশ কীভাবে ব্যবহার করবেন?

(How to Use This Section)

এই ব্যবহারিক কারিকুলামটি ধাপে ধাপে অধ্যয়ন করার জন্য পরিকল্পিত। প্রতিটি ধাপ সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করার পরই পরবর্তী ধাপে অগ্রসর হওয়া উচিত। প্রতিটি নতুন পাঠ পূর্ববর্তী পাঠের ওপর প্রতিষ্ঠিত; তাই কোনো ধাপ বাদ না দিয়ে ধারাবাহিকভাবে অনুশীলন করলে সর্বোচ্চ ফল অর্জন করা সম্ভব হবে।

এরপর উপস্থাপিত হলো এই গ্রন্থের শিক্ষাসোপান (Learning Pathway)। এই শিক্ষাসোপান অনুসরণ করে শিক্ষার্থী শব্দ থেকে বাক্য, বাক্য থেকে কুরআনের ভাষা, কুরআনের ভাষা থেকে ব্যাকরণ আবিষ্কার এবং সর্বশেষ কুরআনের হিদায়াত অনুধাবনের পর্যায়ে পৌঁছাতে সক্ষম হবে—ইন শা আল্লাহ।

এই বইয়ের শিক্ষাসোপান (Learning Pathway)

এই গ্রন্থটি এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে, যাতে একজন শিক্ষার্থী ধাপে ধাপে কুরআনিক আরবি আয়ত্ত করতে পারেন। এখানে ভাষা শিক্ষা শুরু হয় **অর্থ ও ব্যবহার** থেকে; এরপর ধীরে ধীরে **বাক্য**, **কুরআনিক ভাষা**, **ব্যাকরণ আবিষ্কার**, **তাদাব্বুর** এবং **আমল** পর্যন্ত অগ্রসর হয়। প্রতিটি ইউনিট একই শিক্ষাসোপান অনুসরণ করে সাজানো হয়েছে, ফলে শিক্ষার্থী প্রতিটি ধাপে পূর্ববর্তী শিক্ষার ওপর নতুন জ্ঞান নির্মাণ করতে পারে।

শিক্ষাসোপান একনজরে

এই গ্রন্থের চূড়ান্ত শিক্ষাসোপান

শব্দ → বাক্য → সংলাপ → অনুচ্ছেদ → আয়াতাংশ → পূর্ণ আয়াত → ব্যাকরণ আবিষ্কার → অনুশীলন → মূল্যায়ন → পুনরাবৃত্তি → তাদাব্বুর → আমল → চরিত্র গঠন

ধাপ - ১: শব্দ (Vocabulary Building)

প্রথমে কুরআনের বহুলব্যবহৃত ১০টি শব্দ বাংলা ও ইংরেজি অর্থসহ শিখুন। এই শব্দগুলোই পুরো ইউনিটের ভাষাগত ভিত্তি।

↓

ধাপ - ২: বাক্য নির্মাণ (Sentence Builder)

প্রতিটি অধ্যায়ে নতুন শেখা শব্দগুলো ব্যবহার করে সহজ আরবি বাক্য ধাপে ধাপে বড় করা হয়েছে। প্রতিটি নতুন বাক্যে আগের শেখা শব্দগুলোর সঙ্গে মাত্র একটি নতুন শব্দ বা গঠন যোগ হয়েছে।

↓

ধাপ - ৩: বাক্যসংলাপ (Dialogue Builder)

একই শব্দ ব্যবহার করে বাস্তব কথোপকথনের অনুশীলন করুন। ধাপে ধাপে হ্যাঁ-সূচক, না-সূচক, প্রশ্নবোধক, না-সূচক প্রশ্নবোধক এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বাক্যরীতি আয়ত্ত করুন।

↓

ধাপ - ৪: ছোট অনুচ্ছেদ (Paragraph Builder)

একই শব্দভাণ্ডার ব্যবহার করে ছোট অনুচ্ছেদ পড়ুন, অনুবাদ করুন এবং ধীরে ধীরে আরবিতে চিন্তা করার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

↓

ধাপ - ৫: কুরআনিক আয়াতাংশ (Qur'anic Phrase Builder)

কৃত্রিম বাক্যের পরিবর্তে কুরআনের বাস্তব আয়াতাংশের মাধ্যমে শব্দগুলোর প্রকৃত ব্যবহার শিখুন। প্রতিটি আয়াতাংশের সঙ্গে সূরা ও আয়াত নম্বর উল্লেখ থাকবে।

ধাপ –৫.১

কুরআনিক ভাষার ধারাবাহিক পাঠ

(Connected Qur'anic Reading)

↓

ধাপ - ৬: পূর্ণ আয়াত অনুধাবন (Complete Verse Builder)

শেখা শব্দসম্বলিত একটি পূর্ণ আয়াত অধ্যয়ন করুন। এখানে থাকবে—

- পরিচিত শব্দ শনাক্তকরণ
- আয়াতের অর্থ অনুধাবন
- প্রসঙ্গ বোঝা
- আয়াতের নূর (Light of the Verse)
- মূল শিক্ষা (Key Lesson)

- ভাবনা (Reflection)
- আমল (Application)

৬টি ইউনিটে ৬টি বিষয়ভিত্তিক পূর্ণ আয়াত নির্বাচন করা হয়েছে-

ইউনিট–১: ذَٰلِكَ الْكِتَابُ(আল্লাহর কিতাব)

1. **ইউনিট–২: আয়াতুল কুরসি** (তাওহীদ ও আল্লাহর গুণাবলি)
2. **ইউনিট–৩:** سورة الإخلاص (বিশুদ্ধ তাওহীদ)
3. **ইউনিট–৪:** آخر آيتين من سورة البقرة (ঈমান ও আত্মসমর্পণ)
4. **ইউনিট–৫:** سورة العصر (ঈমান, আমল ও দাওয়াহ)
5. **ইউনিট–৬:** سورة الفاتحة (সমগ্র কুরআনের সারসংক্ষেপ)

↓

পাঠ-৭: ব্যাকরণ আবিষ্কার (Grammar Discovery Method):

পর্যবেক্ষণ করুন (Observe) → তুলনা করুন (Compare) → চিন্তা করুন (Think) → ব্যাকরণিক নিয়ম আবিষ্কার করুন (Discover the Rule) → নিজের ভাষায় সূত্র লিখুন (Write the Rule) → যাচাই করুন (Verify) → প্রয়োগ করুন (Apply)

পর্যবেক্ষণ করুন (Observe)

কুরআনের আয়াত বা আয়াতাংশ মনোযোগ দিয়ে পড়ুন।

যে শব্দ, ক্রিয়া বা বাক্যগঠন বারবার এসেছে, তা চিহ্নিত করুন।

↓

তুলনা করুন (Compare)

একই ধরনের আরও কয়েকটি আয়াত দেখুন।

কোন শব্দ বা গঠনে মিল এবং কোনটিতে অমিল রয়েছে তা লক্ষ্য করুন।

↓

চিন্তা করুন (Think)

নিজেকে প্রশ্ন করুন—

- এখানে কোন শব্দটি পরিবর্তিত হয়েছে?
- কেন পরিবর্তিত হয়েছে?
- কোন শব্দটি একই রয়ে গেছে?
- ক্রিয়া ও কর্তার মধ্যে কী সম্পর্ক রয়েছে?

↓

নিয়ম আবিষ্কার করুন (Discover)

পর্যবেক্ষণ ও তুলনার ভিত্তিতে নিজের ভাষায় একটি সম্ভাব্য নিয়ম লিখুন।

↓

নিজের ভাষায় সূত্র লিখুন (Write the Rule)

এক লাইনে নিয়মটি নিজের ভাষায় লিখুন।

↓

আরও আয়াতে যাচাই করুন (Verify)

আরও কয়েকটি আয়াতে একই নিয়ম সত্য কিনা পরীক্ষা করুন।

↓

প্রয়োগ করুন (Apply)

একই ধরণের একটি নতুন বাক্য নিজে তৈরি করুন।

কোনো নিয়ম আগে মুখস্থ নয়; বরং কুরআনের আয়াত পর্যবেক্ষণ করে নাহু ও সরফের নিয়ম নিজেই আবিষ্কার করুন। ছয়টি ইউনিটের মাধ্যমে ধাপে ধাপে মৌলিক ব্যাকরণ সম্পন্ন হবে।

এখানে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হবে—

- ইসম, ফে'ল ও হরফ
- কর্তা ও কর্ম
- মারফূ, মানসূব ও মাজরূর
- মাদী, মুদারে, আমর ও নাহি
- শব্দগঠন (সরফ)
- সর্বনাম, বিশেষণ, ইযাফাহ, বাক্যরীতি এবং অন্যান্য মৌলিক ব্যাকরণিক কাঠামো

আমি কী আবিষ্কার করলাম?

আজ আমি শিখলাম—

.....

.....

কোন আয়াত থেকে শিখলাম?

.....

আমার সূত্র

.....

.....

↓

ধাপ- ৮: শিক্ষার্থীর অনুশীলন (Student Activities)

এই অনুশীলনগুলোর উদ্দেশ্য হলো শেখা শব্দ ও বাক্যগঠনকে নিজের ভাষা, চিন্তা ও বাস্তব প্রয়োগের সঙ্গে যুক্ত করা। প্রতিটি ইউনিট সম্পন্ন করার পর নিচের অনুশীলনগুলো ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করুন।

১. শব্দ চিনুন (Recognize the Words)

- নতুন শেখা শব্দগুলো চিহ্নিত করুন।
- প্রতিটি শব্দের বাংলা ও ইংরেজি অর্থ বলুন।
- শব্দগুলো দিয়ে কুরআনিক আয়াতাংশ শনাক্ত করার চেষ্টা করুন।

২. বাক্যে ব্যবহার করুন (Use in Sentences)

- প্রতিটি শব্দ দিয়ে অন্তত একটি নতুন বাক্য তৈরি করুন।
- শেখা শব্দগুলো বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহার করে অর্থের পরিবর্তন লক্ষ করুন।

৩. বাক্যসংলাপ তৈরি করুন (Create a Dialogue)

একই ভাবকে বিভিন্ন রূপে প্রকাশের অনুশীলন করুন—

- হ্যাঁ-সূচক বাক্য (Affirmative)
- না-সূচক বাক্য (Negative)
- প্রশ্নবোধক বাক্য (Interrogative)
- না-সূচক প্রশ্নবোধক বাক্য (Negative Interrogative)

প্রয়োজনে আদেশসূচক (Imperative), নিষেধসূচক (Prohibitive) এবং অন্যান্য বাক্যরীতিও অনুশীলন করুন।

৪. নিজের ভাষা থেকে আরবিতে প্রকাশ করুন (Express Your Own Ideas)

প্রথমে বাংলায় একটি ছোট ভাব বা বক্তব্য লিখুন। এরপর শেখা শব্দ ব্যবহার করে সেটিকে আরবিতে প্রকাশ করুন। প্রথমে ছোট বাক্য, তারপর ধাপে ধাপে নতুন শব্দ যোগ করে বড় বাক্য তৈরি করুন। শেষে কয়েকটি বাক্য মিলিয়ে একটি ছোট সংলাপ বা অনুচ্ছেদ লিখুন। এই অনুশীলনের মাধ্যমেই ভাষা মুখস্থের বিষয় না থেকে চিন্তা ও ভাব প্রকাশের স্বাভাবিক মাধ্যমে পরিণত হবে।

৫. অন্যকে শেখানোর প্রস্তুতি নিন (Teach Others)

- আজ কী শিখলেন—নিজের ভাষায় সংক্ষেপে লিখুন।
- শেখা বিষয় নিয়ে অন্তত পাঁচটি প্রশ্ন তৈরি করুন।
- প্রশ্নগুলোর উত্তর নিজে দিন অথবা সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করুন।
- চেষ্টা করুন শেখা বিষয়টি অন্য কাউকে বুঝিয়ে বলতে।

৬টি ইউনিটে ব্যাকরণ আবিষ্কারের রোডম্যাপ

(Grammar Discovery Roadmap)

ইউনিট–১

বিষয়: বাক্যের ভিত্তি: শব্দ থেকে বাক্যে

(The Foundation of the Sentence)

এই ইউনিটে কী শিখবে?	কুরআন থেকে কী আবিষ্কার করবে?
✓ ইসম (اسم) ✓ ফি'ল (فعل) ✓ হারফ (حرف) ✓ হারফে জার (حرف الجر) ✓ মাজরূর ইসম (الاسم المجرور) ✓ শব্দের মৌলিক শ্রেণিবিভাগ ✓ সরল আরবি বাক্যের গঠন	مِنْ فِي عَلَى لِ

ইউনিট–২

ক্রিয়া ও কর্তা: কাজ কে করল? (Verb and Subject)

কী শিখবে?	কী আবিষ্কার করবে?
✓ ফি'ল মাদী (فعل ماضٍ) ✓ ফা'ইল (الفاعل) ✓ সর্বনাম (الضمير) ✓ ইসমে মাউসূল (الاسم الموصول) ✓ একবচন ✓ বহুবচন	قَالَ اللَّهُ قَالَ رَبُّكَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

এখানে শিক্ষার্থী নিজেই প্রশ্ন করবে—

- **قَالَ— কে বললেন? → اللَّهُ**
- **قَالَ— কে বললেন? → رَبُّكَ**
- **الَّذِينَ— এর পরে কেন آمَنُوا এসেছে?**
- **الَّذِينَ— একবচন হলে কি آمَنَ হতো?**
- **آمَنُوا কেন বহুবচন?**
- **عَمِلُوا কেন বহুবচন?**

ইউনিট–৩

মারফূ (الرفع): বাক্যের মূল অংশ

(The Core of the Nominal Sentence)

কী শিখবে?	কী আবিষ্কার করবে?
✓ মুবতাদা (المبتدأ) ✓ খবর (الخبر)	هُوَ اللَّهُ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

✓ মারফূ (المرفوع) ✓ كان ✓ هُوَ ✓ هُمْ ✓ ইসমে ইশারা (اسم الإشارة)	ذٰلِكَ الْكِتَابُ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

এতে শিক্ষার্থী কী আবিষ্কার করবে?

- هُوَ اللَّهُ→ মুবতাদা ও খবর।
- اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ→ মারফূ অবস্থায় মুবতাদা ও খবর।
- ذٰلِكَ الْكِتَابُ→ ইসমে ইশারা ও তার পরবর্তী বিশেষ্য।
- كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا→ كان বাক্যে কী পরিবর্তন আনে

ইউনিট–৪

মানসূব (النصب): বাক্যের পরিবর্তন

কী শিখবে?	কী আবিষ্কার করবে?
✓ إِنَّ	إِنَّ اللَّهَ
✓ اسم إِنَّ	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا
✓ خبر إِنَّ	إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
✓ মাফউল বিহি (المفعول به)	خَلَقَ اللَّهُ الْإِنسَانَ
✓ كان وأخواتها	كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا
✓ إِنَّ وأخواتها	إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

এতে প্রতিটি উদাহরণ একটি নির্দিষ্ট ব্যাকরণিক ধারণা শেখাবে—

- إِنَّ اللَّهَ→ اسم إِنَّ কেন اللَّهَহলো?
- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا→ اسم موصول-ও اسم إِنَّ হতে পারে।
- إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ→ اسم إِنَّ ও خبر إِنَّ–এর পার্থক্য।

- خَلَقَ اللَّهُ الْإِنسَانَ→ ফা'ইল ও মাফউল বিহি।
- كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا→ كان-এর প্রভাব (পরে বিস্তারিত আবিষ্কার করবে)।
- إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ→ إنَّ-এর পূর্ণ গঠন।

ইউনিট–৫

শব্দের রূপান্তর (الصرف): ধাতু থেকে শব্দের জগৎ

(Morphology: From Root to Word Forms)

কী শিখবে?	কী আবিষ্কার করবে?
✓ Root (মূল ধাতু)	خَلَقَ – يَخْلُقُ – اُخْلُقْ
✓ Pattern (ওজন/গঠন)	آمَنَ – يُؤْمِنُ – آمِنْ
✓ فعل ماضٍ	قَالَ – يَقُولُ – قُلْ
✓ فعل مضارع	كَتَبَ – يَكْتُبُ – اُكْتُبْ *(অথবা ইউনিটের শব্দ অনুযায়ী অন্য ধাতু)*
✓ فعل أمر	يُغْفَرُ (Passive-এর উদাহরণ)
✓ نهي	لَا تُشْرِكْ
✓ المبني للمجهول (Passive)	একই ধাতুর বিভিন্ন রূপ তুলনা করবে
✓ একবচন (Singular)	
✓ দ্বিবচন (Dual) *(প্রয়োজনে)*	

✓ বহুবচন (Plural)	
✓ পুংলিঙ্গ (Masculine)	
✓ স্ত্রীলিঙ্গ (Feminine)	

ইউনিট–৬

সমন্বিত কুরআনিক ব্যাকরণ: কুরআনের ভাষার সৌন্দর্য

(Integrated Qur'anic Grammar)

কী শিখবে?	**কী আবিষ্কার করবে?**
✓ শর্ত (شرط)	✓ একটি পূর্ণ কুরআনিক আয়াতে পূর্বে শেখা সব ব্যাকরণিক ধরণ শনাক্ত করবে।
✓ ইস্তিসনা (استثناء)	✓ একই আয়াতে ইসম, ফি'ল ও হারফের পারস্পরিক সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ করবে।
✓ তাওকীদ (توكيد)	✓ জার, রফা ও নসবের ব্যবহার একত্রে চিনতে পারবে।
✓ কসম (قسم)	✓ বিভিন্ন ক্রিয়ার রূপ (মাদী, মুদারি, আমর, নাহি) তুলনা করবে।
✓ Relative Clauses (صلة الموصول)	✓ শর্ত, তাওকীদ, ইস্তিসনা ও অন্যান্য বাক্যরীতি বাস্তব আয়াতে শনাক্ত করবে।

✓ ইসমে ইশারার উন্নত ব্যবহার	✓ একটি পূর্ণ আয়াতের ভাষাগত গঠন নিজেই বিশ্লেষণ করতে পারবে।
✓ বাক্যের বিভিন্ন ধরন	✓ শেখা সব ব্যাকরণিক নিয়ম নতুন আয়াতে প্রয়োগ করতে পারবে।
✓ সমন্বিত ব্যাকরণ (Grammar Integration)	✓ কুরআনের ভাষার সামগ্রিক সৌন্দর্য ও বিন্যাস উপলব্ধি করবে।

কুরআনের ৬০টি বহুলব্যবহৃত শব্দ

প্রথমে কুরআনের বহুলব্যবহৃত ৬০টি শব্দ বাংলা ও ইংরেজি অর্থসহ আয়ত্ত করুন। এই শব্দগুলোই পুরো কারিকুলামের মূল পুঁজি।

ক্রম	আরবি	বাংলা	English
১	مِنْ	হতে / থেকে	From
২	اللَّهُ	আল্লাহ	Allah
৩	لَا	না / নয়	No / Not
৪	فِي	মধ্যে / ভেতরে	In / Inside
৫	إِنَّ	নিশ্চয়ই	Indeed / Surely
৬	قَالَ	সে বলল	He said
৭	الَّذِي	যে / যা	Who / Which
৮	عَلَىٰ	উপর / প্রতি	On / Upon

৯	لِ	জন্য	For
১০	كَانَ	সে ছিল	He was
১১	مَا	যা / যা কিছু	What / That which
১২	رَبٌّ	প্রতিপালক	Lord / Sustainer
১৩	مَنْ	যে / যে কেউ	Who / Whoever
১৪	بِ	দ্বারা / মাধ্যমে	By / With
১৫	إِلَىٰ	দিকে	To / Towards
১৬	إِنْ	যদি	If
১৭	إِلَّا	ব্যতীত / ছাড়া	Except
১৮	أَنْ	যে / যেন	That
১৯	آمَنَ	সে ঈমান আনল	He believed
২০	ذَٰلِكَ	তা / ঐ	That
২১	عَنْ	থেকে / সম্পর্কে	From / About
২২	هُوَ	সে / তিনি	He
২৩	أَرْضٌ	যমিন / পৃথিবী	Earth / Land
২৪	إِذَا	যখন	When
২৫	قَدْ	নিশ্চয়ই / ইতোমধ্যে	Indeed / Already
২৬	يَوْمٌ	দিন	Day
২৭	قَوْمٌ	জাতি / দল	People / Nation
২৮	آيَةٌ	নিদর্শন / আয়াত	Sign / Verse

২৯	عَلِمَ	সে জানল	He knew
৩০	هُمْ	তারা	They
৩১	كُلٌّ	সকল / প্রত্যেক	All / Every
৩২	لَمْ	না (অতীত)	Did not
৩৩	ثُمَّ	অতঃপর	Then
৩৪	جَعَلَ	সে বানাল	He made
৩৫	رَسُولٌ	রাসূল	Messenger
৩৬	عَذَابٌ	শাস্তি	Punishment
৩৭	سَمَاءٌ	আকাশ	Sky / Heaven
৩৮	نَفْسٌ	প্রাণ / ব্যক্তি	Soul / Self
৩৯	كَفَرَ	সে অস্বীকার করল	He disbelieved
৪০	شَيْءٌ	বস্তু / কিছু	Thing
৪১	أَوْ	অথবা	Or
৪২	جَاءَ	সে আসল	He came
৪৩	عَمِلَ	সে কাজ করল	He worked / He did
৪৪	لَوْ	যদি	If
৪৫	هٰذَا	এটি	This
৪৬	آتَى	সে দিল	He gave
৪৭	رَأَى	সে দেখল	He saw
৪৮	بَيْنَ	মধ্যে / মাঝে	Between

৪৯	أَتَى	সে আসল	He came / Arrived
৫০	الْكِتَابُ	কিতাব	The Book
৫১	الْحَقُّ	সত্য	The Truth
৫২	قَبْلُ	পূর্বে	Before
৫৩	النَّاسُ	মানুষ	People / Mankind
৫৪	إِذْ	যখন	When
৫৫	شَاءَ	তিনি ইচ্ছা করলেন	He willed
৫৬	أُولَٰئِكَ	তারা (দূরের)	Those
৫৭	بَعْدُ	পরে	After
৫৮	عِنْدَ	নিকট / কাছে	Near / With
৫৯	خَلَقَ	তিনি সৃষ্টি করলেন	He created
৬০	أَنْزَلَ	তিনি নাযিল করলেন	He sent down / He revealed

বিশেষ প্রয়োজনীয় শব্দ (Essential Functional Words)

Sentence Builder ও Classroom Conversation সহজ করার জন্য নিচের কার্যকর শব্দগুলো প্রয়োজন হবে। এগুলো ৬০টি মূল শব্দের অংশ নয়; বরং বাক্য গঠন, প্রশ্ন করা, উত্তর দেওয়া এবং সর্বনাম ব্যবহারে সহায়ক হিসেবে সংযোজন করা হয়েছে।

আরবি	বাংলা	English
أَ / هَلْ	কি?	Is? / Do?

أَيْنَ	কোথায়	Where
لِمَاذَا	কেন	Why
كَيْفَ	কীভাবে	How
كَمْ	কত	How much / How many
أَيُّ	কোনটি	Which
هِيَ	সে / তিনি (স্ত্রী)	She / It
ـهُ	তার / তাকে	His / Him
ـهَا	তার / তাকে (স্ত্রী)	Her
ـكَ	তোমার / তোমাকে	Your / You
ـكُمْ	তোমাদের / তোমাদেরকে	Your / You (Plural)
ـي	আমার / আমাকে	My / Me
ـنَا	আমাদের / আমাদেরকে	Our / Us
نَعَمْ	হ্যাঁ	Yes
لَا	না	No
هُنَا	এখানে	Here
هُنَاكَ	সেখানে	There
مَعَ	সঙ্গে	With
لَهُ	তার জন্য / তার আছে	For him / Belongs to him
لَهَا	তার জন্য (স্ত্রী)	For her

ইউনিট ১

পাঠ- ১: শব্দ (Vocabulary Building): ১–১০

প্রথমে কুরআনের বহুলব্যবহৃত ১০টি শব্দ বাংলা ও ইংরেজি অর্থসহ শিখুন। এই শব্দগুলোই ইউনিটের ভাষাগত ভিত্তি।

ক্রম	আরবি	বাংলা	English
১	مِنْ	হতে / থেকে	From
২	اللَّهُ	আল্লাহ	Allah
৩	لَا	না / নয়	No / Not
৪	فِي	মধ্যে / ভেতরে	In / Inside
৫	إِنَّ	নিশ্চয়ই	Indeed / Surely
৬	قَالَ	সে বলল	He said
৭	الَّذِي	যে / যা	Who / Which
৮	عَلَىٰ	উপর / প্রতি	On / Upon
৯	لِ	জন্য	For
১০	كَانَ	সে ছিল	He was

পাঠ- ২: বাক্য নির্মাণ (Sentence Builder): শব্দ ১–১০

প্রতিটি অধ্যায়ে নতুন শেখা শব্দগুলো ব্যবহার করে সহজ আরবি বাক্য ধাপে ধাপে বড় করা হয়েছে। প্রতিটি নতুন বাক্যে আগের শেখা শব্দগুলোর সঙ্গে মাত্র একটি নতুন শব্দ বা গঠন যোগ হয়েছে।

আরবি	বাংলা	English
مِنَ اللَّهِ	আল্লাহর পক্ষ থেকে	From Allah
هُوَ مِنَ اللَّهِ	তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে	He is from Allah
هُوَ مِنَ اللَّهِ لَا	তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে, না...	He is from Allah, not...
هُوَ مِنَ اللَّهِ لَا مِنِّي	তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে, আমার পক্ষ থেকে নন	He is from Allah, not from me
هُوَ مِنَ اللَّهِ لَا مِنِّي فِي الْبَيْتِ	তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে, আমার পক্ষ থেকে নন, ঘরে আছেন	He is from Allah, not from me, in the house
إِنَّ هُوَ مِنَ اللَّهِ لَا مِنِّي فِي الْبَيْتِ	নিশ্চয়ই তিনি...	Indeed he...
إِنَّ هُوَ مِنَ اللَّهِ لَا مِنِّي فِي الْبَيْتِ قَالَ	...তিনি বললেন	...he said
إِنَّ هُوَ قَالَ مِنَ اللَّهِ لَا مِنِّي فِي الْبَيْتِ	নিশ্চয়ই তিনি বললেন—এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে	Indeed he said...
إِنَّ هُوَ قَالَ هٰذَا مِنَ اللَّهِ لَا مِنِّي فِي الْبَيْتِ	নিশ্চয়ই তিনি বললেন, "এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে"	Indeed he said...

إِنَّ هُوَ قَالَ هٰذَا مِنَ اللَّهِ لَا مِنِّي فِي الْبَيْتِ عَلَى الْحَقِّ	নিশ্চয়ই তিনি সত্যের উপর থেকে এ কথা বললেন	Indeed he said this upon truth

পাঠ- ৩: সংলাপ নির্মাণ (Dialogue Builder): শব্দ ১–১০

একই শব্দ ব্যবহার করে বাস্তব কথোপকথনের অনুশীলন করুন। ধাপে ধাপে হ্যাঁ-সূচক, না-সূচক, প্রশ্নবোধক, না-সূচক প্রশ্নবোধক এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বাক্যরীতি আয়ত্ত করুন।

আরবি	বাংলা	English
هَلْ هُوَ مِنَ اللَّهِ؟	তিনি কি আল্লাহর পক্ষ থেকে?	Is he from Allah?
نَعَمْ، هُوَ مِنَ اللَّهِ.	হ্যাঁ, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে।	Yes, he is from Allah.
أَلَيْسَ هُوَ مِنَ اللَّهِ ؟	তিনি কি আল্লাহর পক্ষ থেকে নন?	Is he not from Allah?
بَلَى، هُوَ مِنَ اللَّهِ.	অবশ্যই, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকেই।	Yes indeed, he is from Allah.
هَلْ قَالَ هٰذَا؟	তিনি কি এটি বলেছেন?	Did he say this?
نَعَمْ، قَالَ هٰذَا.	হ্যাঁ, তিনি এটি বলেছেন।	Yes, he said this.
أَهٰذَا مِنَ اللَّهِ؟	এটি কি আল্লাহর পক্ষ থেকে?	Is this from Allah?

نَعَمْ، هٰذَا مِنَ اللَّهِ.	হ্যাঁ, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে।	Yes, this is from Allah.
أَهٰذَا عَلَى الْحَقِّ؟	এটি কি সত্যের উপর?	Is this upon the truth?
نَعَمْ، هٰذَا عَلَى الْحَقِّ.	হ্যাঁ, এটি সত্যের উপর।	Yes, this is upon the truth.

পাঠ- ৪: ছোট অনুচ্ছেদ (Paragraph Builder): শব্দ ১–১০

একই শব্দভাণ্ডার ব্যবহার করে ছোট অনুচ্ছেদ পড়ুন, অনুবাদ করুন এবং ধীরে ধীরে আরবিতে চিন্তা করার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

اقْرَأْ، ثُمَّ تُرْجِمْ بِنَفْسِكَ

هُوَ اللَّهُ. هُوَ عَلَى الْحَقِّ. هُوَ فِي السَّمَاءِ. هٰذَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ. هٰذَا كِتَابُ اللَّهِ. هُوَ قَالَ الْحَقَّ. هُمْ فِي هٰذَا الْكِتَابِ. هُوَ مِنَ اللَّهِ لِلنَّاسِ. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. إِنَّ هٰذَا الْكِتَابَ مِنَ اللَّهِ لِلنَّاسِ.

পাঠ–৫ : কুরআনিক আয়াতাংশ অনুধাবন

(Qur'anic Phrase Comprehension)

اقْرَأْ، ثُمَّ تَعَرَّفْ عَلَى لُغَةِ الْقُرْآنِ

ইউনিট–১ (শব্দ ১–১০)

ব্যাকরণিক বিষয়	কুরআনিক আয়াতাংশ	বাংলা অর্থ	English	সূরা : আয়াত
حرف الجر	مِنَ اللَّهِ	আল্লাহর পক্ষ থেকে	From Allah	آل عمران 3:73
	مِنْ رَبِّكَ	আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে	From your Lord	الأنعام 6:114
	مِنْ رَبِّهِمْ	তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে	From their Lord	البقرة 2:5
	فِي الْأَرْضِ	পৃথিবীতে	In the earth	البقرة 2:22
	فِي الْكِتَابِ	কিতাবে	In the Book	الإسراء 17:58
	عَلَى الْحَقِّ	সত্যের উপর	Upon the truth	البقرة 2:176
	لِلَّهِ	আল্লাহরই	Belongs to Allah	البقرة 2:284
إِنَّ	إِنَّ اللَّهَ	নিশ্চয়ই আল্লাহ	Indeed Allah	البقرة 2:20
	إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ	নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান	Indeed Allah is over all	البقرة 2:20

	شَيْءٍ قَدِيرٌ		things Competent	
قال	قَالَ اللَّهُ	আল্লাহ বলেছেন	Allah said	الأحزاب 33:4
	قَالَ رَبُّكَ	আপনার প্রতিপালক বলেছেন	Your Lord said	مريم 19:9
كان	كَانَ اللَّهُ	আল্লাহ সর্বদাই আছেন	Allah has always been	النساء 4:17
	وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا	আল্লাহ সর্বদা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু	Allah is Ever-Forgiving, Most Merciful	النساء 4:96
الاسم الموصول	الَّذِي خَلَقَ	যিনি সৃষ্টি করেছেন	The One Who created	العلق 96:1
لا	لَا رَيْبَ فِيهِ	এতে কোনো সন্দেহ নেই	There is no doubt in it	البقرة 2:2
	لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ	তাদের কোনো ভয় নেই	No fear shall be upon them	البقرة 2:38

নোট (Grammar Discovery Notes)

এই পাঠে নতুন কোনো ব্যাকরণ মুখস্থ করবেন না। শুধু আয়াতগুলো পর্যবেক্ষণ করুন এবং শব্দগুলোর শেষের পরিবর্তন লক্ষ্য করুন।

মনে রাখুন—

- **মাজরূর:** সাধারণত জের (ـِ) দ্বারা প্রকাশিত হয়।
- **মানসূব:** সাধারণত জবর (ـَ) দ্বারা প্রকাশিত হয়।
- **মারফূ:** সাধারণত পেশ (ـُ) দ্বারা প্রকাশিত হয়।

দ্রষ্টব্য: এখানে কেবল মৌলিক ধারণা দেওয়া হয়েছে। ব্যতিক্রমী রূপ ও বিস্তারিত নিয়ম সংশ্লিষ্ট পাঠে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হবে।

১. মাজরূর (مجرور)

জার (مِنْ، فِي، عَلَى، لِ)–এর পরে যে শব্দ আসে, তা সাধারণত **জের (ـِ)** গ্রহণ করে। **উদাহরণ:**

مِنَ اللَّهِ

فِي الْأَرْضِ

عَلَى الْحَقِّ

২. মারফূ (مرفوع)

বাক্যে কর্তা (Subject) বা কিছু বিশেষ অবস্থায় শব্দ সাধারণত **পেশ (ـُ)** গ্রহণ করে। **উদাহরণ:**

اللَّهُ

رَبُّكَ

৩. মানসূব (منصوب)

কিছু ক্রিয়া, إِنَّ (إِنَّ اللَّهَ) এবং অন্যান্য কারণে শব্দ **জবর (-َ)** গ্রহণ করে। পরবর্তী ইউনিটগুলোতে শিক্ষার্থীরা কুরআনের আয়াত থেকেই এর উদাহরণ আবিষ্কার করবে।

৫.২ কুরআনিক ভাষার ধারাবাহিক পাঠ

(Connected Qur'anic Reading)

اقْرَأْ بِتَأَنٍّ، ثُمَّ حَاوِلْ أَنْ تَفْهَمَ الْمَعْنَى بِدُونِ تَرْجَمَةٍ

"ধীরে ধীরে পড়ুন। তারপর অনুবাদ না দেখে অর্থ বোঝার চেষ্টা করুন।"

এরপর ধারাবাহিকভাবে—

مِنَ اللَّهِ، فِي الْأَرْضِ، عَلَى الْحَقِّ، إِنَّ اللَّهَ، هُوَ اللَّهُ، إِلَى اللَّهِ، مِنْ رَبِّهِمْ، مِنْ رَبِّكَ، فِي الْكِتَابِ، ذَٰلِكَ الْكِتَابُ، لَا رَيْبَ فِيهِ، إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، قَالَ اللَّهُ، قَالَ رَبُّكَ، الَّذِي خَلَقَ، الَّذِي آمَنُوا، لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، كَانَ اللَّهُ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

পাঠ-৬ : পূর্ণ আয়াত অনুধাবন (Complete Verse Builder)

ইউনিট–১ : আল্লাহর কিতাব (The Book of Allah)

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿البقرة: ٢﴾

সরল বাংলা অনুবাদ (Simple Translation):

"এটি সেই কিতাব, যাতে কোনো সন্দেহ নেই; এটি মুত্তাকিদের জন্য হিদায়াত।"

১. শব্দে-শব্দে অর্থ (Word-by-Word Meaning)

আরবি	বাংলা	English
ذَٰلِكَ	সেটি / ঐ	That
الْكِتَابُ	কিতাব	The Book
لَا	নেই / নয়	No / Not
رَيْبَ	সন্দেহ	Doubt
فِيهِ	এতে	In it
هُدًى	হিদায়াত	Guidance
لِّلْمُتَّقِينَ	মুত্তাকিদের জন্য	For the God-conscious

২. শেখা শব্দগুলো চিহ্নিত করুন (Recognize the Learned Words)

এই ইউনিটে শেখা শব্দগুলোর মধ্যে কোনগুলো এই আয়াতে এসেছে?

✓ لَا

✓ فِيهِ ← فِي

✓ الْكِتَابُ

এছাড়া লক্ষ্য করুন—

- ذَٰلِكَ
- هُدًى
- رَيْبَ
- لِّلْمُتَّقِينَ

পরবর্তী ইউনিটগুলোতে এগুলোও আপনার পরিচিত হয়ে যাবে।

৩. আয়াতের নূর (Light of the Verse)

মূল শিক্ষা (Key Lesson)

আল্লাহর কিতাব সত্যের চূড়ান্ত উৎস; এতে কোনো সন্দেহ নেই। যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে, এই কুরআন তার জন্য নিশ্চিত হিদায়াত।

৪. ভাবনা (Reflection)

নিজেকে প্রশ্ন করুন—

১. আমি কি কুরআনকে সন্দেহহীন আল্লাহর কিতাব হিসেবে গ্রহণ করেছি?

২. আমি কি প্রতিদিন কুরআন বুঝে পড়ার চেষ্টা করি?

৩. আমার জীবনের সিদ্ধান্তে কুরআনের নির্দেশনা কতটুকু প্রভাব ফেলে?

আমল (Application)

আজ থেকে আমি সংকল্প করছি—

✓ প্রতিদিন অন্তত একটি আয়াত অর্থসহ পড়ব।

✓ কুরআনের প্রতি আমার বিশ্বাস আরও দৃঢ় করব।

✓ কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন পরিচালনার চেষ্টা করব।

৫. আমি কী শিখলাম? (My Learning Today)

আজ আমি শিখলাম—

- "কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সত্য কিতাব।"
- "এই কিতাবে কোনো সন্দেহ নেই।"
- "যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, কুরআন তাদের জন্য হিদায়াত।"

৬. আমার আবিষ্কার (My Discovery)

আজ আমি নিজে আবিষ্কার করলাম—

□ لَا নাকারের অর্থ প্রকাশ করে।

□ فِي কোনো কিছুর "ভিতরে" বা "মধ্যে" অর্থ প্রকাশ করে।

□ لِ "জন্য" অর্থ প্রকাশ করে।

□ একটি পূর্ণ আয়াতের মধ্যেও আমি ইতিমধ্যে শেখা একাধিক শব্দ চিনতে পারছি।

পাঠ-৭: ব্যাকরণ আবিষ্কার: (Grammar Discovery Method)

১-১০ শব্দ

اقْرَأْ، ثُمَّ اكْتَشِفِ الْقَاعِدَةَ بِنَفْسِكَ

কুরআনের ভাষা থেকেই ভাষার নিয়ম আবিষ্কার করুন

এখন পর্যন্ত আপনি এই ইউনিটের শব্দ, বাক্য, সংলাপ, অনুচ্ছেদ, কুরআনিক আয়াতাংশ এবং পূর্ণ আয়াত অনুধাবন করেছেন। এবার সেই আয়াতগুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করুন। এই পাঠের উদ্দেশ্য কোনো ব্যাকরণিক সংজ্ঞা মুখস্থ করা নয়; বরং কুরআনের ভাষার পুনরাবৃত্ত ধরণ (Pattern) লক্ষ্য করে ভাষার মৌলিক নিয়ম নিজেই আবিষ্কার করা।

এই পাঠের উদ্দেশ্য (Learning Outcomes)

এই পাঠ শেষে আপনি—

✓ **ইসম (اسم)** — ব্যক্তি, বস্তু বা নাম নির্দেশক শব্দ চিনতে পারবেন।

✓ **ফি'ল (فعل)** — কাজ বা ক্রিয়া নির্দেশক শব্দ চিনতে পারবেন।

✓ **হারফ (حرف)** — শব্দের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করে এমন অব্যয় শনাক্ত করতে পারবেন।

✓ **জার ও মাজররের (حرف الجر + الاسم المجرور)** প্রাথমিক ব্যবহার কুরআনের আয়াত থেকেই আবিষ্কার করতে পারবেন।

✓ **শব্দের মৌলিক শ্রেণিবিভাগ (Basic Classification of Words)** বুঝতে পারবেন।

✓ **একটি সরল আরবি বাক্যের মৌলিক গঠন (Basic Structure of a Simple Arabic Sentence)** শনাক্ত করতে পারবেন।

এই পাঠ শেষে আপনি নিজেই আবিষ্কার করবেন—

- একটি আরবি বাক্য মূলত **ইসম (اسم), ফি'ল (فعل) এবং হারফ (حرف)**—এই তিন ধরনের শব্দ দিয়ে গঠিত।
- **مِنْ، فِي، عَلَى، لِ**-এর মতো হরফের পরে সাধারণত একটি **মাজরূর (مجرور)** শব্দ আসে।
- একই শব্দ কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে পুনরাবৃত্ত হয়ে ভাষার একটি নির্দিষ্ট ধরণ (Pattern) তৈরি করে।
- কুরআনের ভাষা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই ব্যাকরণের মৌলিক নিয়ম ধীরে ধীরে আবিষ্কার করা সম্ভব।

ব্যাকরণ আবিষ্কারের শিক্ষাসোপান

পর্যবেক্ষণ করুন (Observe)

↓

তুলনা করুন (Compare)

↓

চিন্তা করুন (Think)

↓

আবিষ্কার করুন (Discover)

↓

নিজের ভাষায় নিয়ম লিখুন (Write the Rule)

↓

যাচাই করুন (Verify)

↓

প্রয়োগ করুন (Apply)

১. শব্দের ধরন আবিষ্কার করুন (Discover the Types of Words)

নিচের শব্দগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখুন—

আরবি	পর্যবেক্ষণ
اللَّهُ	এটি কী বোঝাচ্ছে?
قَالَ	এটি কী বোঝাচ্ছে?
مِنْ	এটি দুটি শব্দের মধ্যে কী সম্পর্ক তৈরি করছে?
فِي	এটি কী অর্থ প্রকাশ করছে?
عَلَى	এটি কী অর্থ প্রকাশ করছে?
لَا	এটি বাক্যে কী পরিবর্তন এনেছে?

এখন নিজেই উত্তর দিন—

□ কোন শব্দ ব্যক্তি বা বস্তুর নাম?

□ কোন শব্দ কাজ বোঝায়?

□ কোন শব্দ দুটি শব্দের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করে?

নিজের আবিষ্কার লিখুন

.....

২. বাক্যের ধরণ আবিষ্কার করুন

(Discover Sentence Patterns)

নিচের বাক্যগুলো পর্যবেক্ষণ করুন—

هُوَ مِنَ اللَّهِ

هٰذَا مِنَ اللَّهِ

هُوَ عَلَى الْحَقِّ

هُوَ فِي الْبَيْتِ

এবার চিন্তা করুন—

□ কোন শব্দটি বাক্যের শুরুতে এসেছে?

□ কোন শব্দটি সম্পর্ক (From, In, On) প্রকাশ করছে?

□ একই ধরনের গঠন কি একাধিক বাক্যে দেখা যাচ্ছে?

আপনার পর্যবেক্ষণ লিখুন

.....

৩. হরফের প্রভাব আবিষ্কার করুন (Discover the Effect of Particles)

নিচের আয়াতাংশগুলো আবার পড়ুন—

مِنَ اللَّهِ

مِنْ رَبِّكَ

مِنْ رَبِّهِمْ

فِي الْأَرْضِ

فِي الْكِتَابِ

عَلَى الْحَقِّ

এবার নিজেই লক্ষ্য করুন—

□ مِنْ - এর পরে শব্দের শেষ কীভাবে এসেছে?

□ فِي - এর পরে কী লক্ষ্য করছেন?

□ عَلَى- এর পরে কী মিল দেখতে পাচ্ছেন?

নিজের ভাষায় লিখুন—

.....

দ্রষ্টব্য

মাজরূর সাধারণত জের (ـِ) দ্বারা প্রকাশিত হয়।

(এর বিস্তারিত নিয়ম পরবর্তী পাঠে শিখবেন।)

৪. ক্রিয়ার ধরণ আবিষ্কার করুন (Discover Verb Patterns)

নিচের শব্দগুলো দেখুন—

قَالَ

كَانَ

এখন উত্তর দিন—

□ দুটি শব্দই কি কোনো কাজ বোঝাচ্ছে?

□ এগুলো কি অতীতের ঘটনা প্রকাশ করছে?

□ এদের মধ্যে কী মিল রয়েছে?

নিজের পর্যবেক্ষণ লিখুন

.....

৫. পুনরাবৃত্ত ধরণ শনাক্ত করুন (Recognize Repeated Patterns)

বারবার পড়ুন—

مِنَ اللَّهِ

مِنْ رَبِّكَ

مِنْ رَبِّهِمْ

এখন বলুন—

□ مِنْ কি সব জায়গায় একই অর্থ বহন করছে?

□ এর পরে আসা শব্দগুলোর মধ্যে কী মিল রয়েছে?

□ আপনি কী নিয়ম অনুমান করতে পারছেন?

.....

৬. নিজের ভাষায় নিয়ম লিখুন

(Write the Rule)

কোনো ব্যাকরণ বই না দেখে নিজের ভাষায় লিখুন—

□ مِنْ সাধারণত কী বোঝায়?

□ فِي কী বোঝায়?

□ عَلَى কী বোঝায়?

□ لِ কী বোঝায়?

□ قَالَ কোন সময়ের কাজ বোঝায়?

□ كَانَ কোন সময় নির্দেশ করে?

আমার নিয়ম

.....

এখন কুরআন খুলে নিজেই খুঁজে বের করুন—

□ مِنْ - এর ৫টি উদাহরণ

□ فِي - এর ৫টি উদাহরণ

□ عَلَى - এর ৫টি উদাহরণ

□ قَالَ - এর ৫টি উদাহরণ

□ كَانَ - এর ৫টি উদাহরণ

প্রতিটি উদাহরণের পাশে—

- সূরা ও আয়াত নম্বর লিখুন।
- বাংলা অর্থ লিখুন।
- আপনি কী নিয়ম বুঝলেন, তা নিজের ভাষায় লিখুন।

আজ আমি কী আবিষ্কার করলাম?

(My Discovery Today)

১. .....

২. .....

৩. .....

কুরআন থেকে আমার প্রমাণ

.....

এই পাঠ শেষে আমার অর্জন

(Unit Learning Outcomes)

✓ আমি ইসম (নাম), ফে'ল (ক্রিয়া) ও হরফ (অব্যয়)-এর প্রাথমিক পার্থক্য নিজেই শনাক্ত করতে পারি।

✓ আমি কুরআনের পুনরাবৃত্ত ব্যবহার থেকে ভাষার ধরণ (Pattern) শনাক্ত করতে পারি।

✓ আমি হরফের ব্যবহার দেখে শব্দগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝতে পারি।

✓ আমি অতীতকাল নির্দেশক ক্রিয়ার প্রাথমিক ধারণা লাভ করেছি।

✓ আমি ব্যাকরণকে মুখস্থ নিয়ম হিসেবে নয়; বরং কুরআনের ভাষা পর্যবেক্ষণ করে আবিষ্কৃত জ্ঞান হিসেবে গ্রহণ করতে শিখেছি।

মনে রাখুন: এই পাঠে কোনো ব্যাকরণিক সংজ্ঞা মুখস্থ করার প্রয়োজন নেই। কুরআনের আয়াত পর্যবেক্ষণ করে ভাষার ধরণ (Pattern) নিজেই আবিষ্কার করাই এই পাঠের মূল উদ্দেশ্য। শিক্ষক কেবল পথনির্দেশক; আবিষ্কার করবে শিক্ষার্থী নিজেই।

পাঠ–৮ : শিক্ষার্থীর অনুশীলন

(Student Activities)

এই অনুশীলনগুলোর উদ্দেশ্য হলো শেখা শব্দ, বাক্যগঠন ও কুরআনিক ভাষাকে নিজের চিন্তা, ভাষা ও বাস্তব জীবনের সঙ্গে যুক্ত করা। প্রতিটি ইউনিট সম্পন্ন করার পর নিচের অনুশীলনগুলো ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করুন। নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমেই ভাষা ধীরে ধীরে আপনার স্বাভাবিক প্রকাশের অংশে পরিণত হবে—ইন শা আল্লাহ।

১. শব্দ চিনুন (Recognize the Words)

- নতুন শেখা শব্দগুলো চিহ্নিত করুন।
- প্রতিটি শব্দের বাংলা ও ইংরেজি অর্থ বলুন।
- শব্দগুলো ব্যবহার করে কুরআনিক আয়াতাংশ শনাক্ত করার চেষ্টা করুন।
- একই শব্দ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, তা পর্যবেক্ষণ করুন।

২. বাক্যে ব্যবহার করুন (Use in Sentences)

- প্রতিটি শব্দ দিয়ে অন্তত একটি নতুন বাক্য তৈরি করুন।
- শেখা শব্দগুলো বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহার করে অর্থ ও প্রয়োগের পরিবর্তন লক্ষ করুন।
- একই শব্দ ব্যবহার করে ছোট ও বড়—উভয় ধরনের বাক্য নির্মাণের অনুশীলন করুন।

৩. বাক্যসংলাপ তৈরি করুন (Create a Dialogue)

একই ভাবকে বিভিন্ন বাক্যরীতিতে প্রকাশের অনুশীলন করুন—

- হ্যাঁ-সূচক বাক্য (Affirmative)
- না-সূচক বাক্য (Negative)
- প্রশ্নবোধক বাক্য (Interrogative)
- না-সূচক প্রশ্নবোধক বাক্য (Negative Interrogative)

প্রয়োজনে ধীরে ধীরে নিচের বাক্যরীতিগুলোরও অনুশীলন করুন—

- আদেশসূচক বাক্য (Imperative)
- নিষেধসূচক বাক্য (Prohibitive)
- বিস্ময়সূচক বাক্য (Exclamatory)
- শর্তসূচক বাক্য (Conditional)
- এবং প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য বাক্যরীতি।

৪. নিজের ভাষা থেকে আরবিতে প্রকাশ করুন (Express Your Own Ideas)

প্রথমে বাংলায় একটি ছোট ভাব, অনুভূতি বা বক্তব্য লিখুন। এরপর শেখা শব্দ ব্যবহার করে সেটিকে আরবিতে প্রকাশ করার চেষ্টা করুন।

- প্রথমে একটি ছোট বাক্য লিখুন।
- এরপর ধাপে ধাপে নতুন শব্দ যোগ করে বাক্যটি সম্প্রসারণ করুন।
- পরে দুটি বা ততোধিক বাক্য মিলিয়ে একটি ছোট সংলাপ তৈরি করুন।
- সর্বশেষ একটি ছোট অনুচ্ছেদ লেখার চেষ্টা করুন।

এই অনুশীলনের মাধ্যমেই ভাষা কেবল মুখস্থের বিষয় না থেকে ধীরে ধীরে চিন্তা, অনুভূতি ও ভাব প্রকাশের স্বাভাবিক মাধ্যমে পরিণত হবে।

৫. ব্যাকরণিক ধরণ প্রয়োগ করুন (Apply the Grammar Pattern)

এই ইউনিটে শেখা ব্যাকরণিক ধরণ ব্যবহার করে নতুন উদাহরণ তৈরি করুন।

- একটি **فعل** (ক্রিয়া) নির্বাচন করুন।
- তার **فاعل** (কর্তা) নির্ধারণ করুন।
- একবচন ও বহুবচনের উদাহরণ লিখুন।
- **الَّذِي** ও **الَّذِينَ** ব্যবহার করে দুটি বাক্য লিখুন।
- কুরআন থেকে একই ধরনের আরও তিনটি আয়াতাংশ খুঁজে বের করুন।

৬. অন্যকে শেখানোর প্রস্তুতি নিন (Prepare to Teach Others)

- আজ কী শিখলেন—নিজের ভাষায় সংক্ষেপে লিখুন।
- শেখা বিষয় নিয়ে অন্তত পাঁচটি প্রশ্ন তৈরি করুন।
- প্রশ্নগুলোর উত্তর নিজে দিন অথবা সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করুন।
- চেষ্টা করুন শেখা বিষয়টি অন্য কাউকে সহজভাবে বুঝিয়ে বলতে।
- অন্যের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মাধ্যমে নিজের শেখা আরও দৃঢ় করুন।

এই পাঠ শেষে আমার অর্জন

(My Learning Outcomes)

✓ আমি নতুন শেখা শব্দগুলো চিনতে ও অর্থ বলতে পারি।

✓ আমি শেখা শব্দ ব্যবহার করে নতুন বাক্য ও সংলাপ তৈরি করতে পারি।

✓ আমি নিজের ভাষার ভাব আরবিতে প্রকাশ করার চেষ্টা করতে পারি।

✓ আমি কুরআনের ভাষা ব্যবহার করে ছোট অনুচ্ছেদ রচনা করতে পারি।

✓ আমি শেখা বিষয় অন্যকে শেখানোর জন্য প্রশ্ন তৈরি করতে এবং ব্যাখ্যা করতে পারি।

✓ আমি নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে কুরআনিক আরবি ব্যবহারে আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছি।

ইউনিট ২:

পাঠ- ১: শব্দ (Vocabulary Building) শব্দ ১১–২০

প্রথমে কুরআনের বহুলব্যবহৃত ১০টি শব্দ বাংলা ও ইংরেজি অর্থসহ শিখুন। এই শব্দগুলোই পুরো ইউনিটের ভাষাগত ভিত্তি।

১১	مَا	যা / যা কিছু	What / That which
১২	رَبٌّ	প্রতিপালক	Lord / Sustainer

১৩	مَنْ	যে / যে কেউ	Who / Whoever
১৪	بِ	দ্বারা / মাধ্যমে	By / With
১৫	إِلَىٰ	দিকে	To / Towards
১৬	إِنْ	যদি	If
১৭	إِلَّا	ব্যতীত / ছাড়া	Except
১৮	أَنْ	যে / যেন	That
১৯	آمَنَ	সে ঈমান আনল	He believed
২০	ذَٰلِكَ	তা / ঐ	That

পাঠ - ২: বাক্য নির্মাণ (Sentence Builder)

প্রতিটি অধ্যায়ে নতুন শেখা শব্দগুলো ব্যবহার করে সহজ আরবি বাক্য ধাপে ধাপে বড় করা হয়েছে। প্রতিটি নতুন বাক্যে আগের শেখা শব্দগুলোর সঙ্গে মাত্র একটি নতুন শব্দ বা গঠন যোগ হয়েছে।

আরবি	বাংলা	English
هُوَ رَبِّي.	তিনিই আমার রব।	He is my Lord.
هُوَ رَبِّي مِنَ اللَّهِ.	আমার রব আল্লাহর পক্ষ থেকে।	My Lord is from Allah.
مَنْ رَبُّكَ؟ هُوَ اللَّهُ.	তোমার রব কে? তিনি আল্লাহ।	Who is your Lord? He is Allah.

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ فَهُوَ عَلَى الْحَقِّ.	যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, সে সত্যের ওপর থাকে।	Whoever believes in Allah is upon the truth.
إِنْ آمَنْتَ بِاللَّهِ فَأَنْتَ عَلَى الْحَقِّ.	যদি তুমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো, তবে তুমি সত্যের ওপর আছ।	If you believe in Allah, you are upon the truth.
لَا رَبَّ إِلَّا اللَّهُ.	আল্লাহ ছাড়া কোনো রব নেই।	There is no Lord except Allah.
ذٰلِكَ رَبِّي.	তিনিই আমার রব।	That is my Lord.
ذٰلِكَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ.	এ সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে।	That is the one who believed in Allah.
مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ فَهُوَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.	যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, সে মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত।	Whoever believes in Allah is among the believers.
ذٰلِكَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَهُوَ عَلَى الْحَقِّ.	এ সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং সত্যের ওপর রয়েছে।	That is the one who believed in Allah and is upon the truth.

পাঠ–৩: সংলাপ নির্মাণ (Dialogue Builder)

আরবি	বাংলা	English
مَنْ رَبُّكَ؟	তোমার রব কে?	Who is your Lord?
رَبِّيَ اللَّهُ.	আমার রব আল্লাহ।	My Lord is Allah.
أَآمَنْتَ بِاللَّهِ؟	তুমি কি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছ?	Have you believed in Allah?
نَعَمْ، آمَنْتُ بِاللَّهِ.	হ্যাঁ, আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি।	Yes, I have believed in Allah.
أَلَمْ تُؤْمِنْ بِاللَّهِ؟	তুমি কি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনোনি?	Have you not believed in Allah?
بَلَى، آمَنْتُ بِاللَّهِ.	অবশ্যই, আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি।	Yes indeed, I have believed in Allah.
إِلَى أَيْنَ تَذْهَبُ؟	তুমি কোথায় যাচ্ছ?	Where are you going?
أَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ.	আমি মসজিদে যাচ্ছি।	I am going to the mosque.
مَا ذٰلِكَ؟	ওটা কী?	What is that?
ذٰلِكَ كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ.	ওটি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি কিতাব।	That is a Book from Allah.

পাঠ–৪: ছোট অনুচ্ছেদ (Paragraph Builder)

একই শব্দভাণ্ডার ব্যবহার করে একটি ছোট অনুচ্ছেদ পড়ুন। প্রথমে নিজে অর্থ বোঝার চেষ্টা করুন, তারপর বাংলা ও ইংরেজিতে অনুবাদ করুন। এভাবে ধীরে ধীরে আরবিতে চিন্তা করার এবং কুরআনের ভাষা স্বাভাবিকভাবে অনুধাবন করার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

اللَّهُ رَبُّ النَّاسِ. إِنَّ هٰذَا مِنْ رَبِّي. مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ. مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ فَقَدْ فَازَ. مَنْ آمَنَ بِرَبِّهِ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِ. إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. إِنْ آمَنْتَ بِاللَّهِ فَأَنْتَ عَلَى الْحَقِّ. لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ. أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ .ذٰلِكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ

পাঠ–৫ : কুরআনিক আয়াতাংশ অনুধাবন

(Qur'anic Phrase Comprehension) اقْرَأْ، ثُمَّ تَعَرَّفْ عَلَى لُغَةِ الْقُرْآنِ

শব্দ	আয়াতাংশ	বাংলা অর্থ	English	সূরা: আয়াত
رَبّ	رَبِّ الْعَالَمِينَ ◌َ	সকল জগতের প্রতিপালক	Lord of all worlds	আল-ফাতিহা ১:২
رَبّ	مِنْ رَبِّكَ	আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে	From your Lord	আল-বাকারা ২:১৪৭

مَا	مَا عِنْدَ اللَّهِ	আল্লাহর কাছে যা আছে	What is with Allah	আন-নাহল ১৬:৯৬
مَنْ	مَنْ آمَنَ	যে ঈমান এনেছে	Whoever believes	আল-বাকারা ২:৬২
بِ	آمَنُوا بِاللَّهِ	তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে	They believed in Allah	আল-বাকারা ২:১৩৬
إِلَى	إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ	আল্লাহর কাছেই প্রত্যাবর্তন	To Allah is the return	আলে ইমরান ৩:২৮
إِنْ	إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ	যদি তোমরা মুমিন হও	If you are believers	আল-মায়িদা ৫:২৩
إِلَّا	لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই	There is no deity except Allah	**সূরা মুহাম্মদ ৪৭: ১৯**
إِلَّا	إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ	আল্লাহর অনুমতি ছাড়া	Except by Allah's permission	আল-বাকারা ২:২৫৫
أَنْ	أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ	আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো	To believe in Allah	আল-হাদীদ ৫৭:৮

ذٰلِكَ	ذٰلِكَ الْكِتَابُ	সেটিই সেই কিতাব	That is the Book	আল-বাকারা ২:২

সংযুক্ত পাঠ (Connected Qur'anic Reading)

(اقْرَأْ، ثُمَّ تَعَرَّفْ عَلَى لُغَةِ الْقُرْآنِ): অনুবাদ করুন

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

পাঠ–৬ : পূর্ণ আয়াত অনুধাবন

(Complete Verse Comprehension)

ইউনিট–২ : আল্লাহর একত্ব ও সর্বময় কর্তৃত্ব

(Allah's Absolute Oneness and Sovereignty)

﴿اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾

(সূরা আল-বাকারা ২:২৫৫)

১. শেখা শব্দ শনাক্ত করুন (Recognize the Learned Words)

এই ইউনিটে শেখা শব্দগুলোর মধ্যে আয়াতে এসেছে—

✓ مَا

✓ مَنْ

✓ بِ

✓ إِلَّا
✓ ذٰلِكَ (ধারণাগতভাবে ইসমে ইশারার ব্যবহার পূর্বে শিখেছে)
এছাড়া পূর্বের ইউনিটের শব্দ—
✓ اللَّهُ
✓ لَا
✓ فِي

২. শব্দে-শব্দে অনুধাবন (Word Recognition)
এই আয়াতে লক্ষ্য করুন—

- لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
- مَنْ ذَا الَّذِي
- إِلَّا بِإِذْنِهِ
- بِشَيْءٍ
- إِلَّا بِمَا شَاءَ

এগুলোই আপনার শেখা শব্দগুলোর বাস্তব কুরআনিক ব্যবহার।

৩. সরল বাংলা অনুবাদ (Simple Translation)

আল্লাহ—তিনি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সমগ্র সৃষ্টিজগতের ধারক ও নিয়ন্ত্রক। তাঁকে তন্দ্রা বা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আসমানসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই তাঁর। তাঁর অনুমতি ছাড়া কে তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে? তিনি মানুষের সামনে ও পেছনের সবকিছু জানেন। মানুষ তাঁর জ্ঞানের কিছুই আয়ত্ত করতে পারে না, তিনি যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া। তাঁর কুরসি আসমানসমূহ ও পৃথিবীকে পরিব্যাপ্ত করে আছে। এগুলো সংরক্ষণ করা তাঁকে ক্লান্ত করে না। তিনি সর্বোচ্চ, মহান।

আয়াতের নূর (Light of the Verse)

মূল শিক্ষা

(Key Lesson)

আল্লাহ একক, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ এবং সমগ্র সৃষ্টি জগতের একমাত্র অধিপতি। তাঁর অনুমতি ছাড়া কিছুই সংঘটিত হয় না।

ভাবনা

(Reflection)

নিজেকে প্রশ্ন করুন—

- আমি কি আল্লাহর একত্বে পূর্ণ বিশ্বাস রাখি?
- আমি কি প্রতিদিন আয়াতুল কুরসি বুঝে পড়ার চেষ্টা করি?
- আমার ভয়, আশা ও নির্ভরতা কি একমাত্র আল্লাহর ওপর?

আমল

(Application)

আজ থেকে আমি সংকল্প করছি—

✓ প্রতিদিন অর্থ বুঝে আয়াতুল কুরসি পড়ব।

✓ আল্লাহর ওপর আরও দৃঢ়ভাবে ভরসা করব।

✓ জীবনের প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহর নির্দেশনার ওপর নির্ভর করব।

✓ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ওপর চূড়ান্ত নির্ভরতা স্থাপন করব না।

আজ আমি কী শিখলাম?

(My Learning Today)

আজ আমি শিখলাম—

✓ আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই।

✓ সমগ্র বিশ্বজগতের মালিক একমাত্র আল্লাহ।

✓ আল্লাহ সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান।

✓ আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ সুপারিশ করতে পারে না।

✓ আল্লাহর জ্ঞান ও ক্ষমতা সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে।

পাঠ–৭ : ব্যাকরণ আবিষ্কার

(Grammar Discovery)

ইউনিট–২ : ক্রিয়া ও কর্তা—কাজ কে করল?

(Verb and Subject)

এই পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাকরণের সংজ্ঞা মুখস্থ করা নয়; বরং কুরআনের আয়াত পর্যবেক্ষণ করে **ক্রিয়া (فعل)**, **কর্তা (فاعل)**, **সর্বনাম (ضمير)**, **ইসমে মাউসূল (اسم موصول)** এবং **একবচন–বহুবচনের ব্যবহার** নিজেই আবিষ্কার করা।

ব্যাকরণ আবিষ্কারের শিক্ষাসোপান

পর্যবেক্ষণ করুন (Observe) → তুলনা করুন (Compare) → চিন্তা করুন (Think) → ব্যাকরণিক নিয়ম আবিষ্কার করুন (Discover the Rule) → নিজের ভাষায় সূত্র লিখুন (Write the Rule) → যাচাই করুন (Verify) → প্রয়োগ করুন (Apply)

১. পর্যবেক্ষণ করুন (Observe)

নিচের কুরআনিক আয়াতাংশগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ুন—

- قَالَ اللَّهُ

- قَالَ رَبُّكَ
- الَّذِينَ آمَنُوا
- الَّذِينَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

লক্ষ্য করুন—

- কোন শব্দটি কাজ (ক্রিয়া) বোঝাচ্ছে?
- কে সেই কাজটি করছে?
- কোন শব্দটি ব্যক্তি বা দলকে নির্দেশ করছে?

২. তুলনা করুন (Compare)

এখন আয়াতাংশগুলো পাশাপাশি তুলনা করুন।

আয়াতাংশ	কী লক্ষ্য করলেন?
قَالَ اللَّهُ	ক্রিয়ার পরে কর্তা এসেছে।
قَالَ رَبُّكَ	একই ক্রিয়া, কিন্তু কর্তা ভিন্ন।
الَّذِينَ آمَنُوا	ইসমে মাউসূলের পরে বহুবচন ক্রিয়া এসেছে।
الَّذِينَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ	একই ধরণ পুনরাবৃত্ত হয়েছে।

৩. চিন্তা করুন (Think)

এখন নিজেই উত্তর খুঁজে বের করুন—

- قَالَ— কে বললেন?
- قَالَ— দ্বিতীয় উদাহরণে কে বললেন?
- الَّذِينَ কাদের বোঝাচ্ছে?

- آمَنُوا কেন **বহুবচন**?
- عَمِلُوا কেন **বহুবচন**?
- الَّذِينَ যদি একবচন হতো, তাহলে কি آمَنَ ব্যবহার হতো?

৪. ব্যাকরণিক নিয়ম আবিষ্কার করুন

(Discover the Rule)

পর্যবেক্ষণ ও তুলনার ভিত্তিতে নিজের ভাষায় সম্ভাব্য নিয়ম লিখুন।

ভাবুন—

- **ফি'ল (ক্রিয়া)** সাধারণত কী বোঝায়?
- **ফা'ইল (কর্তা)** কোথায় এসেছে?
- **ক্রিয়া কি কর্তার সঙ্গে মিল রেখে পরিবর্তিত হয়েছে?**
- **ইসমে মাউসূলের পরে ক্রিয়ার রূপ কেন পরিবর্তিত হয়েছে?**

৫. নিজের ভাষায় সূত্র লিখুন

(Write the Rule)

এক বা দুই লাইনে নিজের ভাষায় লিখুন—

আমার সূত্র:

.....

.....

---

৬. আরও আয়াতে যাচাই করুন

(Verify)

এখন কুরআনে একই ধরণের আরও উদাহরণ খুঁজে বের করুন।

উদাহরণ—

- قَالَ مُوسَىٰ
- قَالَ عِيسَى
- الَّذِينَ كَفَرُوا
- الَّذِينَ هَاجَرُوا

দেখুন, আপনার আবিষ্কৃত নিয়ম এখানেও প্রযোজ্য কি না।

৭. প্রয়োগ করুন

(Apply)

এখন নিজেই অনুরূপ বাক্য তৈরি করুন।

যেমন—

- .....
- .....
- .....

অথবা কুরআন থেকে একই ধরনের আরও দুটি আয়াতাংশ লিখুন।

আমি কী আবিষ্কার করলাম?

আজ আমি শিখলাম—

.....

.....

কোন আয়াত থেকে শিখলাম?

.....

আমার সূত্র

.....

.....

শিক্ষার্থীর প্রত্যাশিত আবিষ্কার

✓ **فعل** (ক্রিয়া) কাজ বোঝায়।

✓ **فاعل** (কর্তা) সেই কাজের সম্পাদনকারী।

✓ **ক্রিয়া ও কর্তার মধ্যে সম্পর্ক থাকে।**

✓ **الَّذِينَ** বহুবচন নির্দেশ করে।

✓ **الَّذِينَ**-এর পরে সাধারণত **বহুবচন ক্রিয়া** আসে।

✓ **একবচন ও বহুবচনের সঙ্গে ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তিত হয়।**

মনে রাখুন: এই পাঠে কোনো ব্যাকরণিক সংজ্ঞা মুখস্থ করার প্রয়োজন নেই। কুরআনের আয়াত পর্যবেক্ষণ করে ভাষার ধরণ (Pattern) নিজেই আবিষ্কার করাই এই পাঠের মূল উদ্দেশ্য। শিক্ষক কেবল পথনির্দেশক; আবিষ্কার করবে শিক্ষার্থী নিজেই।

পাঠ–৮ : শিক্ষার্থীর অনুশীলন (Student Activities)

এই অনুশীলনগুলোর উদ্দেশ্য হলো শেখা শব্দ, বাক্য, সংলাপ, অনুচ্ছেদ, কুরআনিক আয়াতাংশ, পূর্ণ আয়াত এবং ব্যাকরণিক ধরণকে (Pattern) বাস্তব ভাষা-ব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত করা। প্রতিটি ইউনিট সম্পন্ন করার পর নিচের অনুশীলনগুলো ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করুন।

✓ শব্দগুলো চিনুন এবং তাদের বাংলা ও ইংরেজি অর্থ বলুন।

✓ শেখা শব্দ ব্যবহার করে নতুন বাক্য তৈরি করুন।

✓ বিভিন্ন ধরনের সংলাপ নির্মাণ করুন।

✓ নিজের ভাষা থেকে আরবিতে ভাব প্রকাশ করুন।

✓ কুরআন থেকে একই ধরনের আরও উদাহরণ সংগ্রহ করুন।

✓ শেখা ব্যাকরণিক ধরণ নতুন বাক্যে প্রয়োগ করুন।

✓ শেখা বিষয় অন্য কাউকে শেখানোর চেষ্টা করুন।

ইউনিট ৩:

পাঠ- ১: শব্দ ২১–৩০

প্রথমে কুরআনের বহুলব্যবহৃত ১০টি শব্দ বাংলা ও ইংরেজি অর্থসহ শিখুন। এই শব্দগুলোই ইউনিটের ভাষাগত ভিত্তি।

২১	عَنْ	থেকে / সম্পর্কে	From / About
২২	هُوَ	সে / তিনি	He
২৩	أَرْضٌ	যমিন / পৃথিবী	Earth / Land
২৪	إِذَا	যখন	When
২৫	قَدْ	নিশ্চয়ই / ইতোমধ্যে	Indeed / Already
২৬	يَوْمٌ	দিন	Day
২৭	قَوْمٌ	জাতি / দল	People / Nation
২৮	آيَةٌ	নিদর্শন / আয়াত	Sign / Verse
২৯	عَلِمَ	সে জানল	He knew
৩০	هُمْ	তারা	They

পাঠ–২ : বাক্য নির্মাণ (Sentence Builder): শব্দ ২১–৩০

প্রতিটি নতুন বাক্যে পূর্বের শেখা শব্দগুলোর সঙ্গে একটি নতুন শব্দ বা গঠন যোগ হয়েছে। ধাপে ধাপে বাক্যের গঠন, অর্থ এবং ভাষার ধরণ (Pattern) লক্ষ করুন।

আরবি	বাংলা	English
هٰذِهِ أَرْضٌ.	এটি একটি যমিন।	This is a land.

هٰذِهِ أَرْضُ اللَّهِ.	এটি আল্লাহর যমিন।	This is the land of Allah.
هُوَ رَبُّ الْعَالَمِينَ.	তিনিই সমগ্র জগতের রব।	He is the Lord of the worlds.
هُمْ فِي أَرْضِ اللَّهِ.	তারা আল্লাহর যমিনে আছে।	They are in the land of Allah.
فِي الْأَرْضِ قَوْمٌ صَالِحُونَ.	পৃথিবীতে সৎ এক জাতি আছে।	On the earth there is a righteous people.
إِذَا جَاءَتْ آيَةٌ مِنَ اللَّهِ آمَنُوا بِهَا.	যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন আসে, তখন তারা তাতে ঈমান আনে।	When a sign comes from Allah, they believe in it.
قَدْ عَلِمَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ هٰذَا الْحَقُّ.	যারা ঈমান এনেছে, তারা জেনে গেছে যে এটিই সত্য।	Those who believed have known that this is the truth.
ذٰلِكَ يَوْمٌ عَظِيمٌ.	সেটি এক মহাসম্মানিত দিন।	That is a great day.
هُمْ لَا يَغْفُلُونَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ.	তারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ থেকে গাফিল হয় না।	They do not neglect the signs of Allah.
إِذَا جَاءَ يَوْمُ الْحِسَابِ عَلِمَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ.	যখন হিসাবের দিন আসবে, তখন ঈমানদাররা জানতে পারবে যে সত্য আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে।	When the Day of Judgment comes, the believers will know that the truth is from Allah.

এই পাঠে শিক্ষার্থী স্বাভাবিকভাবে যা আবিষ্কার করবে

- ✓ هُوَ= তিনি / সে
- ✓ هُمْ= তারা
- ✓ هٰذَا / هٰذِهِ / ذٰلِكَ= ইসমে ইশারা (Demonstrative Pronouns)
- ✓ مبتدأ + خبر(Nominal Sentence)
- ✓ المرفوع(মারফূ) শব্দের ব্যবহার
- ✓ إِذَا দ্বারা শর্তমূলক বা সময়সূচক বাক্যের সূচনা
- ✓ قَدْ অতীত ক্রিয়ার সঙ্গে ব্যবহৃত হলে অর্থে জোর বা সম্পন্ন হওয়ার ধারণা দেয়

পাঠ–৩ : সংলাপ নির্মাণ (Dialogue Builder): শব্দ ২১–৩০

একই শব্দভাণ্ডার ব্যবহার করে বাস্তব কথোপকথনের অনুশীলন করুন। ধাপে ধাপে হ্যাঁ-সূচক, না-সূচক, প্রশ্নবোধক, না-সূচক প্রশ্নবোধক এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বাক্যরীতি আয়ত্ত করুন।

আরবি	বাংলা	English
أَ هٰذِهِ أَرْضُ اللَّهِ؟	এটি কি আল্লাহর যমিন?	Is this the land of Allah?
نَعَمْ، هٰذِهِ أَرْضُ اللَّهِ.	হ্যাঁ, এটি আল্লাহর যমিন।	Yes, this is the land of Allah.
أَ هُوَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟	তিনিই কি সমগ্র জগতের রব?	Is He the Lord of the worlds?

نَعَمْ، هُوَ رَبُّ الْعَالَمِينَ.	হ্যাঁ, তিনিই সমগ্র জগতের রব।	Yes, He is the Lord of the worlds.
أَ هُمْ فِي أَرْضِ اللَّهِ؟	তারা কি আল্লাহর যমিনে আছে?	Are they in the land of Allah?
نَعَمْ، هُمْ فِي أَرْضِ اللَّهِ.	হ্যাঁ, তারা আল্লাহর যমিনে আছে।	Yes, they are in the land of Allah.
أَ لَيْسَ ذٰلِكَ يَوْمًا عَظِيمًا؟	সেটি কি মহান দিন নয়?	Is that not a great day?
بَلَى، ذٰلِكَ يَوْمٌ عَظِيمٌ.	অবশ্যই, সেটি এক মহান দিন।	Yes indeed, that is a great day.
إِذَا جَاءَتْ آيَةٌ، مَاذَا يَفْعَلُونَ؟	যখন একটি নিদর্শন আসে, তখন তারা কী করে?	When a sign comes, what do they do?
قَدْ آمَنُوا بِهَا، وَعَلِمُوا أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ.	তারা তাতে ঈমান আনে এবং জেনে নেয় যে এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে।	They believe in it and know that it is from Allah.

এই সংলাপে শিক্ষার্থী স্বাভাবিকভাবে যা শিখবে

✓ প্রশ্নবোধক বাক্য (Interrogative)

✓ হ্যাঁ-সূচক উত্তর (Affirmative Response)

✓ না-সূচক প্রশ্ন (Negative Interrogative)

✓ بَلَى-এর সঠিক ব্যবহার

✓ هُوَও هُمْ-এর ব্যবহার

✓ هٰذِهِও ذٰلِكَ(ইসমে ইশারা)

✓ إِذَا দ্বারা সময়সূচক বাক্য

✓ قَدْ-এর ব্যবহার

পাঠ–৪ : ছোট অনুচ্ছেদ (Paragraph Builder): শব্দ ২১–৩০

একই শব্দভাণ্ডার ব্যবহার করে ছোট অনুচ্ছেদ পড়ুন, অনুবাদ করুন এবং ধীরে ধীরে আরবিতে চিন্তা করার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

هٰذِهِ أَرْضُ اللَّهِ، وَهُوَ رَبُّهَا. هُمْ فِي أَرْضِ اللَّهِ. إِذَا جَاءَتْ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ، قَدْ عَلِمُوا الْحَقَّ فَآمَنُوا بِهِ. ذٰلِكَ يَوْمٌ عَظِيمٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. وَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ فَهُوَ عَلَى الْحَقِّ، وَلَا يَغْفُلُ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ.

সরল বাংলা অনুবাদ

এটি আল্লাহর যমিন, এবং তিনিই এর প্রতিপালক। তারা আল্লাহর যমিনে অবস্থান করছে। যখন তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন আসে, তখন তারা সত্য জানতে পারে এবং তাতে ঈমান আনে। সেটি মুমিনদের জন্য এক মহান দিন। আর যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, সে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং আল্লাহর নিদর্শনসমূহ থেকে গাফিল হয় না।

English Translation

This is the land of Allah, and He is its Lord. They are in the land of Allah. When a sign comes to them from their Lord,

they come to know the truth and believe in it. That is a great day for the believers. Whoever believes in Allah is upon the truth and does not neglect the signs of Allah.

পাঠ–৫ : কুরআনিক আয়াতাংশ অনুধাবন (Qur'anic Phrase Comprehension)

শব্দ ২১–৩০

চূড়ান্ত একাডেমিক কাঠামো

প্রতিটি ইউনিটে একই শিক্ষানীতি অনুসরণ করা হয়েছে—

শব্দ → আয়াতাংশ → ব্যাকরণ → আবিষ্কার

অর্থাৎ, আয়াতাংশগুলো কেবল শব্দ শেখানোর জন্য নয়; বরং এমনভাবে নির্বাচিত হয়েছে, যাতে একই আয়াতাংশ থেকে শিক্ষার্থী একসঙ্গে তিনটি বিষয় শিখতে পারে—

✓ নতুন শব্দ

✓ কুরআনে শব্দের প্রকৃত ব্যবহার

✓ ব্যাকরণিক ধরণ (Pattern) আবিষ্কার (পাঠ–৭)

কৃত্রিম বাক্যের পরিবর্তে কুরআনের বাস্তব আয়াতাংশের মাধ্যমে শব্দগুলোর ব্যবহার শিখুন। প্রতিটি আয়াতাংশের সঙ্গে সূরা ও আয়াত নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে মূল কুরআনে সহজে খুঁজে পড়া যায়।

اقْرَأْ، ثُمَّ تَعَرَّفْ عَلَى لُغَةِ الْقُرْآنِ

(পড়ুন, তারপর কুরআনের ভাষাকে চিনুন)

কুরআনিক আয়াতাংশ	বাংলা অর্থ	English	সূরা : আয়াত
إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ	নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।	Indeed, Allah is Powerful over everything.	আল-বাকারাহ ২:২০
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ।	Allah is All-Knowing of everything.	আল-বাকারাহ ২:২৮২
لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ	আসমানসমূহ ও পৃথিবীর সার্বভৌম কর্তৃত্ব তাঁরই।	To Him belongs the dominion of the heavens and the earth.	আল-হাদীদ ৫৭:২
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ	নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকিদের ভালোবাসেন।	Indeed, Allah loves the God-conscious.	আলে ইমরান ৩:৭৬
اللَّهُ أَحَدٌ	আল্লাহ একক।	Allah is One.	আল-ইখলাস ১১২:১
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ	তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি।	He neither begets nor is born.	আল-ইখলাস ১১২:৩

وَالْعَصْرِ	সময়ের শপথ।	By Time.	আল-আসর ১০৩:১
إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ	নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।	Indeed, mankind is in loss.	আল-আসর ১০৩:২

পর্যবেক্ষণ করুন (Observe):

উপরের আয়াতাংশগুলোতে এই ইউনিটে শেখা শব্দগুলো (যেমন: هُوَ، عَلَى، فِي، قَدْ، إِنَّ ইত্যাদি) খুঁজে বের করুন। এরপর চিন্তা করুন—একই শব্দ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই পর্যবেক্ষণই আপনাকে পরবর্তী পাঠ–৭: ব্যাকরণ আবিষ্কার (Grammar Discovery)-এর জন্য প্রস্তুত করবে।

পাঠ–৬: পূর্ণ আয়াত অনুধাবন (Complete Verse Comprehension)

ইউনিট–৩ : সূরা আল-ইখলাস (বিশুদ্ধ তাওহীদ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

(সূরা আল-ইখলাস ১–৪)

১. শব্দে-শব্দে অর্থ (Word-by-Word Meaning)

আরবি	বাংলা	English
قُلْ	বলুন	Say
هُوَ	তিনি	He
اللَّهُ	আল্লাহ	Allah
أَحَدٌ	একক, অদ্বিতীয়	One
اللَّهُ	আল্লাহ	Allah
الصَّمَدُ	অমুখাপেক্ষী, সকলের আশ্রয়	The Eternal Refuge
لَمْ	না (অতীত অস্বীকৃতি)	Did not
يَلِدْ	জন্ম দেন	Beget
وَلَمْ	এবং না	And did not
يُولَدْ	জন্মগ্রহণ করেন	Be born
وَلَمْ	এবং না	And not
يَكُنْ	হন	Be
لَّهُ	তাঁর জন্য	For Him
كُفُوًا	সমতুল্য	Equal
أَحَدٌ	কেউ	Anyone

২. শেখা শব্দগুলো চিহ্নিত করুন (Recognize the Learned Words)

এই ইউনিটে শেখা শব্দগুলোর মধ্যে—

✓ هُوَ

✓ اللَّهُ

এছাড়া পূর্ববর্তী ইউনিট থেকে—

✓ لِ → لَّهُ

✓ لَا-এর নাকারের ধারণা (لَمْ-এর মাধ্যমে নতুন রূপ)

পরবর্তী ইউনিটে আপনি আরও শিখবেন—

- الصَّمَدُ
- أَحَدٌ
- كُفُوًا
- يَلِدْ
- يُولَدْ

৩. আয়াতের অর্থ অনুধাবন (Comprehension)

সরল বাংলা অনুবাদ

বলুন, তিনিই আল্লাহ, একক।

আল্লাহ অমুখাপেক্ষী।

তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি।

আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

৪. প্রসঙ্গ (Context)

এই সূরাটি আল্লাহর একত্ব (তাওহীদ)-এর সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণাঙ্গ ঘোষণা।

এতে আল্লাহর পরিচয়, তাঁর একত্ব, অমুখাপেক্ষিতা এবং সৃষ্টিজগত থেকে তাঁর পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করা হয়েছে।

৫. আয়াতের নূর (Light of the Verse)

এই সূরা আমাদের শেখায়—

- আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়।
- তিনি কারও সন্তান নন।
- তাঁর কোনো সন্তান নেই।
- তাঁর সমকক্ষ, সমতুল্য বা অংশীদার কেউ নেই।

এ কারণেই সূরা আল-ইখলাসকে বিশুদ্ধ তাওহীদের ঘোষণা বলা হয়।

৬. মূল শিক্ষা (Key Lesson)

✓ আল্লাহ্ একমাত্র উপাস্য।

✓ সব সৃষ্টি তাঁর মুখাপেক্ষী।

✓ তিনি কারও মতো নন।

✓ তাওহীদের ভিত্তি হলো আল্লাহকে তাঁর যথার্থ মর্যাদায় জানা।

৭. ভাবনা (Reflection)

নিজেকে প্রশ্ন করুন—

- আমি কি আল্লাহকে একমাত্র উপাস্য হিসেবে বিশ্বাস করি?
- আমার ইবাদত কি কেবল আল্লাহ্র জন্য?
- আমার জীবনের সিদ্ধান্তে কি তাওহীদের প্রভাব রয়েছে?
- আমি কি অন্যদের কাছেও এই তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছে দিই?

---

৮. আমল (Application)

আজ থেকে আমি—

✓ সকল ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য করব।

✓ শিরকের সব রূপ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করব।

✓ প্রতিদিন সূরা আল-ইখলাস অর্থসহ পড়ব।

✓ আল্লাহর একত্বের শিক্ষা পরিবার ও সমাজে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব।

আমার পর্যবেক্ষণ

এই সূরায় আমি লক্ষ্য করলাম—

□ هُوَ দিয়ে বাক্য শুরু হয়েছে।

□ اللَّهُ মারফূ অবস্থায় এসেছে।

□ أَحَدٌ খবর হিসেবে এসেছে।

□ একই সূরায় আল্লাহর একত্ব বিভিন্ন বাক্যের মাধ্যমে পুনরায় জোর দিয়ে বলা হয়েছে।

পাঠ–৭ : ব্যাকরণ আবিষ্কার (Grammar Discovery Method)

ইউনিট–৩ : মারফূ (الرفع) — বাক্যের মূল অংশ

(The Core of the Nominal Sentence)

এই ইউনিটে কী শিখবে?

✓ মুবতাদা (المبتدأ)

✓ খবর (الخبر)

✓ মারফূ (المرفوع)

✓ هُوَ

✓ هُمْ

✓ اسم الإشارة (ইসমে ইশারা)

✓ كان (প্রাথমিক পরিচয়)

কুরআন থেকেই কী আবিষ্কার করবে?

هُوَ اللَّهُ

اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ

كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

ব্যাকরণ আবিষ্কারের ধাপ

পর্যবেক্ষণ করুন (Observe) → তুলনা করুন (Compare) → চিন্তা করুন (Think) → ব্যাকরণিক নিয়ম আবিষ্কার করুন (Discover the Rule) → নিজের ভাষায় সূত্র লিখুন (Write the Rule) → যাচাই করুন (Verify) → প্রয়োগ করুন (Apply)

১. পর্যবেক্ষণ করুন (Observe)

উপরের আয়াতাংশগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ুন।

কোন শব্দগুলো বারবার এসেছে এবং কোনগুলো পরিবর্তিত হয়েছে—তা লক্ষ্য করুন।

২. তুলনা করুন (Compare)

এখন নিচের আয়াতাংশগুলোর মধ্যে মিল ও অমিল খুঁজুন—

- هُوَ اللَّهُ
- اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

- ذٰلِكَ الْكِتَابُ
- كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

৩. চিন্তা করুন (Think)

নিজেকে প্রশ্ন করুন—

- **هُوَ**–এর পরে কোন শব্দ এসেছে?
- **اللَّهُ**–এর পরে **غَفُورٌ**কেন এসেছে?
- **ذٰلِكَ**–এর পরে **الْكِتَابُ**কেন এসেছে?
- **اللَّهُ**এবং **الْكِتَابُ**—উভয়ের শেষের হরকত কী?
- **كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا**–এ **غَفُورًا**–এর হরকত আগের উদাহরণ থেকে কেন ভিন্ন?
- এখানে **كان**কী পরিবর্তন এনেছে?

৪. ব্যাকরণিক নিয়ম আবিষ্কার করুন (Discover the Rule)

উপরের উদাহরণগুলো দেখে নিজের ভাষায় সম্ভাব্য নিয়ম লিখুন।

উদাহরণস্বরূপ—

- বাক্যের শুরুতে কোন শব্দ এসেছে?
- কোন শব্দটি সেই সম্পর্কে তথ্য দিচ্ছে?
- কোন শব্দগুলো সাধারণত **পেশ (ـُ)** নিয়ে এসেছে?

৫. নিজের ভাষায় সূত্র লিখুন (Write the Rule)

এক বা দুই লাইনে নিজের ভাষায় লিখুন—

.....

.....

৬. যাচাই করুন (Verify)

এখন কুরআনের আরও কয়েকটি আয়াত খুঁজে দেখুন—

- اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
- اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
- هُوَ اللَّهُ
- ذَٰلِكَ الْكِتَابُ

আপনার আবিষ্কৃত নিয়ম সব জায়গায় সত্য কি না যাচাই করুন।

৭. প্রয়োগ করুন (Apply)

এখন একই গঠনে নিজে দুটি নতুন বাক্য লিখুন।

১. .....

২. .....

আমি কী আবিষ্কার করলাম?

আজ আমি শিখলাম—

১. .....

২. .....

৩. .....

কোন আয়াত থেকে শিখলাম?

.....

আমার সূত্র

.....

.....

মনে রাখুন: এই পাঠে কোনো ব্যাকরণিক সংজ্ঞা মুখস্থ করার প্রয়োজন নেই। কুরআনের আয়াত পর্যবেক্ষণ করে ভাষার ধরণ (Pattern) নিজেই আবিষ্কার করাই এই পাঠের মূল উদ্দেশ্য। শিক্ষক কেবল পথনির্দেশক; আবিষ্কার করবে শিক্ষার্থী নিজেই।

পাঠ–৮ : শিক্ষার্থীর অনুশীলন (Student Activities)

এই অনুশীলনগুলোর উদ্দেশ্য হলো শেখা শব্দ, বাক্য, সংলাপ, অনুচ্ছেদ, কুরআনিক আয়াতাংশ, পূর্ণ আয়াত এবং ব্যাকরণিক ধরণকে (Pattern) বাস্তব ভাষা-ব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত করা। প্রতিটি ইউনিট সম্পন্ন করার পর নিচের অনুশীলনগুলো ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করুন।

✓ শব্দগুলো চিনুন এবং তাদের বাংলা ও ইংরেজি অর্থ বলুন।
✓ শেখা শব্দ ব্যবহার করে নতুন বাক্য তৈরি করুন।
✓ বিভিন্ন ধরনের সংলাপ নির্মাণ করুন।
✓ নিজের ভাষা থেকে আরবিতে ভাব প্রকাশ করুন।
✓ কুরআন থেকে একই ধরনের আরও উদাহরণ সংগ্রহ করুন।
✓ শেখা ব্যাকরণিক ধরণ নতুন বাক্যে প্রয়োগ করুন।
✓ শেখা বিষয় অন্য কাউকে শেখানোর চেষ্টা করুন।

ইউনিট ৪

পাঠ- ১: শব্দ (Vocabulary Building): শব্দ

প্রথমে কুরআনের বহুলব্যবহৃত ১০টি শব্দ বাংলা ও ইংরেজি অর্থসহ শিখুন। এই শব্দগুলোই ইউনিটের ভাষাগত ভিত্তি।

৩১	كُلٌّ	সকল / প্রত্যেক	All / Every
৩২	لَمْ	না (অতীত)	Did not
৩৩	ثُمَّ	অতঃপর	Then
৩৪	جَعَلَ	সে বানাল	He made
৩৫	رَسُولٌ	রাসূল	Messenger
৩৬	عَذَابٌ	শাস্তি	Punishment
৩৭	سَمَاءٌ	আকাশ	Sky / Heaven
৩৮	نَفْسٌ	প্রাণ / ব্যক্তি	Soul / Self
৩৯	كَفَرَ	সে অস্বীকার করল	He disbelieved
৪০	شَيْءٌ	বস্তু / কিছু	Thing

পাঠ–২ : বাক্য নির্মাণ (Sentence Builder): শব্দ ৩১–৪০

প্রতিটি নতুন বাক্যে পূর্বে শেখা শব্দগুলোর সঙ্গে একটি নতুন শব্দ বা নতুন গঠন যুক্ত হয়েছে। এভাবে শিক্ষার্থী ধাপে ধাপে বাক্য নির্মাণের দক্ষতা অর্জন করবে।

العربية	বাংলা	English
كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ.	প্রত্যেক প্রাণ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।	Every soul shall taste death.
إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.	নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।	Indeed, Allah is Powerful over everything.

ثُمَّ جَعَلَ اللَّهُ الْأَرْضَ مِهَادًا.	অতঃপর আল্লাহ পৃথিবীকে বাসোপযোগী করেছেন।	Then Allah made the earth a resting place.
جَاءَ رَسُولٌ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ.	আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রাসূল সত্য নিয়ে এসেছেন।	A Messenger came with the truth from Allah.
مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ.	যে আল্লাহকে অস্বীকার করে, তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।	Whoever disbelieves in Allah will have a painful punishment.
السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ.	আকাশ ও পৃথিবী আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত।	The heaven and the earth are among the signs of Allah.
إِنَّ الرَّسُولَ بَلَّغَ رِسَالَةَ اللَّهِ.	নিশ্চয়ই রাসূল আল্লাহর বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন।	Indeed, the Messenger conveyed Allah's message.
كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ بِقَدَرٍ.	প্রত্যেক বস্তু আল্লাহর কাছে নির্ধারিত পরিমাপে রয়েছে।	Everything with Allah is by due measure.
لَمْ يَكْفُرْ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ.	যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, সে কুফরি করেনি।	Whoever believed in Allah and His Messenger did not disbelieve.
إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْقُرْآنَ هُدًى لِلنَّاسِ، وَفِيهِ بَيَانُ كُلِّ شَيْءٍ.	নিশ্চয়ই আল্লাহ কুরআনকে মানুষের জন্য হিদায়াত করেছেন, এবং এতে প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে।	Indeed, Allah made the Qur'an a guidance for mankind, and in it is clarification of everything.

এই পাঠে শিক্ষার্থী অজান্তেই যা শিখবে

✓ كُلُّ-এর ব্যবহার
✓ إِنَّ দ্বারা নাসবের সূচনা
✓ خبر إِنَّ ও اسم إِنَّ
✓ جَعَلَ-এর পরে **মাফউল বিহি (المفعول به)**
✓ رَسُولٌ
✓ عَذَابٌ
✓ سَمَاءٌ
✓ نَفْسٌ
✓ كَفَرَ
✓ شَيْءٌ

পাঠ–৩ : সংলাপ নির্মাণ (Dialogue Builder): শব্দ ৩১–৪০

একই শব্দ ব্যবহার করে বাস্তব কথোপকথনের অনুশীলন করুন। ধাপে ধাপে হ্যাঁ-সূচক, না-সূচক, প্রশ্নবোধক, না-সূচক প্রশ্নবোধক এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বাক্যরীতি আয়ত্ত করুন।

العربية	বাংলা	English
أَكُلُّ النَّاسِ آمَنُوا بِاللَّهِ؟	সব মানুষ কি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে?	Have all people believed in Allah?
لَا، لَمْ يُؤْمِنْ كُلُّ النَّاسِ.	না, সব মানুষ ঈমান আনেনি।	No, not all people have believed.
مَنْ جَعَلَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ؟	আকাশ ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন?	Who made the heaven and the earth?

اللَّهُ جَعَلَهُمَا آيَةً لِلنَّاسِ.	আল্লাহ এগুলোকে মানুষের জন্য নিদর্শন করেছেন।	Allah made them signs for mankind.
أَجَاءَ رَسُولٌ بِالْحَقِّ؟	একজন রাসূল কি সত্য নিয়ে এসেছিলেন?	Did a Messenger come with the truth?
نَعَمْ، جَاءَ رَسُولٌ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ.	হ্যাঁ, আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রাসূল সত্য নিয়ে এসেছিলেন।	Yes, a Messenger came with the truth from Allah.
أَكَفَرَ بَعْضُ النَّاسِ؟	কিছু মানুষ কি কুফরি করেছিল?	Did some people disbelieve?
نَعَمْ، وَبَعْضُهُمْ آمَنُوا.	হ্যাঁ, আর তাদের কেউ কেউ ঈমান এনেছিল।	Yes, while some of them believed.
أَلَيْسَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ؟	কাফিরদের জন্য কি শাস্তি নেই?	Is there not a punishment for the disbelievers?
بَلَى، إِنَّ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا.	অবশ্যই আছে; তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে।	Yes indeed; they will have a severe punishment.

এই সংলাপে অনুশীলিত নতুন শব্দ

(শিক্ষার্থী চাইলে নিজে পরবর্তী অনুশীলন ও সংলাপে ব্যবহার করবে)

✓ كُلٌّ

✓ لَمْ

✓ ثُمَّ

✓ جَعَلَ

✓ رَسُولٌ

✓ عَذَابٌ

✓ سَمَاءٌ

✓ نَفْسٌ

✓ كَفَرَ

✓ شَيْءٌ

এভাবে সংলাপটি প্রশ্ন → উত্তর → অস্বীকৃতি → নিশ্চিতকরণ—এই স্বাভাবিক কথোপকথনের ধারা অনুসরণ করে এবং একই সঙ্গে এর ব্যাকরণ পাঠের জন্যও শিক্ষার্থীকে প্রস্তুত করে।

পাঠ–৪ : ছোট অনুচ্ছেদ (Paragraph Builder): শব্দ ৩১–৪০

একই শব্দভাণ্ডার ব্যবহার করে ছোট অনুচ্ছেদ পড়ুন, অনুবাদ করুন এবং ধীরে ধীরে আরবিতে চিন্তা করার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

العربية

كُلُّ نَفْسٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُهَا. لَمْ يَكْفُرْ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. ثُمَّ جَعَلَ اللَّهُ الْكِتَابَ هُدًى لِلنَّاسِ، وَأَرْسَلَ رَسُولًا بِالْحَقِّ. السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، وَكُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ. مَنْ كَفَرَ فَلَهُ عَذَابٌ، وَمَنْ آمَنَ فَلَهُ رَحْمَةٌ. وَكُلُّ نَفْسٍ تُجْزَى بِمَا عَمِلَتْ.

বাংলা অনুবাদ

প্রত্যেক প্রাণের প্রত্যাবর্তন আল্লাহর কাছেই। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, সে কুফরি করেনি। অতঃপর আল্লাহ কিতাবকে মানুষের জন্য হিদায়াত বানিয়েছেন এবং সত্যসহ একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন। আকাশ ও পৃথিবী আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত, এবং প্রত্যেক বস্তু নির্ধারিত পরিমাপ অনুযায়ী রয়েছে। যে কুফরি করে তার জন্য শাস্তি রয়েছে, আর যে ঈমান আনে তার জন্য রয়েছে রহমত। প্রত্যেক প্রাণকে তার কৃতকর্ম অনুযায়ী প্রতিদান দেওয়া হবে।

English Translation

Every soul will return to Allah. Whoever believes in Allah and His Messenger has not disbelieved. Then Allah made the Book a guidance for mankind and sent a Messenger with the truth. The heaven and the earth are among the signs of Allah, and everything exists according to His decree. Whoever disbelieves will have punishment, while whoever believes will receive mercy. Every soul will be recompensed for what it has done.

পাঠ–৫ : কুরআনিক আয়াতাংশ অনুধাবন (Qur'anic Phrase Comprehension): শব্দ ৩১–৪০

কৃত্রিম বাক্যের পরিবর্তে কুরআনের বাস্তব আয়াতাংশের মাধ্যমে শব্দগুলোর প্রকৃত ব্যবহার শিখুন। প্রতিটি আয়াতাংশ মনোযোগ দিয়ে পড়ুন, অনুবাদ করুন এবং সূরা–আয়াত নম্বর দেখে মূল কুরআনে অনুসন্ধান করুন। একই আয়াতাংশ থেকেই আপনি নতুন শব্দ, কুরআনিক ব্যবহার এবং ব্যাকরণিক ধরণ (Pattern) আবিষ্কার করবেন।

(ক) كُلٌّ (সকল / প্রত্যেক)

আয়াতাংশ	বাংলা অর্থ	Surah:Ayah

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ	প্রত্যেক প্রাণ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।	Qur'an 3:185
كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ	তাঁর সত্তা ছাড়া সবকিছু ধ্বংসশীল।	Qur'an 28:88

(খ) لَمْ

আয়াতাংশ	বাংলা অর্থ	Surah:Ayah
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ	তিনি জন্ম দেননি এবং জন্মও গ্রহণ করেননি।	Qur'an 112:3
لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ	তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।	Qur'an 112:4

(গ) ثُمَّ ، جَعَلَ

আয়াতাংশ	বাংলা অর্থ	Surah:Ayah
ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا	অতঃপর তিনি তা থেকেই তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করলেন।	Qur'an 39:6
ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ	অতঃপর তিনি তার বংশধারা স্থাপন করলেন।	Qur'an 32:8

(ঘ) رَسُولٌ

আয়াতাংশ	বাংলা অর্থ	Surah:Ayah
جَاءَكُمْ رَسُولٌ	তোমাদের কাছে একজন রাসূল এসেছেন।	Qur'an 9:128

رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ	আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রাসূল।	Qur'an 98:2

(ঙ) عَذَابٌ

আয়াতাংশ	বাংলা অর্থ	Surah:Ayah
لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ	তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।	Qur'an 2:10
عَذَابٌ عَظِيمٌ	মহাশাস্তি।	Qur'an 2:7

(চ) سَمَاءٌ

আয়াতাংশ	বাংলা অর্থ	Surah:Ayah
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ	আকাশ ও পৃথিবী।	Qur'an 2:164

(ছ) نَفْسٌ

আয়াতাংশ	বাংলা অর্থ	Surah:Ayah
كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ	প্রত্যেক প্রাণ তার অর্জনের জন্য দায়ী।	Qur'an 74:38

(জ) كَفَرَ

আয়াতাংশ	বাংলা অর্থ	Surah:Ayah
وَمَنْ كَفَرَ	আর যে কুফরি করে।	Qur'an 5:72

(ঝ) شَيْءٌ

আয়াতাংশ	বাংলা অর্থ	Surah:Ayah
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ	তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।	Qur'an 2:20

এই আয়াতাংশগুলো এমনভাবে নির্বাচন করা হয়েছে, যাতে পাঠ–৭ (Grammar Discovery)-এ শিক্ষার্থী إنَّ، المفعول به، كان، اسم إنَّ ইত্যাদির ব্যবহার কুরআনের বাস্তব উদাহরণ থেকেই পর্যবেক্ষণ ও আবিষ্কার করতে পারে।

পাঠ–৬: পূর্ণ আয়াত অনুধাবন (Complete Verse Comprehension): শব্দ ৩১–৪০

বিষয়: সূরা আল-বাকারার শেষ দুই আয়াত (البقرة: ٢٨٥–٢٨٦)

(ঈমান ও আত্মসমর্পণ)

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

১. আয়াতের অর্থ অনুধাবন (Simple Meaning)

রসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর

প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমুহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি। তারা বলে আমরা তাঁর পয়গম্বরদের মধ্যে কোন তারতম্য করিনা। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা। তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (285) আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে। হে আমাদের পালনকর্তা, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! এবং আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছ, হে আমাদের প্রভূ! এবং আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করিও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নাই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভু। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের কে সাহায্যে কর। (286)

২. পরিচিত শব্দ শনাক্ত করুন (Recognize the Learned Words)

এই ইউনিটে শেখা শব্দগুলোর মধ্যে—

✓ كُلٌّ

✓ رَسُول

✓ نَفْس

✓ إِلَّا

✓ عَلَى

✓ مِنْ

✓ رَبِّ

✓ الْقَوْمِ

এছাড়াও পূর্ববর্তী ইউনিটে শেখা বহু শব্দও এখানে এসেছে। লক্ষ্য করুন, কুরআনের শব্দগুলো বারবার ফিরে আসে; তাই প্রতিটি নতুন ইউনিট পূর্বের শিক্ষাকে আরও দৃঢ় করে।

৩. প্রসঙ্গ (Context)

এ দুটি আয়াত সূরা আল-বাকারার সমাপ্তি। এখানে একজন মুমিনের পূর্ণ বিশ্বাস, আনুগত্য, আত্মসমর্পণ এবং আল্লাহর কাছে দোয়ার সুন্দর শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। হাদীসে এ দুটি আয়াতের বিশেষ ফযীলতের কথাও উল্লেখ রয়েছে।

৪. আয়াতের নূর (Light of the Verse)

সত্যিকার ঈমান শুধু বিশ্বাসের নাম নয়; বরং "শুনলাম এবং মেনে নিলাম"—এই আত্মসমর্পণের নামই প্রকৃত ঈমান। একই সঙ্গে আল্লাহ বান্দার সামর্থ্যের বাইরে কোনো দায়িত্ব অর্পণ করেন না—এটি মুমিনের জন্য বড় সান্ত্বনা।

৫. মূল শিক্ষা (Key Lesson)

- ঈমানের ভিত্তি হলো আল্লাহ, তাঁর কিতাব, ফেরেশতা ও সকল রাসূলের প্রতি বিশ্বাস।
- আল্লাহ বান্দার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না।
- মুমিনের পরিচয় হলো—শোনা, মানা এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা।
- দোয়া, তাওয়াক্কুল ও আত্মসমর্পণ একজন মুমিনের স্থায়ী বৈশিষ্ট্য।

৬. ভাবনা (Reflection)

নিজেকে প্রশ্ন করুন—

- আমি কি সত্যিই "শুনলাম ও মানলাম"—এই মানসিকতা ধারণ করি?
- আল্লাহর দেওয়া দায়িত্বকে কি আমি তাঁর পক্ষ থেকে রহমত হিসেবে দেখি?
- আমি কি প্রতিদিন আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও সাহায্য প্রার্থনা করি?
- আমি কি আমার জীবনের সিদ্ধান্তগুলো কুরআনের আলোকে গ্রহণ করি?

৭. আমল (Application)

আজ থেকে আমি সংকল্প করছি—

✓ আল্লাহ ও তাঁর সকল রাসূলের প্রতি ঈমান আরও দৃঢ় করব।

✓ প্রতিদিন এই দুই আয়াত অর্থসহ পড়ার চেষ্টা করব।

✓ আল্লাহর নির্দেশ শুনে তা মানার অভ্যাস গড়ে তুলব।

✓ কোনো কষ্ট এলে মনে রাখব—আল্লাহ আমার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না।

পাঠ–৭: ব্যাকরণ আবিষ্কার (Grammar Discovery Method)

ইউনিট–৪ : মানসূব (النصب): বাক্যের পরিবর্তন

এই ইউনিটে কী শিখব?

ব্যাকরণিক ধারণা	কুরআনের আয়াতাংশ থেকে আবিষ্কার
✓إِنَّ	إِنَّ اللَّهَ
✓اسم إِنَّ	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ	✓خبر إنَّ
خَلَقَ اللَّهُ الْإِنسَانَ	✓ **মাফউল বিহি (المفعول به)**
كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا	كان وأخواتها ✓
إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ	إنَّ وأخواتها ✓

ব্যাকরণ আবিষ্কারের ধাপ

পর্যবেক্ষণ করুন (Observe) → তুলনা করুন (Compare) → চিন্তা করুন (Think) → ব্যাকরণিক নিয়ম আবিষ্কার করুন (Discover the Rule) → নিজের ভাষায় সূত্র লিখুন (Write the Rule) → যাচাই করুন (Verify) → প্রয়োগ করুন (Apply)

১. পর্যবেক্ষণ করুন (Observe)

নিচের আয়াতাংশগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ুন—

إِنَّ اللَّهَ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

خَلَقَ اللَّهُ الْإِنسَانَ

كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

২. তুলনা করুন (Compare)

একই শব্দ বিভিন্ন স্থানে কীভাবে এসেছে তা লক্ষ্য করুন।

- اللّٰهُ এবং اللّٰهَ—দুই রূপের মধ্যে কী পার্থক্য?
- غَفُورٌ এবং غَفُورًا—কেন ভিন্ন হয়েছে?
- الَّذِينَ কোন দুটি শব্দের মাঝে এসেছে?
- الْإِنسَانَ বাক্যের কোন স্থানে এসেছে?

৩. চিন্তা করুন (Think)

নিজেকে প্রশ্ন করুন—

- إِنَّ-এর পরে اللّٰهَ কেন এসেছে?
- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا-এ الَّذِينَ কেন إِنَّ-এর পরে এসেছে?
- خَلَقَ اللّٰهُ الْإِنسَانَ-এ সৃষ্টি করেছেন কে? আর কাকে সৃষ্টি করেছেন?
- كَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّحِيمًا-এ غَفُورًا-এর শেষে পরিবর্তন কেন হলো?
- إِنَّ اللّٰهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ-এ قَدِيرٌ বাক্যে কী ভূমিকা পালন করছে?

৪. ব্যাকরণিক নিয়ম আবিষ্কার করুন (Discover the Rule)

উপরের উদাহরণগুলোর ভিত্তিতে নিজের ভাষায় সম্ভাব্য নিয়ম লিখুন।

৫. নিজের ভাষায় সূত্র লিখুন (Write the Rule)

এক লাইনে লিখুন—

১. إِنَّ-এর পরে সাধারণত .....

২. إِنَّ اسم সাধারণত .....

৩. إِنَّ خبر সাধারণত .....

৪. **মাফউল বিহি** সাধারণত .....

৫. كان বাক্যে .....

৬. যাচাই করুন (Verify)

এখন কুরআন থেকে আরও উদাহরণ খুঁজুন—

- إِنَّ-এর ৫টি উদাহরণ।
- خَلَقَ-এর ৩টি উদাহরণ।
- كَانَ-এর ৩টি উদাহরণ।
- الَّذِينَ-এর ৫টি উদাহরণ।

দেখুন, আপনার আবিষ্কৃত নিয়ম সব জায়গায় মিলছে কি না।

৭. প্রয়োগ করুন (Apply)

এখন নিজেই চেষ্টা করুন—

- إِنَّ ব্যবহার করে একটি বাক্য লিখুন।
- خَلَقَ ব্যবহার করে একটি বাক্য লিখুন।
- كَانَ ব্যবহার করে একটি বাক্য লিখুন।

আমি কী আবিষ্কার করলাম?

আজ আমি শিখলাম—

১. .....

২. .....

৩. .....

কোন আয়াত থেকে শিখলাম?

.....

আমার সূত্র

.....

.....

মনে রাখুন: এই পাঠে কোনো ব্যাকরণিক সংজ্ঞা মুখস্থ করার প্রয়োজন নেই। কুরআনের আয়াত পর্যবেক্ষণ করে ভাষার ধরণ (Pattern) নিজেই আবিষ্কার করাই এই পাঠের মূল উদ্দেশ্য। শিক্ষক কেবল পথনির্দেশক; আবিষ্কার করবে শিক্ষার্থী নিজেই।

ইউনিট ৫: শব্দ ৪১–৫০

৪১	أَوْ	অথবা	Or
৪২	جَاءَ	সে আসল	He came
৪৩	عَمِلَ	সে কাজ করল	He worked / He did
৪৪	لَوْ	যদি	If
৪৫	هَٰذَا	এটি	This
৪৬	آتَى	সে দিল	He gave
৪৭	رَأَى	সে দেখল	He saw
৪৮	بَيْنَ	মধ্যে / মাঝে	Between
৪৯	أَتَى	সে আসল	He came / Arrived
৫০	الْكِتَابُ	কিতাব	The Book

পাঠ–২: বাক্য নির্মাণ (Sentence Builder): শব্দ ৪১–৫০

প্রতিটি নতুন বাক্যে আগের শেখা শব্দগুলোর সঙ্গে মাত্র একটি নতুন শব্দ বা একটি নতুন গঠন যোগ হয়েছে। এতে শিক্ষার্থী ধাপে ধাপে দীর্ঘ বাক্য বুঝতে ও তৈরি করতে শিখবে।

العربية	বাংলা	English
هٰذَا الْكِتَابُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ.	এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা কিতাব।	This is the Book from Allah.
هٰذَا الْكِتَابُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَجَاءَ بِالْحَقِّ.	এই কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে এবং সত্য নিয়ে এসেছে।	This Book is from Allah and came with the truth.
مَنْ عَمِلَ بِهٰذَا الْكِتَابِ فَهُوَ عَلَى الْحَقِّ.	যে এই কিতাব অনুযায়ী আমল করে, সে সত্যের ওপর থাকে।	Whoever acts upon this Book is upon the truth.
لَوْ عَمِلَ النَّاسُ بِهٰذَا الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ.	মানুষ যদি এই কিতাব অনুযায়ী আমল করত, তবে তা তাদের জন্য উত্তম হতো।	If people acted upon this Book, it would be better for them.
آتَى اللَّهُ النَّاسَ هٰذَا الْكِتَابَ هُدًى وَرَحْمَةً.	আল্লাহ মানুষকে এই কিতাব হিদায়াত ও রহমত হিসেবে দিয়েছেন।	Allah gave mankind this Book as guidance and mercy.

رَأَى الْمُؤْمِنُ آيَاتِ اللَّهِ فِي هٰذَا الْكِتَابِ فَآمَنَ.	মুমিন এই কিতাবে আল্লাহর নিদর্শন দেখল এবং ঈমান আনল।	The believer saw Allah's signs in this Book and believed.
بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فَرْقٌ، وَهٰذَا الْكِتَابُ يُبَيِّنُهُ.	সত্য ও অসত্যের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, আর এই কিতাব তা স্পষ্ট করে।	There is a difference between truth and falsehood, and this Book explains it.
أَتَى رَجُلٌ إِلَى الرَّسُولِ فَتَعَلَّمَ هٰذَا الْكِتَابَ.	একজন ব্যক্তি রাসূলের কাছে এসে এই কিতাব শিক্ষা করল।	A man came to the Messenger and learned this Book.
مَنْ عَمِلَ بِهٰذَا الْكِتَابِ أَوْ عَلَّمَهُ فَلَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ.	যে এই কিতাব অনুযায়ী আমল করে অথবা তা শিক্ষা দেয়, তার জন্য মহান প্রতিদান রয়েছে।	Whoever acts upon this Book or teaches it will have a great reward.
لَوْ رَأَى النَّاسُ هُدَى هٰذَا الْكِتَابِ ثُمَّ عَمِلُوا بِهِ لَكَانُوا مِنَ الْمُفْلِحِينَ.	মানুষ যদি এই কিতাবের হিদায়াত উপলব্ধি করত এবং সে অনুযায়ী আমল করত, তবে তারা সফলদের অন্তর্ভুক্ত হতো।	If people recognized the guidance of this Book and acted upon it, they would be among the successful.

পাঠ–৩: সংলাপ নির্মাণ (Dialogue Builder): শব্দ ৪১–৫০

একই শব্দ ব্যবহার করে বাস্তব কথোপকথনের অনুশীলন করুন। ধাপে ধাপে হ্যাঁ-সূচক, না-সূচক, প্রশ্নবোধক, না-সূচক প্রশ্নবোধক এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বাক্যরীতি আয়ত্ত করুন।

العربية	বাংলা	English
أ: هٰذَا الْكِتَابُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ؟	এটি কি আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা কিতাব?	Is this the Book from Allah?
ب: نَعَمْ، هٰذَا الْكِتَابُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ.	হ্যাঁ, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা কিতাব।	Yes, this is the Book from Allah.
أ: أَوَ لَمْ يَجِئْ بِالْحَقِّ؟	এটি কি সত্য নিয়ে আসেনি?	Did it not come with the truth?
ب: بَلَى، جَاءَ بِالْحَقِّ.	অবশ্যই, এটি সত্য নিয়ে এসেছে।	Certainly, it came with the truth.
أ: مَنْ عَمِلَ بِهٰذَا الْكِتَابِ؟	কে এই কিতাব অনুযায়ী আমল করে?	Who acts upon this Book?
ب: الْمُؤْمِنُونَ عَمِلُوا بِهِ.	মুমিনরা এর অনুযায়ী আমল করে।	The believers act upon it.

أ: لَوْ عَمِلَ النَّاسُ بِهِ، مَاذَا يَكُونُ؟	মানুষ যদি এটি অনুযায়ী আমল করত, তাহলে কী হতো?	If people acted upon it, what would happen?
ب: لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ.	তবে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হতো।	It would be better for them.
أ: مَنْ آتَى هٰذَا الْكِتَابَ؟	এই কিতাব কে দিয়েছেন?	Who gave this Book?
ب: آتَى اللَّهُ هٰذَا الْكِتَابَ لِلنَّاسِ هُدًى وَرَحْمَةً.	আল্লাহ মানুষকে এই কিতাব হিদায়াত ও রহমত হিসেবে দিয়েছেন।	Allah gave this Book to mankind as guidance and mercy.
أ: هَلْ رَأَيْتَ آيَاتِ اللَّهِ فِي هٰذَا الْكِتَابِ؟	তুমি কি এই কিতাবে আল্লাহর নিদর্শন দেখেছ?	Have you seen Allah's signs in this Book?
ب: نَعَمْ، رَأَيْتُهَا وَآمَنْتُ بِهَا.	হ্যাঁ, আমি সেগুলো দেখেছি এবং তাতে ঈমান এনেছি।	Yes, I have seen them and believed in them.
أ: بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ هَلْ فَرْقٌ؟	সত্য ও অসত্যের মধ্যে কি পার্থক্য আছে?	Is there a difference between truth and falsehood?

ب: نَعَمْ، وَهٰذَا الْكِتَابُ يُبَيِّنُ ذٰلِكَ.	হ্যাঁ, আর এই কিতাব তা স্পষ্ট করে।	Yes, and this Book explains that.

এই সংলাপে অনুশীলিত নতুন শব্দ

✓ أَوَ

✓ جَاءَ

✓ عَمِلَ

✓ لَوْ

✓ هٰذَا

✓ آتَى

✓ رَأَى

✓ بَيْنَ

✓ الْكِتَابُ

দ্রষ্টব্য: أَتَى (সে আসল) শব্দটির ব্যবহার শিক্ষার্থীরা ইতোমধ্যে **جَاءَ**-এর সঙ্গে অর্থগত সাদৃশ্য বুঝতে শুরু করেছে। এটি পরবর্তী ইউনিটের আয়াতাংশ ও পূর্ণ আয়াতে আরও স্বাভাবিকভাবে পুনরাবৃত্ত হবে। এতে একই অর্থের দুইটি কুরআনিক ক্রিয়ার ব্যবহারও তারা ধীরে ধীরে আবিষ্কার করতে পারবে।

পাঠ–৪: ছোট অনুচ্ছেদ (Paragraph Builder): শব্দ ৪১–৫০

একই শব্দভাণ্ডার ব্যবহার করে ছোট অনুচ্ছেদ পড়ুন, অনুবাদ করুন এবং ধীরে ধীরে আরবিতে চিন্তা করার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

العربية

هٰذَا الْكِتَابُ بِالْحَقِّ، وَجَاءَ الرَّسُولُ بِهِ. فَعَمِلَ الْمُؤْمِنُونَ بِهٰذَا الْكِتَابِ، وَلَوْ آمَنَ النَّاسُ جَمِيعًا لَفَازُوا. وَآتَى اللَّهُ الْعِلْمَ مَنْ يَشَاءُ، وَرَأَى الْمُؤْمِنُونَ آيَاتِ اللَّهِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَبَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فَرْقٌ عَظِيمٌ، وَأَتَى رَجُلٌ إِلَى الرَّسُولِ يَطْلُبُ الْهُدَى، فَدَلَّهُ عَلَى هٰذَا الْكِتَابِ.

বাংলা অনুবাদ

এই কিতাব সত্যসহ এসেছে, আর রাসূল তা নিয়ে এসেছেন। অতঃপর মুমিনরা এই কিতাব অনুযায়ী আমল করেছে। মানুষ যদি সবাই ঈমান আনত, তবে তারা অবশ্যই সফল হতো। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা জ্ঞান দান করেন, আর মুমিনরা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আল্লাহর নিদর্শনসমূহ দেখে। সত্য ও অসত্যের মধ্যে রয়েছে সুস্পষ্ট পার্থক্য। একজন ব্যক্তি রাসূলের কাছে এসে হিদায়াত কামনা করল, তখন তিনি তাকে এই কিতাবের দিকনির্দেশনা দিলেন।

English Translation

This Book came with the truth, and the Messenger brought it. The believers acted according to this Book. If all people had believed, they would surely have succeeded. Allah grants knowledge to whom He wills, and the believers observe the signs of Allah in the heavens and the earth. There is a great difference between truth and falsehood. A man came to the Messenger seeking guidance, and he directed him to this Book.

পাঠ–৫: কুরআনিক আয়াতাংশ অনুধাবন (Qur'anic Phrase Comprehension)

বিষয়: "Surah Al-Asr","Quran surah"] (ঈমান, আমল ও দাওয়াহ)

প্রতিটি ইউনিটে একই নীতি অনুসরণ করা হয়েছে—

শব্দ → আয়াতাংশ → ব্যাকরণ → আবিষ্কার

অর্থাৎ, আয়াতাংশগুলো এমনভাবে নির্বাচন করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থী একই সঙ্গে—

১. নতুন শব্দ শিখতে পারে

২. কুরআনে শব্দগুলোর বাস্তব ব্যবহার দেখতে পারে

৩. ব্যাকরণিক ধরণ (Pattern) নিজেই আবিষ্কার করতে পারে (পাঠ–৭)

কৃত্রিম বাক্যের পরিবর্তে কুরআনের বাস্তব আয়াতাংশের মাধ্যমে শব্দগুলোর প্রকৃত ব্যবহার শিখুন।

اقْرَأْ، ثُمَّ تَعَرَّفْ عَلَى لُغَةِ الْقُرْآنِ

(পড়ুন, তারপর কুরআনের ভাষা চিনুন।)

শব্দ	কুরআনিক আয়াতাংশ	বাংলা	English	সূরা : আয়াত
عَمِلَ	عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ	সৎকাজ করেছে	Did righteous deeds	العصر : ৩
الَّذِينَ	إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا	তবে তারা ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে	Except those who believe	العصر : ৩

آمَنَ	آمَنُوا	তারা ঈমান এনেছে	They believed	العصر : ৩
إِلَّا	إِلَّا الَّذِينَ	তারা ছাড়া	Except those	العصر : ৩
الْحَقِّ	تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ	সত্যের উপদেশ দিয়েছে	Encouraged one another to the truth	العصر : ৩
بِ	بِالْحَقِّ	সত্যের দ্বারা / সত্যের ব্যাপারে	With the truth	العصر : ৩
ثُمَّ (তুলনামূলক পুনরাবৃত্তি)	ثُمَّ	অতঃপর	Then	বহু স্থানে (যেমন: البقرة : ২৮)
هٰذَا	هٰذَا الْقُرْآنُ	এই কুরআন	This Qur'an	الإسراء : ৯
الْكِتَابُ	ذَٰلِكَ الْكِتَابُ	সেই কিতাব	That Book	البقرة : ২
رَأَى	أَلَمْ تَرَ	তুমি কি দেখনি?	Have you not seen?	الفيل : ১

এই পাঠে লক্ষ্য করুন

- آمَنُوا এবং عَمِلُوا—দুটি একই ধরনের ক্রিয়ার রূপ।
- الَّذِينَ-এর পরে সাধারণত একটি পূর্ণ বাক্য বা ক্রিয়া আসে।

- بِالْحَقِّ-এ بِ কী অর্থ প্রকাশ করছে তা লক্ষ্য করুন।
- إِلَّا কীভাবে ব্যতিক্রম (Exception) প্রকাশ করছে তা চিন্তা করুন।

দ্রষ্টব্য: ইউনিট–৫- এর মূল উদ্দেশ্য হলো **শব্দের রূপান্তর (Morphology/الصرف)** পর্যবেক্ষণ করা। তাই এখানে ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপ, বিশেষ করে **آمَنُوا، عَمِلُوا** ইত্যাদির গঠন লক্ষ্য করুন। এগুলোর ব্যাকরণিক বিশ্লেষণ পাঠ–৭-এ ধাপে ধাপে আবিষ্কার করা হবে।

পাঠ–৬: পূর্ণ আয়াত অনুধাবন (Complete Verse Comprehension)

বিষয়: সূরা আল-আসর (ঈমান, আমল ও দাওয়াহ)

পূর্ণ আয়াত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾

إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

১. পরিচিত শব্দ শনাক্ত করুন (Recognize the Learned Words)

এই ইউনিটে শেখা শব্দগুলোর মধ্যে কোনগুলো এই সূরায় এসেছে?

✓ إِلَّا

✓ عَمِلُوا ← (عَمِلَ)

এছাড়া লক্ষ্য করুন—

- الَّذِينَ
- آمَنُوا
- بِالْحَقِّ

এগুলো আগের ইউনিটগুলোর শেখা শব্দেরও পুনরাবৃত্তি।

২. আয়াতের সরল বাংলা অনুবাদ

সময়ের শপথ।

নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।

তবে তারা ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।

৩. English Translation

By Time.

Indeed, mankind is in loss,

except those who believe, do righteous deeds, encourage one another to the truth, and encourage one another to patience.

৪. প্রসঙ্গ বোঝা (Understanding the Context)

এই ছোট সূরায় আল্লাহ মানবজীবনের সাফল্যের পূর্ণ সূত্র ঘোষণা করেছেন। শুধু ঈমান যথেষ্ট নয়; ঈমানের সঙ্গে সৎকাজ, সত্যের দাওয়াহ এবং ধৈর্যের চর্চাও অপরিহার্য। এই চারটি গুণ অর্জনকারী ব্যক্তিরাই প্রকৃত সফল।

৫. আয়াতের নূর (Light of the Verse)

মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো সময়।

যে ব্যক্তি সময়কে ঈমান, সৎকাজ, সত্য প্রচার এবং ধৈর্যের জন্য ব্যবহার করে, সে-ই প্রকৃত সফল।

৬. মূল শিক্ষা (Key Lesson)

✓ সময় আল্লাহর একটি মহামূল্যবান নিয়ামত।

✓ ঈমানের প্রকৃত প্রমাণ হলো সৎকাজ।

✓ সত্য জানা যথেষ্ট নয়; অন্যদেরও সত্যের আহ্বান করতে হবে।

✓ দাওয়াহ ও আমলের পথে ধৈর্য অপরিহার্য।

৭. ভাবনা (Reflection)

নিজেকে প্রশ্ন করুন—

- আমি কি সময়ের যথাযথ মূল্য দিচ্ছি?
- আমার ঈমান কি আমার আমলে প্রকাশ পাচ্ছে?
- আমি কি অন্যদের সত্যের দিকে আহ্বান করি?
- আমি কি কঠিন পরিস্থিতিতেও ধৈর্য ধারণ করি?

৮. আমল (Application)

আজ থেকে আমি সংকল্প করছি—

✓ প্রতিদিন কুরআন বুঝে পড়ব।

✓ প্রতিদিন অন্তত একটি সৎকাজ করার চেষ্টা করব।

✓ সত্য কথা বলব এবং অন্যদের সত্যের দিকে আহ্বান করব।

✓ বিপদে ধৈর্য ধারণ করব এবং আল্লাহর ওপর ভরসা রাখব।

এই ইউনিটে আমি কী শিখলাম?

✓ عَمِلَ শব্দের কুরআনিক ব্যবহার।

✓ إِلَّا দ্বারা ব্যতিক্রম (Exception) প্রকাশ।

✓ ঈমানের সঙ্গে আমল অবিচ্ছেদ্য।

✓ সফলতার কুরআনিক চারটি ভিত্তি—

১. ঈমান

২. সৎকাজ

৩. সত্যের দাওয়াহ

৪. ধৈর্য

পাঠ–৭: ব্যাকরণ আবিষ্কার (Grammar Discovery Method)

শব্দ ৪১–৫০

শব্দের রূপান্তর (الصرف): ধাতু থেকে শব্দের জগৎ

(Morphology: From Root to Word Forms)

কী শিখবে? | কী আবিষ্কার করবে?

কী শিখবে	কী আবিষ্কার করবে
✓ মূল ধাতু (Root)	خَلَقَ → يَخْلُقُ → ٱخْلُقْ
✓ শব্দের গঠন (Pattern)	آمَنَ → يُؤْمِنُ → آمِنْ
✓ فعل ماضٍ (অতীত)	قَالَ → يَقُولُ → قُلْ

✓ فعل مضارع (বর্তমান/ভবিষ্যৎ)	عَمِلَ ← يَعْمَلُ ← اِعْمَلْ
✓ فعل أمر (আদেশ)	اِقْرَأْ، قُلْ، آمِنْ
✓ فعل نهي (নিষেধ)	لَا تُشْرِكْ، لَا تَخَفْ
✓ المبني للمجهول (Passive)	خُلِقَ، يُغْفَرُ
✓ একবচন (Singular)	مُؤْمِنٌ
✓ দ্বিবচন (Dual) *(পরিচয় মাত্র)*	مُؤْمِنَانِ
✓ বহুবচন (Plural)	مُؤْمِنُونَ / الَّذِينَ آمَنُوا
✓ পুংলিঙ্গ (Masculine)	مُؤْمِنٌ
✓ স্ত্রীলিঙ্গ (Feminine)	مُؤْمِنَةٌ

এতে শিক্ষার্থী কী আবিষ্কার করবে?

- **خَلَقَ**— **يَخْلُقُ** → **اَخْلُقْ** একই ধাতু থেকে অতীত, বর্তমান ও আদেশবাচক ক্রিয়া গঠিত হয়।
- **آمَنَ**— **يُؤْمِنُ** → **آمِنْ** শব্দের রূপ বদলালেও মূল অর্থ একই ধাতুর সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে।
- **قَالَ**— **يَقُولُ** → **قُلْ** একই ক্রিয়ার বিভিন্ন ব্যবহার রয়েছে।
- **عَمِلَ**— **يَعْمَلُ** → **اِعْمَلْ** ক্রিয়ার কাল ও রূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করুন।
- **خُلِقَ**ও **يُغْفَرُ**— কখন কাজের কর্তা উল্লেখ থাকে না, তবুও অর্থ সম্পূর্ণ হয়।
- **مُؤْمِنٌ**— **مُؤْمِنَانِ** → **مُؤْمِنُونَ** → **مُؤْمِنَةٌ** সংখ্যা ও লিঙ্গ পরিবর্তনের সঙ্গে শব্দের রূপও পরিবর্তিত হয়।

ব্যাকরণ আবিষ্কারের ধাপ

পর্যবেক্ষণ করুন (Observe)

কুরআনের আয়াত বা আয়াতাংশ মনোযোগ দিয়ে পড়ুন। একই ধাতু থেকে গঠিত বিভিন্ন শব্দ খুঁজে বের করুন।

তুলনা করুন (Compare)

একই ধাতুর অতীত, বর্তমান, আদেশ ও অন্যান্য রূপ তুলনা করুন।

চিন্তা করুন (Think)

নিজেকে প্রশ্ন করুন—

- একই ধাতু কীভাবে বিভিন্ন রূপে এসেছে?
- কোন অক্ষরগুলো অপরিবর্তিত রয়েছে?
- কোন অংশ পরিবর্তিত হয়েছে?
- রূপ পরিবর্তনের সঙ্গে অর্থ কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে?
- একই শব্দ কখন একবচন, কখন বহুবচন হয়েছে?

নিয়ম আবিষ্কার করুন (Discover the Rule)

পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে নিজের ভাষায় সম্ভাব্য নিয়ম লিখুন।

নিজের ভাষায় সূত্র লিখুন (Write the Rule)

এক লাইনে আপনার আবিষ্কৃত নিয়ম লিখুন।

আরও আয়াতে যাচাই করুন (Verify)

কুরআনের আরও কয়েকটি আয়াতে একই ধাতুর বিভিন্ন রূপ খুঁজে দেখুন। আপনার নিয়ম সব জায়গায় প্রযোজ্য কি না যাচাই করুন।

প্রয়োগ করুন (Apply)

একই ধাতু ব্যবহার করে একটি অতীত, একটি বর্তমান এবং একটি আদেশবাচক ক্রিয়া দিয়ে নতুন বাক্য তৈরি করুন।

আমি কী আবিষ্কার করলাম?

আজ আমি শিখলাম—

.....

.....

কোন আয়াত থেকে শিখলাম?

.....

আমার সূত্র

.....

.....

মনে রাখুন

এই পাঠে কোনো ব্যাকরণিক সংজ্ঞা মুখস্থ করার প্রয়োজন নেই। কুরআনের আয়াত পর্যবেক্ষণ করে একই ধাতু থেকে গঠিত বিভিন্ন শব্দের রূপ (Pattern) নিজেই আবিষ্কার করাই এই পাঠের মূল উদ্দেশ্য। শিক্ষক কেবল পথনির্দেশক; আবিষ্কার করবে শিক্ষার্থী নিজেই।

একটি ছোট ধারণা-

خ ل ق

خَلَقَ → يَخْلُقُ → ٱخْلُقْ → خُلِقَ → خَالِقٌ → مَخْلُوقٌ

এভাবে শিক্ষার্থী এক নজরে বুঝতে পারবে যে **একটি ধাতু থেকেই আরবি ভাষার বিশাল শব্দজগৎ তৈরি হয়।**

পাঠ–৮ : শিক্ষার্থীর অনুশীলন (Student Activities)

এই অনুশীলনগুলোর উদ্দেশ্য হলো শেখা শব্দ, বাক্য, সংলাপ, অনুচ্ছেদ, কুরআনিক আয়াতাংশ, পূর্ণ আয়াত এবং ব্যাকরণিক ধরণকে (Pattern) বাস্তব ভাষা-ব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত করা। প্রতিটি ইউনিট সম্পন্ন করার পর নিচের অনুশীলনগুলো ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করুন।

✓ শব্দগুলো চিনুন এবং তাদের বাংলা ও ইংরেজি অর্থ বলুন।
✓ শেখা শব্দ ব্যবহার করে নতুন বাক্য তৈরি করুন।
✓ বিভিন্ন ধরনের সংলাপ নির্মাণ করুন।
✓ নিজের ভাষা থেকে আরবিতে ভাব প্রকাশ করুন।
✓ কুরআন থেকে একই ধরনের আরও উদাহরণ সংগ্রহ করুন।
✓ শেখা ব্যাকরণিক ধরণ নতুন বাক্যে প্রয়োগ করুন।
✓ শেখা বিষয় অন্য কাউকে শেখানোর চেষ্টা করুন।

ইউনিট ৬

শব্দ ৫১–৬০

৫১	الْحَقُّ	সত্য	The Truth
৫২	قَبْلُ	পূর্বে	Before
৫৩	النَّاسُ	মানুষ	People / Mankind
৫৪	إِذْ	যখন	When
৫৫	شَاءَ	তিনি ইচ্ছা করলেন	He willed
৫৬	أُولَٰئِكَ	তারা (দূরের)	Those
৫৭	بَعْدُ	পরে	After

৫৮	عِنْدَ	নিকট / কাছে	Near / With
৫৯	خَلَقَ	তিনি সৃষ্টি করলেন	He created
৬০	أَنْزَلَ	তিনি নাযিল করলেন	He sent down / He revealed

পাঠ–২: বাক্য নির্মাণ (Sentence Builder): শব্দ ৫১–৬০

প্রতিটি অধ্যায়ে নতুন শেখা শব্দগুলো ব্যবহার করে সহজ আরবি বাক্য ধাপে ধাপে বড় করা হয়েছে। প্রতিটি নতুন বাক্যে আগের শেখা শব্দগুলোর সঙ্গে মাত্র একটি নতুন শব্দ বা গঠন যোগ হয়েছে।

العربية	বাংলা	English
هٰذَا الْحَقُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ.	এটাই আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা সত্য।	This is the truth from Allah.
خَلَقَ اللَّهُ النَّاسَ لِيَعْبُدُوهُ وَحْدَهُ.	আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তারা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করে।	Allah created mankind to worship Him alone.
أَنْزَلَ اللَّهُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ هُدًى لِلنَّاسِ.	আল্লাহ সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছেন, যা মানুষের জন্য হিদায়াত।	Allah sent down the Book with the truth as guidance for mankind.

قَبْلَ هٰذَا الْكِتَابِ جَاءَ رُسُلٌ كَثِيرُونَ بِالْحَقِّ.	এই কিতাবের পূর্বেও বহু রাসূল সত্য নিয়ে এসেছিলেন।	Before this Book, many Messengers came with the truth.
إِذْ جَاءَ الرَّسُولُ آمَنَ أُولٰئِكَ الَّذِينَ طَلَبُوا الْحَقَّ.	যখন রাসূল এলেন, তখন যারা সত্য অন্বেষণ করেছিল তারা ঈমান আনল।	When the Messenger came, those who sought the truth believed.
شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَ النَّاسَ، فَأَنْزَلَ الْكِتَابَ رَحْمَةً لَهُمْ.	আল্লাহ মানুষকে হিদায়াত দিতে চাইলেন, তাই তাদের জন্য রহমতস্বরূপ কিতাব নাযিল করলেন।	Allah willed to guide mankind, so He sent down the Book as mercy for them.
أُولٰئِكَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَعَمِلُوا بِالْحَقِّ، هُمُ الْمُفْلِحُونَ.	তারাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে এবং সত্য অনুযায়ী আমল করেছে; তারাই সফল।	Those who believed in Allah and His Messenger and acted upon the truth are the successful.
بَعْدَ الْإِيمَانِ يَنْبَغِي أَنْ يَعْمَلَ الْإِنْسَانُ	ঈমানের পরে মানুষের কিতাব অনুযায়ী আমল করা উচিত; কারণ শুধু জ্ঞানই যথেষ্ট নয়।	After faith, one should act according to the Book; knowledge alone is not enough.

بِالْكِتَابِ، فَالْعِلْمُ وَحْدَهُ لَا يَكْفِي.		
عِنْدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَرَحْمَةٌ وَاسِعَةٌ.	আল্লাহর কাছে যে ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তার জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার ও ব্যাপক রহমত।	With Allah, whoever believes and does righteous deeds has a great reward and vast mercy.
خَلَقَ اللَّهُ النَّاسَ، وَأَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ؛ فَمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ بِهِ فَلَهُ الْفَوْزُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.	আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছেন এবং রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন। অতএব, যে ঈমান আনে ও তা অনুযায়ী আমল করে, তার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা রয়েছে।	Allah created mankind, sent down the Book with the truth, and sent the Messengers. Whoever believes and acts upon it will attain success in this world and the Hereafter.

পাঠ–৩: সংলাপ নির্মাণ (Dialogue Builder): শব্দ ৫১–৬০

একই শব্দ ব্যবহার করে বাস্তব কথোপকথনের অনুশীলন করুন। ধাপে ধাপে হ্যাঁ-সূচক, না-সূচক, প্রশ্নবোধক, না-সূচক প্রশ্নবোধক এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বাক্যরীতি আয়ত্ত করুন।

العربية	বাংলা	English
أَيْنَ الْحَقُّ؟	সত্য কোথায়?	Where is the truth?
الْحَقُّ عِنْدَ اللَّهِ.	সত্য আল্লাহর কাছেই।	The truth is with Allah.
هَلْ أَنْزَلَ اللَّهُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ؟	আল্লাহ কি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছেন?	Did Allah send down the Book with the truth?
نَعَمْ، أَنْزَلَ اللَّهُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ.	হ্যাঁ, আল্লাহ সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছেন।	Yes, Allah sent down the Book with the truth.
أَلَيْسَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ؟	সত্য কি আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়?	Is not the truth from Allah?
بَلَى، الْحَقُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ.	অবশ্যই, সত্য আল্লাহর পক্ষ থেকেই।	Certainly, the truth is from Allah.
مَتَى خَلَقَ اللَّهُ النَّاسَ؟	আল্লাহ মানুষকে কখন সৃষ্টি করেছেন?	When did Allah create mankind?
خَلَقَ اللَّهُ النَّاسَ قَبْلَ أَنْزَلَ الْكِتَابَ.	আল্লাহ কিতাব নাযিল করার পূর্বেই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।	Allah created mankind before sending down the Book.
مَنْ أُولَئِكَ؟	তারা কারা?	Who are those?

أُولٰئِكَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ.	তারা হলো যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে।	Those are the ones who believed and did righteous deeds.

এই সংলাপের মাধ্যমে শিক্ষার্থী স্বাভাবিকভাবেই অনুশীলন করবে—

- ✓ হ্যাঁ-সূচক বাক্য (Affirmative)
- ✓ না-সূচক প্রশ্ন (Negative Interrogative)
- ✓ প্রশ্নবোধক বাক্য (Interrogative)
- ✓ প্রশ্নের উত্তর (Question & Response)
- ✓ **قَبْلُ**ও **بَعْدُ**-এর ব্যবহার
- ✓ **عِنْدَ**
- ✓ **أُولٰئِكَ**
- ✓ **خَلَقَ**
- ✓ **أَنْزَلَ**
- ✓ **الْحَقُّ**

এটি ইউনিট–৬-এর সমন্বিত (Integrated) লক্ষ্য অনুযায়ী পূর্ববর্তী পাঁচটি ইউনিটের শব্দ ও ব্যাকরণকেও পুনরায় সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করায়।

পাঠ–৪: ছোট অনুচ্ছেদ (Paragraph Builder): শব্দ ৫১–৬০

একই শব্দভাণ্ডার ব্যবহার করে ছোট অনুচ্ছেদ পড়ুন, অনুবাদ করুন এবং ধীরে ধীরে আরবিতে চিন্তা করার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

العربية

الْحَقُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَخَلَقَ اللَّهُ النَّاسَ، وَأَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. وَقَبْلَ ذٰلِكَ أَرْسَلَ اللَّهُ الرُّسُلَ، وَإِذْ جَاءَ الرَّسُولُ آمَنَ الْمُؤْمِنُونَ. شَاءَ اللَّهُ الْخَيْرَ لِلنَّاسِ، وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ. وَبَعْدَ الْإِيمَانِ يَأْتِي الْعَمَلُ الصَّالِحُ، وَعِنْدَ اللَّهِ أَجْرٌ عَظِيمٌ. خَلَقَ اللَّهُ النَّاسَ وَأَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَهْدِيَهُمْ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ.

বাংলা

সত্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছেন। এর পূর্বে আল্লাহ বহু রাসূল প্রেরণ করেছেন। যখন রাসূল আগমন করলেন, তখন মুমিনরা ঈমান আনল। আল্লাহ মানুষের জন্য কল্যাণ চেয়েছেন; তারাই প্রকৃত মুমিন। ঈমানের পরে আসে সৎকর্ম, আর আল্লাহর কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার। আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছেন, যাতে তিনি তাদের সরল পথে পরিচালিত করেন।

English

The truth is from Allah. Allah created mankind and sent down the Book with the truth. Before that, Allah sent the Messengers. When the Messenger came, the believers believed. Allah willed goodness for mankind; those are the true believers. After faith comes righteous action, and with Allah is a great reward. Allah created mankind and sent down the Book with the truth so that He may guide them to the Straight Path.

পাঠ–৫: কুরআনিক আয়াতাংশ অনুধাবন (Qur'anic Phrase Comprehension): শব্দ ৫১–৬০

চূড়ান্ত একাডেমিক কাঠামো

প্রতিটি ইউনিটে একই নীতি অনুসরণ করা হয়েছে—

শব্দ → আয়াতাংশ → ব্যাকরণ → আবিষ্কার

অর্থাৎ একই আয়াতাংশ থেকেই শিক্ষার্থী—

১. নতুন শব্দ শিখবে

২. কুরআনিক ব্যবহার দেখবে

৩. ব্যাকরণিক ধরণ আবিষ্কার করবে

কৃত্রিম বাক্যের পরিবর্তে কুরআনের বাস্তব আয়াতাংশের মাধ্যমে শব্দগুলোর প্রকৃত ব্যবহার শিখুন। প্রতিটি আয়াতাংশের সঙ্গে সূরা ও আয়াত নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে।

Qur'anic Phrase Builder

(اقْرَأْ، ثُمَّ تَعَرَّفْ عَلَى لُغَةِ الْقُرْآنِ)

কুরআনিক আয়াতাংশ	**বাংলা অর্থ**	**সূরা : আয়াত**
الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ	সত্য তোমার রবের পক্ষ থেকে।	আল-বাকারা ২:১৪৭
أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ	তিনি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছেন।	আলে ইমরান ৩:৩
خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ	তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সত্যের ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন।	আনকাবূত ২৯:৪৪
وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ	তোমরা ইচ্ছা করতে পার না, তবে আল্লাহ ইচ্ছা করলে।	আত-তাকভীর ৮১:২৯
أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ	তারাই সফলকাম।	আল-বাকারা ২:৫
مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ	পূর্বেও এবং পরেও।	আর-রূম ৩০:৪
عِنْدَ اللَّهِ	আল্লাহর কাছে।	বহু আয়াতে
خَلَقَ الْإِنسَانَ	তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন।	আর-রাহমান ৫৫:৩
إِذْ قَالَ رَبُّكَ	যখন আপনার রব বললেন।	আল-বাকারা ২:৩০

هُدًى لِلنَّاسِ	মানুষের জন্য হিদায়াত।	আল-বাকারা ২:১৮৫

এখান থেকেই শিক্ষার্থী একসঙ্গে লক্ষ্য করবে—

- **الحق** (মুবতাদা/খবরের ব্যবহার)
- **أنزل**ও **خلق** (ফি'ল–ফা'ইল–মাফউল)
- **إلّا** (استثناء)
- **إن يشاء الله** (مشيئة ও شرط)
- **أولئك** (اسم الإشارة)
- **من قبل ومن بعد** (ظرف)
- **عند الله** (جار ومجرور)
- **إذ قال ربك** (ظرف زمان + فعل ماضٍ)
- **هدى للناس** (لام الجر + اسم)

এভাবে একই আয়াতাংশ থেকেই শিক্ষার্থী **শব্দ, অর্থ, কুরআনিক ব্যবহার এবং ইউনিট–৬-এর সমন্বিত ব্যাকরণ**—সবকিছু একসঙ্গে আবিষ্কার করতে পারবে।

পাঠ–৬: পূর্ণ আয়াত অনুধাবন (Complete Verse Comprehension): শব্দ ৫১–৬০

শেখা শব্দসম্বলিত একটি পূর্ণ আয়াত অধ্যয়ন করুন। এখানে থাকবে—

- পরিচিত শব্দ শনাক্তকরণ
- আয়াতের অর্থ অনুধাবন
- প্রসঙ্গ বোঝা
- আয়াতের নূর (Light of the Verse)
- মূল শিক্ষা (Key Lesson)
- ভাবনা (Reflection)
- আমল (Application)

বিষয়

سورة الفاتحة

(সমগ্র কুরআনের সারসংক্ষেপ)

সূরা আল-ফাতিহা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

পরিচিত শব্দ শনাক্ত করুন

এই সূরায় আপনি ইতোমধ্যে শেখা বহু শব্দ খুঁজে পাবেন, যেমন—

✓ اللَّهِ

✓ رَبِّ

✓ يَوْمِ

✓ الَّذِينَ

✓ عَلَى

✓ الْحَقِّ (অর্থগতভাবে সরল পথের ধারণা)

✓ النَّاسُ (মানবজাতির জন্য হিদায়াতের প্রেক্ষাপট)

✓ مِنْ

✓ إِلَى (অর্থগত দিকনির্দেশ)

✓ أَنْعَمْتَ

এছাড়াও পূর্ববর্তী ইউনিটে শেখা বহু ব্যাকরণিক ধরণ এখানে একত্রে উপস্থিত রয়েছে।

আয়াতের অর্থ অনুধাবন

এই সূরাটি আল্লাহর প্রশংসা, রবের পরিচয়, আখিরাতের জবাবদিহি, একমাত্র তাঁরই ইবাদত ও সাহায্য প্রার্থনা এবং সরল পথের দোয়া—এসব বিষয়কে একত্রে ধারণ করেছে।

প্রসঙ্গ বোঝা

সূরা আল-ফাতিহা মক্কায় অবতীর্ণ এবং এটি কুরআনের সূচনা। প্রত্যেক রাকাতে এটি পাঠ করা হয়। এজন্য একে **উম্মুল কিতাব**, **উম্মুল কুরআন** এবং **আস-সাব'উল মাসানী** বলা হয়।

আয়াতের নূর (Light of the Verse)

- আল্লাহই সকল প্রশংসার অধিকারী।
- তিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক।
- ইবাদত ও সাহায্য প্রার্থনা একমাত্র তাঁরই জন্য।
- মানুষের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন সঠিক পথের হিদায়াত।
- নেককারদের পথ অনুসরণ এবং বিভ্রান্তির পথ থেকে বেঁচে থাকাই সফলতার পথ।

মূল শিক্ষা (Key Lesson)

যে ব্যক্তি আল্লাহকে রব হিসেবে গ্রহণ করে, একমাত্র তাঁরই ইবাদত করে এবং তাঁর দেখানো সরল পথ অনুসরণ করে, সেই প্রকৃত সফলতার পথে পরিচালিত হয়।

ভাবনা (Reflection)

নিজেকে প্রশ্ন করুন—

- আমি কি প্রতিদিন এই সূরার অর্থ অনুভব করে পড়ি?
- "إِيَّاكَ نَعْبُدُ"—আমি কি সত্যিই শুধু আল্লাহরই ইবাদত করি?
- আমি কি প্রতিদিন হিদায়াতের জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করি?
- আমার জীবন কি "الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ"-এর পথে পরিচালিত হচ্ছে?

আমল (Application)

✓ প্রতিদিন সালাতে সূরা আল-ফাতিহা অর্থসহ পড়ার চেষ্টা করুন।

✓ "إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ"—এই অঙ্গীকারকে জীবনের প্রতিটি কাজে বাস্তবায়ন করুন।

✓ প্রতিদিন আল্লাহর কাছে সরল পথের হিদায়াত প্রার্থনা করুন।

✓ কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন গড়ার দৃঢ় সংকল্প করুন।

সমাপনী উপলব্ধি

এই ৬০টি শব্দ, কুরআনিক আয়াতাংশ, ব্যাকরণ আবিষ্কার এবং অনুশীলনের ধারাবাহিক যাত্রার পর এখন সূরা আল-ফাতিহা আপনার কাছে কেবল একটি মুখস্থ সূরা নয়; বরং আল্লাহর সঙ্গে আপনার প্রতিদিনের অঙ্গীকার, দোয়া এবং জীবনপথের নির্দেশিকা হয়ে উঠবে—ইন শা আল্লাহ।

পাঠ–৭: ব্যাকরণ আবিষ্কার (Grammar Discovery Method)

সমন্বিত কুরআনিক ব্যাকরণ: কুরআনের ভাষার সৌন্দর্য (Integrated Qur'anic Grammar)

কী শিখবে?	কী আবিষ্কার করবে?
✓ শর্ত (شرط)	✓ একটি পূর্ণ কুরআনিক আয়াতে পূর্বে শেখা সব ব্যাকরণিক ধরণ শনাক্ত করবে।
✓ ইস্তিসনা (الاستثناء)	✓ একই আয়াতে **ইসম, ফি'ল ও হারফ**-এর পারস্পরিক সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ করবে।
✓ তাওকীদ (التوكيد)	✓ **জার, রফা ও নসব**-এর ব্যবহার একত্রে চিনতে পারবে।
✓ কসম (القسم)	✓ বিভিন্ন ক্রিয়ার রূপ (**মাদী, মুদারি, আমর ও নাহি**) তুলনা করবে।
✓ صلة الموصول (Relative Clause)	✓ শর্ত, তাওকীদ, ইস্তিসনা ও অন্যান্য বাক্যরীতি বাস্তব আয়াতে শনাক্ত করবে।
✓ ইসমে ইশারার উন্নত ব্যবহার	✓ একটি পূর্ণ আয়াতের ভাষাগত গঠন নিজেই বিশ্লেষণ করতে পারবে।
✓ বাক্যের বিভিন্ন ধরন	✓ শেখা সব ব্যাকরণিক নিয়ম নতুন আয়াতে প্রয়োগ করতে পারবে।

✓ সমন্বিত ব্যাকরণ (Grammar Integration)	✓ কুরআনের ভাষার সামগ্রিক সৌন্দর্য, বিন্যাস ও পারস্পরিক সম্পর্ক উপলব্ধি করবে।

এবার পুরো কুরআনের দিকে নতুন চোখে তাকান

এই পর্যন্ত আপনি শিখেছেন—

- **ইউনিট–১:** ইসম, ফি'ল, হারফ ও বাক্যের ভিত্তি
- **ইউনিট–২:** ক্রিয়া, কর্তা ও সর্বনাম
- **ইউনিট–৩:** মুবতাদা, খবর ও মারফূ
- **ইউনিট–৪:** নসব, إِنَّ ও মাফউল বিহি
- **ইউনিট–৫:** ধাতু, শব্দগঠন ও ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপ

এখন একটি পূর্ণ কুরআনিক আয়াত পর্যবেক্ষণ করে দেখুন—এই সব ব্যাকরণিক ধরণ কীভাবে একই আয়াতে একত্রে ব্যবহৃত হয়েছে।

ব্যাকরণ আবিষ্কারের ধাপ

পর্যবেক্ষণ করুন (Observe)

কুরআনের আয়াত বা আয়াতাংশ মনোযোগ দিয়ে পড়ুন। যে শব্দ, ক্রিয়া বা বাক্যগঠন বারবার এসেছে, তা চিহ্নিত করুন।

তুলনা করুন (Compare)

একই ধরনের আরও কয়েকটি আয়াত দেখুন। কোন শব্দ বা গঠনে মিল এবং কোনটিতে অমিল রয়েছে তা লক্ষ্য করুন।

চিন্তা করুন (Think)

নিজেকে প্রশ্ন করুন—

- এখানে কোন শব্দটি পরিবর্তিত হয়েছে?
- কেন পরিবর্তিত হয়েছে?
- কোন শব্দটি একই রয়ে গেছে?
- কোনটি ইসম, কোনটি ফি'ল, কোনটি হারফ?
- কোথায় জার, কোথায় রফা, কোথায় নসব?
- একই ধাতু থেকে আর কী কী রূপ এসেছে?
- বাক্যের বিভিন্ন অংশ কীভাবে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত?

↓

নিয়ম আবিষ্কার করুন (Discover the Rule)

পর্যবেক্ষণ ও তুলনার ভিত্তিতে নিজের ভাষায় একটি সম্ভাব্য নিয়ম লিখুন।

নিজের ভাষায় সূত্র লিখুন (Write the Rule)

এক লাইনে নিয়মটি নিজের ভাষায় লিখুন।

আরও আয়াতে যাচাই করুন (Verify)

আরও কয়েকটি আয়াতে একই নিয়ম সত্য কিনা পরীক্ষা করুন।

প্রয়োগ করুন (Apply)

একই ধরণের একটি নতুন বাক্য নিজে তৈরি করুন অথবা কুরআন থেকে আরেকটি উদাহরণ খুঁজে বের করুন।

আমি কী আবিষ্কার করলাম?

আজ আমি শিখলাম—

.....

.....

কোন আয়াত থেকে শিখলাম?

.....

আমার সূত্র

.....

.....

মনে রাখুন

এই পাঠে কোনো ব্যাকরণিক সংজ্ঞা মুখস্থ করার প্রয়োজন নেই। কুরআনের আয়াত পর্যবেক্ষণ করে ভাষার ধরণ (Pattern) নিজেই আবিষ্কার করাই এই পাঠের মূল উদ্দেশ্য। শিক্ষক কেবল পথনির্দেশক; **আবিষ্কার করবে শিক্ষার্থী নিজেই।**

"এখন আপনি কেবল ব্যাকরণ শিখছেন না; আপনি কুরআনের ভাষা পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও অনুধাবনের একটি দক্ষতা অর্জন করেছেন। এখান থেকেই শুরু হবে কুরআনের সঙ্গে আপনার আজীবনের তাদাব্বুরের যাত্রা—ইন শা আল্লাহ।"

পাঠ–৮ : শিক্ষার্থীর অনুশীলন (Student Activities)

এই অনুশীলনগুলোর উদ্দেশ্য হলো শেখা শব্দ, বাক্য, সংলাপ, অনুচ্ছেদ, কুরআনিক আয়াতাংশ, পূর্ণ আয়াত এবং ব্যাকরণিক ধরণকে (Pattern) বাস্তব ভাষা-ব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত করা। প্রতিটি ইউনিট সম্পন্ন করার পর নিচের অনুশীলনগুলো ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করুন।

✓ শব্দগুলো চিনুন এবং তাদের বাংলা ও ইংরেজি অর্থ বলুন।
✓ শেখা শব্দ ব্যবহার করে নতুন বাক্য তৈরি করুন।
✓ বিভিন্ন ধরনের সংলাপ নির্মাণ করুন।
✓ নিজের ভাষা থেকে আরবিতে ভাব প্রকাশ করুন।
✓ কুরআন থেকে একই ধরনের আরও উদাহরণ সংগ্রহ করুন।
✓ শেখা ব্যাকরণিক ধরণ নতুন বাক্যে প্রয়োগ করুন।
✓ শেখা বিষয় অন্য কাউকে শেখানোর চেষ্টা করুন।

সমাপনী মূল্যায়ন ও আত্মপর্যালোচনা

(Final Assessment & Reflection)

এখানে থাকবে—

মূল্যায়ন (Final Assessment)

- আমি কি ৬০টি শব্দ আয়ত্ত করেছি?
- আমি কি নতুন বাক্য গঠন করতে পারি?
- আমি কি সংলাপ বলতে পারি?
- আমি কি কুরআনের আয়াত বুঝতে পারি?
- আমি কি ব্যাকরণের ধরণ আবিষ্কার করতে পারি?
- আমি কি অন্যকে শেখাতে পারি?

পাঠ–১০ : আমার সামগ্রিক অর্জন

(Final Competencies)

এই বই শেষে আমি—

✓ ৬০টি বহুল ব্যবহৃত কুরআনিক শব্দ আয়ত্ত করেছি।

✓ নতুন বাক্য ও সংলাপ তৈরি করতে পারি।

✓ ছোট অনুচ্ছেদ লিখতে পারি।

✓ কুরআনের বহু আয়াতাংশ বুঝতে পারি।

✓ পূর্ণ আয়াত অনুধাবন করতে পারি।

✓ কুরআন থেকেই নাহু ও সরফের মৌলিক ধরণ আবিষ্কার করতে পারি।

✓ কুরআনের ভাষায় চিন্তা করার ভিত্তি অর্জন করেছি।

✓ অন্যকে শেখাতে সক্ষম।

পুনরাবৃত্তি ও আজীবন শেখার পরিকল্পনা (Revision & Lifelong Learning)

শেখাকে দীর্ঘস্থায়ী করতে পরিকল্পিত পুনরাবৃত্তি অনুসরণ করুন—

প্রথম দিন → তৃতীয় দিন → সপ্তম দিন → চতুর্দশ দিন → ত্রিশতম দিন

প্রয়োজন অনুযায়ী দলীয় পুনরাবৃত্তি, মৌখিক উপস্থাপন, ফ্ল্যাশ কার্ড এবং সংক্ষিপ্ত মূল্যায়নের মাধ্যমে শেখাকে আরও সুদৃঢ় করুন।

- এরপর—
- নিয়মিত কুরআন পাঠ
- নতুন শব্দ সংগ্রহ
- আয়াতভিত্তিক ব্যাকরণ পর্যবেক্ষণ
- তাদাব্বুর
- আমল

উপসংহার

এটিই এই বইয়ের মূল শিক্ষাপদ্ধতি (Methodology)। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে শুরুতেই কোনো ব্যাকরণিক সংজ্ঞা বা নিয়ম মুখস্থ করিয়ে ভাষা শেখানো হয় না; বরং কুরআনের বহুলব্যবহৃত শব্দ, বাক্য, সংলাপ,

অনুচ্ছেদ, আয়াতাংশ ও পূর্ণ আয়াতের ধারাবাহিক অনুশীলনের মাধ্যমে ভাষার ধরণ (Pattern) নিজেই আবিষ্কার করতে শেখানো হয়। এভাবে অর্থ থেকে ব্যবহার, ব্যবহার থেকে ধরণ শনাক্তকরণ এবং ধরণ থেকে ব্যাকরণ আবিষ্কারের মাধ্যমে শিক্ষার্থী স্বাভাবিকভাবেই কুরআনিক আরবির গঠন ও সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।

এই শিক্ষাপদ্ধতির চূড়ান্ত লক্ষ্য কেবল ভাষাগত দক্ষতা অর্জন নয়; বরং কুরআনকে সরাসরি বুঝে তাদাব্বুর করা, সালাতে তার অর্থ অনুভব করা এবং সেই হিদায়াতকে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজজীবনে বাস্তবায়ন করা। ফলে ভাষা শিক্ষা আর মুখস্থবিদ্যার বিষয় থাকে না; বরং কুরআন অনুধাবন, আত্মশুদ্ধি, আমল এবং চরিত্র গঠনের একটি স্বাভাবিক, আনন্দময় ও দীর্ঘস্থায়ী যাত্রায় পরিণত হয়—ইন শা আল্লাহ।

"শব্দ থেকে বাক্য, বাক্য থেকে কুরআন; কুরআন থেকে ব্যাকরণ, আর ব্যাকরণ থেকে নয় কুরআন।"